বিমুক্ত-বেণী-বন্ধন

OR

"[BI]NDING OF THE BRAID."

———ooOoo———

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক

নাটক।

-o-

সতী সাধ্বী যাজ্ঞসেনী
বাঁধিল বিমুক্ত বেণী
দুঃশাসন দুর্ম্মতির সুতপ্ত শোণিতে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ
প্রণীত।

———

[PRINT]ED AT THE 'CALCUTTA PRINTING HOUSE,'
[SAM]BHU CHATTERJEE'S STREET, THUNTHUNIAH.
1886.

প্রস্তাবনা।

অনন্তদেবের অনন্তশয্যা।

বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা ও পদতলে লক্ষ্মী উপবিষ্ট।

গীত গাইতে গাইতে সলিল ভেদ করিয়া

সাগর বালাগণের উত্থান।

গীত।

মরি কি মাধুরী হেরি—

বিরাজে বারিধি বক্ষে বৈকুণ্ঠ-বিহারী

কনক কমলে ঐ শায়িত শ্রীহরি।

রত্নাকর রত্নোত্তমা

পদতলে বসি রমা

নাভি পদ্মে পিতামহ

আছে ধ্যান ধরি।

জয় কেশব করুণাময়

কমলময়ী কমলা জয়।

নক্ষত্র নিন্দিয়া ভাতি

মুকুতা প্রবাল আদি,

সাজায়ে সোণার থালে

আন সহচরি।

সাজাব সকলে মনের মত
রতনে রমার রাতুল পদ।
আয় সখি আয় আয়
ইন্দুমুখী ইন্দিরায়
লয়ে যাই জলতলে
যথা জলেশ্বরী।
বহিবে বারিধি তলে আনন্দ লহরী।
হেরিবে হরষে বারুণী রাণী
শোভার আধার শ্রীমুখ খানি।

(পৃথিবীর প্রবেশ)

পৃথিবী। বিশ্বনাথ! বার বার কাতর ক্রন্দনে
করিয়াছ কর্ণপাত—
করিয়াছ নানা লীলা লীলাময় তুমি
অবনীতে অবতরি;—যুগান্তে যখন
প্রলয় প্লাবনে পূরিল পৃথিবী,
মীন মূর্ত্তি ধরি দেব, উদ্ধারিলে বেদ,
বিরিঞ্চি-বদন-ভ্রষ্ট।
দেবতা দানব যবে, অমৃত আশায়
মথিল সাগর—
কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠোপরে ধরিলে ধরারে।

দমিলে দুর্দ্দান্ত দৈত্যে, বরাহ রূপেতে
কারণ সলিলে মগ্ন বিশ্বে বাঁচাইলে।

নাশিলে নৃসিংহরূপে
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে রক্ষিতে প্রহ্লাদে।

পাতাল প্রদেশে—
বলিরে বামন রূপে, করিলে ছলনা
ত্রিপদে ত্রিলোক ব্যাপী।

দেব-দ্বিজ-দ্বেষী, ক্ষত্রকুল ক্ষয় হেতু
ভৃগুবংশে অবতংশ হলে হৃষীকেশ।

কৌশল্যা কুমার,
রামরূপে রক্ষরাজ রাবণে রণেতে
বিনাশিলে বনমালি।

প্রমাদ পড়িল পুনঃ পৃথিবী পূরিল
কৌরবের অত্যাচারে—
ক্লান্তকায় ধরাধারী পন্নগের পতি
যাহয় বিহিত কর বৈকুণ্ঠ-বিহারি।

(সহসা দিব্যালোক প্রকাশ ও
শূন্যদেশে কৃষ্ণ বলরামের
মূর্ত্তির আবির্ভাব।

একি হেরি !
নীরদ লাঞ্ছন রূপ,
বিনোদ বঙ্কিম বপু, সুঠাম সুন্দর,
মধুর মুরলী মুখে, শিখিপুচ্ছ শিরে,
পরিধান পীতবাস, বনমালা গলে,
কনক নূপুরে কিবা শোভিত শ্রীপদ !
বিরাজে বামেতে কিবা রজত বরণে,
হলপাণি নীলাম্বর, মূর্ত্তি মনোহর
পাদপদ্মে পরকাশ শত-শশী প্রভা
একি লীলা, লীলাময় ?

বিষ্ণু। "বৎসে বসুমতি,
হরিতে তোমার ভার হব অবতার
শুক্ল কৃষ্ণ দুই অংশে দ্বাপরে এবার"

পৃথিবী। পিতামহ পদ্মযোনি
বাসব বরুণ বায়ু আদি সুরগণ
মহাতপা যোগীঋষি মহিমা তোমার
বুঝিতে অক্ষম দেব, কি বুঝিব আমি।
হে অনন্ত পতি !
আপনি অভয় দিলে দাসীরে যখন

বিমুক্ত বেণী বন্ধন।

কি ভয় তখন আর।
প্রণমি পুণ্ডরীকাক্ষ তব পদাম্বুজে।

পৃথিবীর ত্রস্থান গীত গাইতে গাইতে
সাগর বালাগণের অন্তর্ধান।
পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য ইন্দ্রপ্রস্থ উপবন।

অর্জ্জুন ও দ্রৌপদী।

অর্জ্জুন। শর্ব্বরীর শিরোশোভা শশাঙ্ক সমান
প্রভাত পদ্মিনী প্রভা বিনোদ বয়ানে
কি হেতু কালিমা আজ পড়েছে পাঞ্চালি?
অর্দ্ধাশনে অনশনে যবে যাজ্ঞসেনী—
কায়াসনে ছায়া যথা—পতির পশ্চাতে
বেড়াইলে বনে বনে বল্কল বসনে
কুশাঙ্কুশ কণ্টকাদি পরিপূর্ণ পথে ;
সে কালে সুহাস্য মুখ দেখিয়াছি তব।
দারুণ দুর্য্যোগ অন্তে গগনের গায়
রবির উদয় সম—পাণ্ডবের পুনঃ
সমুদিত সুখ-সূর্য্য অদৃষ্ট আকাশে
তবে কেন আজ—

নিশার নীহারসিক্ত নলিনীর মত
মলিনতা মাখা হেরি চারু চন্দ্রানন।

দ্রৌপদী। কি কহিলে কিরীটি!
'সমুদিত সুখসূর্য্য অদৃষ্ট আকাশে'?
নিশীথে নিদ্রায় একি স্বপ্ন সন্দর্শন—
কৌরব কুলের কালি দুষ্ট দুর্য্যোধন
হস্তিনার সিংহাসনে আজ (ও) অধিষ্ঠিত
দুঃশাসন দুর্ম্মতির সুতপ্ত শোণিতে
বাঁধেনি বিমুক্ত বেণী এখন(ও)পাঞ্চালী
প্রসন্ন পাণ্ডব ভাগ্য কিসে বল নাথ!
পিতৃপিতামহাগত
অর্দ্ধেক সাম্রাজ্য এই পাণ্ডবের প্রাপ্য
কোন লাজে কহ তবে
দূতমুখে দুর্য্যোধনে করিয়া মিনতি
পঞ্চখানি গ্রাম ভিক্ষা চাও পুনঃ পুনঃ?
ধিক্ ধিক্ ধনঞ্জয় ধর ধনুর্ব্বাণ,
সুরাসুর নাগ নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
কেবা স্থির তব শরে সম্মুখ সমরে;
কৌরব শোণিত স্রোতে প্লাবিয়া পৃথিবী
আপন অদৃষ্ট চক্র ফিরাও ফাল্গুনি।

অর্জ্জুন। ধৈর্য্য ধরি রহ প্রিয়ে কিছুকাল আর
গিয়াছেন শ্রীগোবিন্দ সন্ধি সংস্থাপিতে
এইবার শেষবার।
সন্ধিতে সম্মত যদি না হয় কৌরব
তাহলে অদৃষ্টচক্র ফিরাবে ফাল্গুনি
ধনুর্ব্বাণ ধরি।
পার্থের প্রতাপ প্রিয়ে আছ অবগত,
সুরাসুর সবাকারে পারি পরাজিতে।
বিশ্বনাশী বাণে
প্রলয় পাবকরাশি জ্বালি যাজ্ঞসেনি
দহিব দুরাত্মা কুলে সমূলে সংহারি!

দ্রৌপদী। শুনেছ কি সব্যসাচী, কুরুকুলেশ্বরী
আসিতেছে আজ হেথা বন বিহারিতে?

অর্জ্জুন। সুরপুর সুশোভন নন্দন সমান
হস্তিনার মনোহর উপবন ছাড়ি
ইন্দ্রপ্রস্থে আসিতেছে বন বিহারিতে?

দ্রৌপদী। বন বিহারের ভানে আজ ভানুমতী
সাজিয়া সঙ্গিনী সনে আসিছে দেখাতে
আপন ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব।—
সৌভাগ্য শালিনী সতী কুরু কুলেশ্বরী

দ্রৌপদী দুঃখিনী হায় বিধি বিড়ম্বনে
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হইবে প্রকাশ
ক্ষীণজ্যোতি খদ্যোতের লজ্জা লুকাইতে
উচিত প্রস্থান করা স্থানান্তরে তার।
হে বিধি, করুণা নিধি!
দ্রৌপদীর দুঃখ দূর করিবে কি কভু?

উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—উপবন।

(ভনুমতী ও সখীগণের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

নিরমল নীলাকাশে নিশানাথ হাসিছে,
কুমুদ কৌমুদী মাখি সরোবরে শোভিছে।
পবন পরশে মৃদু কিশলয় কাঁপিছে
কানন কুসুম বাসে দশদিক মোদিছে।
চকোর চকোরী মিলি চাঁদ পানে চাহিছে
পাপিয়া পীযুষ ধারা শ্রবণেতে ঢালিছে।
ললিত লহরী তুলি নির্ঝরিণী নাচিছে
সোহাগে সুসাজে সবে স্বভাবেরে সেবিছে॥

ভানুমতী। সমাগতা সন্ধ্যা—

স্বভাবে স্বভাব ধরেছে ধরণী।
পবন পরশে সরসী সলিল
তুলিছে তরল ললিত লহরী।
কানন কুসুম বাস বহিতেছে
সমীরণ সুখে শরীর শীতলি।
চকোর চন্দ্রমা চেয়ে—
উড়িছে উল্লাসে শ্রবণে সবার
সুধার সুস্বন ঢালি।
শোভিছে সুন্দর ব্রততী বেষ্টিত
বিপিনে বিটপি-বর
জ্বলন্ত জোনাকী শিরে শোভে যথা
আকাশ আলোকি নক্ষত্র নিচয়।
নিরমল নীল নভে—
শোভে শশধর, মরি কি মাধুরী
ধরেছে ধরণী বিধুর বিভায়।
মেঘমালা কভু আবরিছে আসি
বিমল বিধুরে, আঁধারি আমারি
অবনী আকাশে ; সম্পদ সৌভাগ্য
অস্থায়ী অনিত্য দেখাইছে দেব—

সখী। কুরুকুল-কমলিনী—
পৃথিবী পূজিত পতি রাজ-রাজেশ্বর
পরাক্রমে পুরন্দর পরাভব পায়।
বিপুল বৈভব যার ভাগ্যের ভাবনা
কিসের আবার তার ?

ভানুমতী। সখি। ঐ—
শশধর সম পঞ্চ পাণ্ডবের
সহসা সৌভাগ্য শশী মেঘমুক্ত
হয় যদি; নহে বিচিত্র ব্যাপার !
ধরার এ ধারা; ভূপতি—ভিখারী
রাখাল—রাজা মুহূর্ত্তকে মরি !

সখী। কুরুকুলেশ্বরি
সুমেরুর তুঙ্গ শৃঙ্গ পবন পাড়িবে ?
সাগর শুকাবে সৌর-কর জালে ?
পদাঘাতে পৃথ্বী কাঁপে কি কখন ?
পঞ্চ পাণ্ডব—
শত সহোদরে—সবে শূরশ্রেষ্ঠ
বিমুখিবে রণে ?

ভানুমতী। স্বপ্ন সন্দর্শনে অস্থির অন্তর
আশঙ্কায় অভিভূত !

সখী। কি স্বপ্ন ?—

ভানুমতী। বিনোদ বিপিনে বসি
নিরখিনু নীলাম্বরে শত শশধর

সখী। তারপর,

ভানুমতী। কালান্তক কাল দীপ্ত দরশন
সমুদিল সূর্য্য সহসা সেথায়
সেই শত শশী প্রভায় পুড়িল
শোণিতের স্রোতে অবনী আর্দ্রিল।
সখি! সীমন্তের সীন্দূর সভয়ে
মুছিনু আপনি শুনিনু শিবার
অশিব আরাব ক্রন্দন কল্লোল
পৃথিবী পূরিয়া ;সে শব্দে শিহরি
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।

সখী। শত শশী—সহোদর শত,
ভানু—ভীম,
এই অনুমানে কাতর অন্তর ?
সখি! স্বপ্ন সত্য হয় কবে ?
এস সখি—
স্বভাবে সুভাব হেরি
সঙ্গীতে সুতান ধরি, জুড়াবে জীবন।

বিমুক্ত বেণী বন্ধন।

গীত।

সই কি সুন্দর নিশি নিরমল
বিধুর বিভায় ধৌত ধরাতল
অচল সচল সুহাসে সকল
মধুর মিলনে।
কাঁপিছে কাননে কুসুম কামিনী
তরঙ্গেতে তান তুলিছে তটিনী
মরি কি মাধুরী ধরেছে ধরণী
সুখ সম্মিলনে।
পুষ্প পরিমলে পূরিত পবন
শীতল শরীর পেয়ে পরশন
শ্রবণ সুস্বন করিছে কূজন
বন-বিহগিনী।
মুরজ মুরলী বীণা বিনোদন
আলাপে আমোদে মাতিবেক মন
সঙ্গীতের স্রোতে ভাষায়ে ভুবন
যাপিব যামিনী।

ভানুমতী। সখি! শুনেছ কি—
পাণ্ডবেরা প্রেরিয়াছে শ্রীকৃষ্ণে আবার
সন্ধি সংস্থাপিতে?

সখী। প্রতিজ্ঞা করিল পূর্ব্বে কৃষ্ণার কবরী
বাঁধিবারে বৃকোদর দেব দুঃশাসন—
বক্ষঃস্থল বিনিসৃত সুতপ্ত শোণিতে
কই তা হ'লনা ?—
ঘোর ঘন ঘটা গরজি গম্ভীর
বরষেনা বিন্দু মাত্র বারি !
প্রলয় পবনে লতাও লোটেনা !

ভানুমতী। অদূরে আসিছে কৃষ্ণা স্থির হও সখী
পাঞ্চালীকে পরিহাস এস কিছু করি।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। একি অপরূপ !
গগনের চাঁদ কেন ভূতলে উদয় ?
আঁধারিয়া অন্তঃপুর অন্ধ ভূপতির
কামিনী কুলের জোৎস্না—
হস্তিনার হেমপদ্ম এ বিজন বনে
কেন যে ফুটিল আসি না পারি বুঝিতে !

ভানুমতী। কৃষ্ণাই কামিনীকুলে সুন্দরীর সার !
এক পতি লাভ তরে কত কুলাঙ্গনা
আচরে বিবিধ ব্রত—পূজে পশুপতি
কিন্তু তুমি নিজ,

স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শুধু লভেছ সুন্দরি
পরাক্রান্ত পঞ্চপতি—করেছ কামার্ত্ত
সিন্ধুসুত জয়দ্রথে, বিরাট শ্যালকে—
দাসীভাবে ছিলে যবে বিরাটের বাসে
আর আর শত জনে কে পেরেছে তাহা?

দ্রৌপদী। শুনিলাম আসিয়াছ বন বিহারেতে
সত্য কি সে কথা ?

ভানুমতী। হাঁ—
নিরখিলে লতাবলী—কুসুম কুন্তলা
বিটপীর সনে বাঁধা প্রগাঢ় প্রণয়ে
পরিমল পরিপূর্ণ ফুল্ল ফুল কুলে
শ্যামল শেখর অঙ্গে নির্ম্মল নির্ঝরে
হীরকের হার যেন গিরির গলায়
কলহংস নিনাদিত সুরম্য সরসী
শুনিলে সরস গীত বিহগ বৃন্দের
মধুমত্ত মধুপের মোহন ঝঙ্কার
জীবন জুড়ায় কত ভাল জান তুমি।
বহুকাল বিচরণ করিলে কাননে
নিসর্গের নবভাব নিত্য নিরখিয়া—
সার্থক জীবন তব পাণ্ডব প্রেয়সি!

দ্রৌপদী। ভানুমতি—
বারিধির বক্ষে তরঙ্গ তাড়িত
জনের কভু কি—
সিন্ধুর শোভায় আকৃষ্টে নয়ন ?
যাক্ ও কথা
বৃথা বাক্য ব্যয়ে কিবা প্রয়োজন—
শোন ভানুমতি !
গন্ধর্ব্ব পতির এ কেলি কানন
সাবধানে হেথা করো বিচরণ
কাম্যবন কথা আছেত স্মরণ ?
সে কলঙ্ক কালী এখনও ঘোচেনি ?
রাজ রাজেশ্বরী তুমি ভানুমতি,
বার বার হলে গন্ধর্ব্ব বন্দিনী
লোকালয়ে মুখ নারিবে দেখাতে।

ভানুমতী। কুলের কামিনী—হায় ! কহিতে সরম,
কামিনী কুলের তুমি লজ্জা স্বরূপিণী।
প্রকাশ্য সভার মাঝে বিবসনা হয়ে
কেমনে দেখাও মুখ নাপারি বুঝিতে
যাই হোক—

পাঞ্চালি! পাণ্ডব এবে সন্ধিতে সম্মত
ও বিমুক্ত বেণী তবে নাহি বাঁধ কেন?

(সখীদের প্রতি ইঙ্গিত করণ)

গীত।

কবে বিনোদিনি, বিনাইয়ে বেণী
বাঁধিবে বলনা।
চাঁচর চিকুর, চুম্বিছে চরণ,
কি দুঃখে কহনা।
কলাপি-কেশা কর শির ভূষা,
সুসাজে সাজিয়া—
চারু চিকণিয়া, বাঁধ বিনাইয়া
কবরী করিয়া।

দ্রৌপদী। শোন, শকুনির পাপ পরামর্শ
ফল ফলিবেক—পাণ্ডব পীড়ন-
প্রতিফল, পাবে কুরু কুলাঙ্গার।
পরন্তপ পার্থ, বীর বৃকোদর,
পালিবে সে পণ—দেখিবে দ্রৌপদী।
তবে এ প্রতিজ্ঞা—
বাঁধিব এ বেণী—নতুবা নয়!
কুরুকুল কামিনীর—

কাঞ্চন কুসুম ভূষা ও বিনোদ বেণী
বিমুক্ত না হলে
কৃষ্ণার কবরী বাঁধা হবেনা কখন !

ভানুমতী। সাবাস সুন্দরি ! যে মত্ত মাতঙ্গে
পাদপে পারেনা রোধিবারে' তারে
পদাশ্রিতা ব্রততী বাঁধিবে ?
যে গিরির গাত্রে প্রবল প্রবাহ
সিন্ধুর সলিল আস্ফালি আক্রোশে
চরণে লুটাল পরাভব পেয়ে,
সাগর সঙ্গিনী তরঙ্গিনী তারে
টলাইতে চায় ?

দ্রৌপদী। থাকে যদি দেবকুল থাকে যদি ধর্ম্ম
তাহলে নিশ্চয়—
পরিণামে পুরস্কার পাইবে পাণ্ডব।
(দ্রৌপদীর প্রস্থান)

[ ]ণী পাঞ্চালী তা পারে !
ঘোর ঘন ঘটা চেয়ে চপলা চমকে
আঁখি অধিক !

ভানুমতী। দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ করেছি কেমন ?

[ ]ণী। উচিত উত্তর পেয়েছে পাঞ্চালী।
(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। মধুর মহিমা গানে বিরত কি লাগি
সহচরী সব? কিবা সচন্দ্র শর্ব্বরী
বহিছে বসন্তবায়ু সুবাস সঞ্চারি
কুঞ্জে কুঞ্জে কূজিতেছে বিবিধ বিহঙ্গ
কলকণ্ঠে তুলি তান ;—এ মধু মিলনে
নীরব তোমরা?—একি—
মহিষী মলিন মুখে কি লাগি বসিয়া?

ভানুমতী। স্বপ্নে দেখিয়াছি প্রমাদ ঘটিবে
কুরুকুলে, তাই অধীর অন্তর
আশঙ্কায় অভিভুত!

দুর্য্যোধন (সহাস্যে) স্বপ্নে দেখিয়াছ প্রমাদ ঘটিবে?
ভাল, গ্রহ শান্তি কর।

ভানুমতী। রাখ অবিনীর নিবেদন নাথ!
সম্প্রীতি স্থাপহ পাণ্ডু সুত সনে
প্রদানিয়া প্রাপ্য অংশ।

দুর্য্যোধন। সম্প্রীতি স্থাপিব পাণ্ডু সুত সনে?
এ প্রাণ থাকিতে পারিবনা কভু
জতুগৃহ দাহ, বিষান্ন প্রদান
অক্ষক্রীড়া আদি বিবিধ প্রকারে
আজন্ম অবধি পাণ্ডবে পীড়িনু

শয়নে স্বপনে উপায় উদ্ভাবি
পাণ্ডবের প্রতিকূলে—
দেবতা দানবে, পন্নগে পক্ষীন্দ্রে,
ভুজঙ্গমে ভেকে, অনলে সলিলে
সম্ভব ঘুচিবে সে চির শত্রুতা—
কিন্তু কোন কালে এ মনোমালিন্য
ঘুচিবেনা মম, পাণ্ডু সুত সহ।

ভানুমতী। বলবান বৈরী সহ সন্ধি বিধি
শাস্ত্র সুসঙ্গত—
পাণ্ডব প্রবল শত্রু শ্রীকৃষ্ণ সহায়!
কুটিল কুচক্রী কেবা শ্রীকৃষ্ণ সমান?

দুর্য্যোধন। প্রাণাধিকে! পাণ্ডবেরা প্রতাপে প্রবল?
পূজ্যপাদ পিতামহ, সুরেন্দ্র সমাজ
সমাদৃত, শূরশ্রেষ্ঠ গুরু দ্রোণাচার্য্য—
দেবতা দানব [illegible]—অশ্বত্থামা আদি
অন্য কুরুকুল [illegible] পরাজিতে পারে
কেবা হেন বীর [illegible] এতিন ভুবনে?
শ্রীকৃষ্ণ সহায়? পূর্ব্বে জরাসন্ধ ভয়ে
সাগর সঙ্কুল স্থান—দূর দ্বারকায়
[illegible] লয়ে বীর [illegible]

কৃষ্ণ-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী যেই জরাসন্ধ
সেই—
জরাসন্ধ জেতা কর্ণ বীর সখা সম,
মাতুল মন্ত্রণা পটু শ্রীকৃষ্ণ হইতে।

ভানুমতী। নাথ! একেশ্বর গোগৃহে
সম্মুখ সমরে পার্থ পরাজিল
কুরুকুল শূর শ্রেষ্ঠে সবে।

দুর্য্যোধন। প্রিয়ে! প্রজার পালন, রাজ্যের রক্ষণ
দুষ্টের দমন, শত্রুর শাসন,
ভাবনার ভার আমার উপর।
অশনি সম্পাত, পবন প্রহার
তরু শিরে ধরে।

ভানুমতী। সত্য, কিন্তু তরুশিরে বজ্রপাতে
পোড়ে পদাশ্রিতা লতা।
প্রলয় পবন ব্যাপিলে বারিধি
কাঁপে নাকি জলচর জীব যত?

দুর্য্যোধন। অলীক আশঙ্কা করোনা অন্তরে।

(প্রস্থান)

ভানুমতী। প্রভাতে পূজিব [illegible] আমি

সাবধানে সবে আয়োজন করো
বিবিধ বিধানে।

সখী। সখি! প্রকৃতি প্রমোদে ভরা মত্ত চরাচর
পঞ্চমে পাপিয়া সনে এস তুলি তান
আমরাও আমোদেতে মাতি—

গীত

দেখলো সখি রূপের ফাঁদ,
আকাশ আলো করা চাঁদ,
তুলনা মরি মেলেনা।—

চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে,
চল্‌না সই যাই ধেয়ে
নিশি পোহাতে পাবেনা।

মলয়াতে মন মাতায়ে,
পরিমলে প্রাণ পূরিয়ে,
কুহুস্বরে সুর মিলিয়ে,
যাই তবে চলোনা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ—তূরি, ভেরী, পতাকা প্রভৃতি হস্তে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে ২ পুরবাসিগণের প্রবেশ

গীত

জয় জয় জনার্দ্দন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন
গিরিধারী গদাধর—
জয় জগন্নাথ জয়, কেশব করুণাময়,
জয় দেব দামোদর।
পীতবাস পরিধান, শিরে পুচ্ছ শোভমান,
ত্রিভঙ্গ মুরারি মরি—
নয়নের অভিরাম, অনুপম তনুশ্যাম,
জয় হৃষীকেশ হরি।
জিনি চারু কোকনদ, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ,
সংসার সাগরে সেতু ;—
পূজি যাহা নিরন্তর, মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বর,
জয় বিভু বিশ্বম্ভর।
মুরলী মধুরাধরে, রাধা রাধা রব করে,
জয় রাধিকা রমণ,
জয় গোপিনী মোহন, কেশি কংস বিনাশন,
জয় জয় ব্রজেশ্বর।

পুরবাসীগণের প্রস্থান। শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। একি দেখি হে সাত্যকি!—
স্থানে স্থানে রত্নবেদী চারু চন্দ্রাতপ
বিচিত্র মন্দির, শিরে নেতের পতাকা-
বাজিছে ঝাঁঝর শঙ্খ কাংস করতাল
বিপ্রে করে বেদপাঠ—প্রজা পুঞ্জ সুখে
মঙ্গল আরতি করে প্রতি ঘরে ঘরে।
রসাল পল্লব মালা ঝুলিছে চৌদিকে
পথ পাশে দুই ভিতে পূর্ণ কুম্ভসহ।
গুবাক কদলী বৃক্ষ শোভে সারি সারি।
নট, নটী করে নৃত্য—গাইছে গায়ক,
অগুরু চন্দন গন্ধে আমোদিত দিক।
অন্তরীক্ষ আচ্ছাদিয়া যজ্ঞ ধূম উঠে—
মহোৎসবে মত্ত যেন হস্তিনা নগরী।
এত ধর্ম্মশীল কবে হ'ল কৌরবেরা?

সাত্যকি। ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করেছে তোমায়
ভক্তাধীন তুমি দেব—শুনিয়া কৌরব
তব প্রীতি হেতু—
করেছে কৌরব এই যজ্ঞ মহোৎসব।

শ্রীকৃষ্ণ। হে সাত্যকি!—
আমাতে কপট ভক্তি নহে প্রীতি কর।

সুমেরু সমান স্বর্ণ সহ রত্নরাজি
অশ্রদ্ধায় দিলে মোরে, না করি গ্রহণ
শ্রদ্ধাদেয় গঙ্গোদকে, তুলসী দামেতে,
পর্য্যাপ্ত ভাবিয়ে মনে, পরিতুষ্ট হই !

(উভয়ের প্রস্থান)

[দ্বি]তীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৌরব রাজসভা।

দুর্য্যোধন, কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর ও অন্যান্য
সভাসদগণ আসীন।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাচীন—প্রবীণ পিতা, পিতামহ,
বিদুরের বাক্য রাখ হে রাজন,
সন্ধিতে সম্মত হও।—

বিদুর। কৌরব কুলের হিত আপন মঙ্গল
ইচ্ছা যদি নরবর,
পাণ্ডবে প্রসন্ন কর পঞ্চখানি গ্রামে।

দুর্য্যোধন। কি বলিলে
পঞ্চখানি গ্রাম দিব কুন্তীর কুমারে ?
বিদুর।—

শিরায় শোণিত বিন্দু যতক্ষণ রবে
সূচ্যগ্র ভূমিও
পাইতে প্রত্যাশা যেন করে না পাণ্ডব।
শ্রীকৃষ্ণ শুনুন—
প্রকাশিবে প্রভাকর পশ্চিম প্রাঙ্গনে
সপ্তসিন্ধু করিবেক সলিল শোষণ
অথবা অনল নিজ আহুতি ত্যজিবে
সন্ধিতে সম্মত তবু হবনা কখন।

শ্রীকৃষ্ণ। বিপদ বেড়িলে বিপরীত বুদ্ধি হয়
বাস্তবিক বটে।

কর্ণ। বাসুদেব—
এ বিশাল বিশ্বব্যাপী কৌরব সম্রাজ্যে
বিরাজে সর্ব্বত্র শান্তি, ধন ধান্যে ভরা
কুবের জিনিয়া মরি সকল ভাণ্ডার।
বিপদ কি বলুন ?

বিদুর। প্রবল প্রতাপ শত্রু শিয়রেতে
সমর সজ্জায়—বিপদের বাকি ?

দুর্য্যোধন। বিদুর বিরত হও—
সুরপুরে সুরগণ মরুতে মানব
পাতালে পন্নগকুল, রাক্ষস কিন্নর

এ বিশাল বিশ্ব মাঝে যে বসে যেথায়
কৌরবের নামে কাঁপে সকলে সভয়ে।
বনবাস ক্লেশ ক্লিষ্ট বান্ধব বিহীন
পাণ্ডব প্রবল হল কৌরবের কাছে ?

কর্ণ। বৃদ্ধ বিদুরের বাক্য শুনে ও শুনিনা।
বাসুদেব ! বলুন কি বিপদ—

শ্রীকৃষ্ণ। সন্ধিতে সম্মত নাহলে নিশ্চয়
বিবাদ বাধিবে ভ্রাতায় ভ্রাতায়

কর্ণ। (সহাস্যে) সখা ! সাবধান বিষম বিপদ।
বাসুদেব !—
বীরের হৃদয়—বিপদে ব্যাকুল
বিষাদে ব্যথিত, সমরে শঙ্কিত
হয় কি কখন ?

দুর্য্যোধন। বাসুদেব কি বুঝিবে বীর ব্যবহার !
জরাসন্ধ সহ রণে জাননা কেমনে
বিসর্জ্জিয়া বীরধর্ম্ম রথীকুল প্রথা
সম্মুখ সমরে ভঙ্গ দিয়া বাসুদেব
পলাইলা প্রাণ লয়ে বারিধি বেষ্টিত
সুদূর দ্বারকা দ্বীপে।

বিদুর। মদে মাতি মন্দমতি নিন্দ নারায়ণে

জাননা কি শ্রীগোবিন্দ পুরুষ প্রধান?
মজিবে কৌরবকুল বুঝিনু নিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ দুর্য্যোধন! বীর বৈকর্ত্তন!
পাণ্ডবে সামান্য বলি ভেবনা অন্তরে
পাণ্ডবের পরাক্রমে ত্রস্ত ত্রিভুবন।

দুর্য্যোধন। (সহাস্য) বিশেষতঃ বনবাসী হিড়িম্ব
কিম্মীর আদি বীরগণ—

শ্রীকৃষ্ণ। শুন দুর্য্যোধন! পাণ্ডবের পতি
যুধিষ্ঠির এবে সমরে সম্মত
ভীমার্জ্জুন হৃদে সমরের সাধ
সদা বলবান, ভাব দেখি মনে
প্রচণ্ড পাবক সমীর সহায়ে
হবে কত ভয়ঙ্কর?

কর্ণ। জানি আমি যদুনাথ—
ভীমার্জ্জুন দোঁহাকার বীরত্ব বিক্রম

শ্রীকৃষ্ণ। বীরপনা বাখানিব কিরিটীর কত?
পাঞ্চালীর পরিণয়ে সমবেত সব
ক্ষত্রকুল শূরসিংহে পরাজিল পার্থ।
গোগ্রহ, গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধ হয় কি স্মরণ?
বাহুবলে বিরূপাক্ষে সন্তোষিয়া শূর

পাইলেক পাশুপত বিশ্ব বিনাশক।
ধনেশে জিনিয়া নাম ধনঞ্জয় ধরে।
বাসব বিজয়ী বীর, হুতাশন হেতু
খাণ্ডব দহিল যবে।
নিবাত কবচ নাশি নিঃশঙ্কিলা দেবে।
সুভদ্রা হরণে একা বিমুখিলা বীর
সুরাসুর সুশঙ্কিত যদুকুল যোধে।
যুগান্তের যম যেন বীর বৃকোদর
উৎপাটি সুমেরু শৃঙ্গ গগনের গ্রহ
বিসর্জ্জিতে পারে শূর সিন্ধুর সলিলে।
বকাসুর বধকারী কীচক নিহন্তা
হিড়িম্ব কিম্মীর-ঘাতী ভীমের প্রতাপে
অধীর ধরণিধর অনন্ত আপনি।
কুরুরাজ!—
কি সাহসে সুপ্ত সিংহে জাগাইতে চাও
ফেরুপাল লয়ে?

দুর্য্যোধন। বাসুদেব! বল গিয়া পাণ্ডব প্রধানে
সুরাসুর সুশঙ্কিত ভ্রাতাগণ সহ
সত্বর সজ্জিত হতে সমর সজ্জায়
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই হবে।—

নিভৃত নিলয় হতে বদ্ধ বায়ু দল
বিপুল বিক্রমে যথা গরজি গভীর
বাহিরায় বেগে, যবে পবনের পতি
খুলি দেয় কারাদ্বার, কুরুকুলে তথা
রুদ্ধ বীর্য্য ভীমার্জ্জুন আক্রমিবে আসি।
প্রবল প্রবাহ মুখে বালির বন্ধন
কতক্ষণ রবে স্থির ?

কর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ—

শূরের সমর শ্রান্তি কৃতান্তের কোলে
শত্রুর সংহারে কিম্বা,—সখা দুর্য্যোধন!
সুরাসুর সুশঙ্কিত পরাক্রান্ত পার্থ
রহিল আমার ভাগে।

শ্রীকৃষ্ণ। হইবে ভারত যুদ্ধ না হয় খণ্ডন—
কুরুরাজ।—

পেয়েছি পরম প্রীতি পূজাতে তোমার
বিলম্ব বিহিত নয় বিদাও আমারে
সন্ধির সংবাদ পেতে, আমার অপেক্ষা
করি, আছে পাণ্ড ভাই।

বিদুর বিদুরের বাসে বঞ্চি বিভাবরী
প্রভাতে যাবেন প্রভু—

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিদুরের ভবন।

বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণ।

বিদুর। দেব।
সকল তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময় তুমি
নতুবা যাঁহার
আদেশে অনল জ্বলে বারিদ বরষে,
অনিল নিশ্বাস রূপে বহে অনুক্ষণ—
দিবাভাগে দিবাকর—শর্ব্বরীতে শশ
নক্ষত্র নিকর সহ আলোকে আধার
সর্ব্বভূতময় সেই ভুবন পবিত্র
অশেষ মঙ্গলময় সুখ শান্তি প্রদ
হিতবাক্য হতাশ্রা করিবে কৌরব
কি হেতু কহনা আজি ?

তব ইচ্ছা—তবলীলা শুধু শ্রীনিবাস।
হে কৃষ্ণ করুণাময়! করুণা করিয়া
ফিরাও কৌরব কুলে সুমতি প্রদানে।
সমান সম্বন্ধ দেব তব দুই দিকে—
নিবার এ কালরণ সর্ব্ব-সংহারক।
নারিব দেখিতে প্রভু এ বৃদ্ধ বয়সে
স্বজন শোণিত পাত বংশ-বিনাশন।

শ্রীকৃষ্ণ। ধৈর্য্যধর হে ধীমান্,
কাল পূর্ণ কৌরবের কি করিব আমি?
আরও বলি শুন—
দুরন্ত ক্ষত্রিয় কুল বিনাশন বিনা
পৃথিবীর পাপভার ঘুচিবে কেমনে?
আদিত্য অনল যদি অংশু হীন হয়
স্রোতস্বতী শৈলশিরে ফিরে যদি যায়
অথবা স্খলিত এই অনন্তে আবার
সন্ধিতে সম্মত তবু হবেনা কৌরব।

বিদুর। যদুনাথ! জানি আমি
কুরুকুল হবে ক্ষয় দুর্যোধন তরে
দুরাত্মার জন্মদিনে অশিব আরাবে
নিনাদিল শিবাকুল—মন্দ্রিল জীমূত.

সঘনে সুনীল নভে রক্তধারা সহ।
প্রলয় পবনে ঘোর পূরিল পৃথিবী।
অশুভ সূচন সব হেরি চারি ধারে
কহিলাম অন্ধরাজে ত্যজিতে তনয়ে
ভাবী অমঙ্গল ভয়ে।
মায়াতে মোহিত হায় মানব নিকর
বিষম অপত্য স্নেহে, নারিলা নৃপতি।
জতুগৃহ—অক্ষক্রীড়া—এ গৃহবিচ্ছেদ
হ'ত কি তাহলে দেব—বিপুল বিক্রমে
কৌরব পাণ্ডব দোঁহে মিলি পরস্পরে
সুখেতে শাসিত এই সসাগরা ধরা।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা দোষ দুর্য্যোধনে হে সচিব শ্রেষ্ঠ!
ক্ষত্রকুল হবে ক্ষয় ভারত সমরে
কে পারে ফিরাতে এই নিয়তির গতি?
স্রষ্টাও সক্ষম নয় ফিরাতে যাহায়।
হেতুমাত্র দুর্য্যোধন সে কার্য্য সাধনে।

বিদুর। যাহা ইচ্ছা কর দেব নিজ সৃষ্টি লয়ে
দেহ শক্তি, দীন জনে দেব শক্তিময়,
ছিঁড়িবারে পারি যেন মিছে মায়া, নাশ
এ ঘোর ভব বন্ধন—

শ্রীকৃষ্ণ। কি ভয় ভকত তোর—
অন্তিমে অক্ষয় স্বর্গ লভিবিরে তুই।
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য—উপবন।

(সখীগণের প্রবেশ)

গীত

মৃদু মধুরিমে জুড়ায়ে জীবন
বহিছে বিমল প্রভাতী পবন
ঝর ঝর ঝর, শিশির শীকর—
—পড়িছে পরশ পেয়ে।
সরসী সলিলে হাসিছে হিল্লোলে
কত কমলিনী পোরা পরিমলে
ফুলে ফুলে ফির, গাইছে গুঞ্জরি,
— অলিরা আকুল হয়ে।
আও আও আলি কুসুমিত কুঞ্জে
ফুটি ফুল কুল কিবা পুঞ্জে পুঞ্জে
বন বিমোহিনী, কুসুম কামিনী,
আন অঞ্জলি পূরিয়ে।

সখী। বিশদ বসনা
ধুতুরাই ধূর্জ্জটীর প্রিয় পুষ্প, সখি
তোল তাই শুধু।
নাহি কাজ তুলি আর বিবিধ কুসুমে,
হরিয়ে ভূষণ মরি বন ব্রততীর।
ওই হের আসিতেছে কুরু কুলেশ্বরী
চল ত্বরা,
বিলম্ব হইলে পর রুষিবেন রাণী।

(ভানুমতীর প্রবেশ)

ভানুমতী। পূজার প্রসূন জাহ্নবী জীবন
পশুপতি-প্রীত যত আয়োজন
আন আরাধিব বৃষভ বাহন
বাড়িছে বেলা।
সখী। পুষ্প পাত্রে পূর্ণ পূজার প্রসূন
কনক কলসে জাহ্নবী জীবন
এই ধর ধূপ অগুরু চন্দন
পূজাতে প্রসন্ন হউন হর।

(পুষ্পপাত্রাদি প্রদান)

গীত

ভানুমতী। হে শিব শঙ্কর শশাঙ্ক শেখর

বিঘ্ন বিনাশন

ভুজগ ভূষণ বৃষভ বাহন

পতিত পাবন।

(কোরস)

সখী। বম্ বম্ হর হর, দেব দেব দিগম্বর,

পঞ্চানন পুরহর, ব্যোমকেশ বিশ্বেশ্বর।

জটা জুটে তরল তরঙ্গা

ফিরে গভীরে গরজি গঙ্গা

করে ডমরু বদনে শিঙ্গা

বাজত সঘন।

সখী। কি সুন্দর শোভা স্বভাবে এখন!

ফুলে ফুলে ফেরে পরিমল পায়ী

গুঞ্জরি সঘনে, বহিতেছে মৃদু

প্রভাত পবন সুগন্ধ সঞ্চারি,

কাঁপায়ে কানন সরসী সলিল।

শাখায় শাখায় বসিছে বিহগ

কাকলি করিয়া, ঝর ঝরে তায়

নীহারের নীর পড়ে, প্রকৃতির

আনন্দ অশ্রু।

শিশির সম্পাতে সিক্ত দুর্ব্বাদলে
বন বিটপীর শ্যামল শিরেতে
ভাতিছে ভানুর কনক কিরণ।
আমরি,
কি সুন্দর সাজে সেজেছে প্রকৃতি
প্রভাত পরশে!

গীত

আহা কিবা চারু শোভা কর সখি দরশন।
নিরখি নয়ন মন সুখসরে নিমগন।
ফুটিয়াছে ফুলবালা, কানন করিয়ে আলা
মধুপিয়ে মাতোয়ারা, গুঞ্জরিছে অলিগণ।
পুলকে পূরিয়া প্রাণ, তুলিছে তরল তান,
বিনোদিনী বিহঙ্গিনী, আমোদেতে অনুক্ষণ।
সমীরণ মৃদু মৃদু, বহিতেছে ফুলমধু,
কাঁপিছে কানন লতা, পেয়ে সেই পরশন।
শ্যামল ধরণীতল, উথলে সরসী জল,
প্রকৃতি প্রমোদে হাসে প্রমোদে মাতায়ে মন।

ভানুমতী। স্বভাবের শোভা নিরখিয়ে নিত্য
পুলকে পূরিত প্রাণ;—কিন্তু আজ
নিরানন্দ ভাব অনুভব করি।

সখী। রাজ রাজেশ্বর—
পৃথিবী পূজিত পতি বিক্রমে বিশাল
শূর সীমন্তিনী তুমি,
এহেন ভাবনা কভু সাজে কি তোমার?
পূজিলে পিণাক-পাণি বিঘ্ন বিনাশন
পতির মঙ্গল হেতু, আরো বলি শোন
সহস্র সহস্র গাভী দ্বিজে কর দান
বিপন্নে বিতর ধন, রবেনা অশুভ।
পূজার সংযম হেতু—
সারানিশি উপবাসী, চল গৃহে যাই।

গীত

লোচন লোভা দেখ্‌লো শোভা
রাঙ্গারবি সোণার সাজে।
নীলাকাশে উঠ্‌ছে হেসে
ধীরে ধীরে মেঘের মাঝে।
আকাশ পথে আলোক মাখি
সুধার স্বর ছড়ায় পাখী,
ঊষার উজল কনক করে
ধরাধনী কেমন রাজে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা ভবন।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদী।

ভীম। আজন্ম অবধি পাণ্ডবে পীড়িল
দুষ্ট দুরাচার—বাল্যে বিসর্জ্জিল
জাহ্নবীর জলে—পাতাল পূরেতে
পাইলাম প্রাণ বাসুকীর বরে।
বিদুরের বুদ্ধিবলে
বারণাবতের হুতাশন হতে
পরিত্রাণ পাই ;—কপট পাশায়
সর্ব্বস্ব প্রদানি বঞ্চিলাম বনে
নিবৃত্ত না হ'ল তাতে—নিয়োজিল
দূত দ্রৌপদীরে প্রতারণা পাতি
হরিয়া আনিতে—ওরে রে বর্ব্বর
ভুজঙ্গ ভুষণ মস্তকের মণি
হরিবে মণ্ডুকে ? শৃগালের সাধ
হয় হরিবারে কেশরী কামিনী ?
প্রতি পদে পদে শত্রুতা সাধন
করিছে কৌরব।

বিদারিয়া বক্ষ দুষ্ট দুঃশাসনে
বধিব বলেছি—
কুরু কুলাঙ্গারে পাড়িব প্রহারে
উরু যুগ ভাঙ্গি ভীম গদাঘাতে
আর্য্য ! বাহুবলে বিপক্ষে বিনাশি
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পালি—
পাণ্ডবের প্রাপ্য সমস্ত সাম্রাজ্য
অধিকার করি।—

যুধিষ্ঠির। ভাই ভীম
ভ্রাতৃ ভাব ভুলি কেমনে কৌরবে
বিনাশিব বল ?
স্বজন শোণিত পাতে প্রাপ্য এই
সামান্য সাম্রাজ্য
বিনিময়ে বনবাস ভাল।

ভীম। কৌরব কৃপার পাত্র ?
দেব ! ভ্রাতৃ ভাব কৌরবের সহ ?
কৌরবের দুঃখে দহিবেক দেহ ?
শত্রুর শোণিত পাতে পরিতাপ ?
যাদের কুচক্রে পড়ি পঞ্চ ভাই
ত্যজি রাজ্য ভোগ স্বজন সুহৃদ,

শ্বাপদ শঙ্কুল বিপদ বেষ্টিত
দুঃখময় বনবাসে
বল্কল বসনে কাটালেম কাল
বরষার বারি, তপনের তাপ,
শিশির সম্পাত শিরোপরে ধরি।
কি বলিব দেব! ওহো অবশেষে
বিরাটের বাসে দাসত্ব করিনু
কৃষ্ণার কুন্তল আকর্ষণ কারী,
পাণ্ডব পী ক ঘোর পাপাচারী
দুঃশাসন আদি, বৈরী বিনাশনে
হৃদয়ে হইবে দুঃখের সঞ্চার?
জতুগৃহ দাহ, বিষান্ন প্রদান
অক্ষক্রীড়া আদি অত্যাচার সব
অনল অক্ষরে আছে হৃদে গাঁথা।
শমী হৃদে লীন পাবকের প্রায়
দিবানিশি দেব দারুণ দহনে
পুড়িছে এ প্রাণ, এ জ্বলন্ত জ্বালা
এ মর্ম্ম কালাগ্নি, জুড়াবেনা কভু
জীবন থাকিতে ধার্ত্তরাষ্ট্র কুল।
নাহি কাজ দেব—

কৌরবের সহ সন্ধি সংস্থাপিয়া—
দেহ আজ্ঞা দাসে একেশ্বর আমি
মৃগযূথে যথা মারে মৃগরাজ
কিম্বা কাকোদরে বৈনতেয় যথা—
সমূলে সংহার করি কুরুকুলে।

দ্রৌপদী। ভীমসেন ভেবেছ কি—
সন্ধিতে সম্মত হবে কৌরবেরা কভু ?
অথবা—
সমরে সম্মত হবে পাণ্ডবের পতি ?
পাঞ্চালীর প্রগল্ভতা ক্ষমাকর দেব!
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি, কিন্তু বীরবর
প্রতিজ্ঞা করিলে পূর্ব্বে
দুঃশাসন দুর্ম্মতির সুতপ্ত শোণিতে
কৃষ্ণার কবরী হায় বাঁধিবে বলিয়া—
সে প্রতিজ্ঞা বীরবর ভুলিলে কেমনে ?

ভীম। সম্ভব শুখাবে সিন্ধু অসীম আকাশ
পড়িবে পৃথিবী পরে গ্রহতারা সহ।
দিবাকর দীপ্তি হীন
হুতাশন হীনপ্রভ সম্ভব হইবে
পাঞ্চালি! প্রতিজ্ঞা তবু ভুলিবেনা ভীম।

হায় কৃষ্ণা ! রুদ্ধ বীর্য্য নিগড় নিবদ্ধ
মাতঙ্গের মত ভীম বিক্রম বিহীন !
অগস্ত্যের বাক্যে বদ্ধ বিন্ধ্যগিরি মত
উচ্চশির নত হায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে—
নতুবা—
শঙ্করের শূলসম সর্ব্ব সংহারক,
বাসবের বজ্রবৎ বিশ্ব বিদারক,
কৃতান্তের দণ্ডপ্রায় নিখিল নাশক,
শত্রুনাশ কারী এই গদার প্রহারে
সমূলে নিম্মূল করি কৌরবের কুল
কোন কালে করিতাম প্রতিজ্ঞা পূরণ।

দ্রৌপদী। দেব ! দুঃশাসন বিমুক্ত এ বেণী
অবদ্ধ কি তবে আজীবন রবে ?—
অথবা আপনি ধনুর্ব্বাণ ধরি
পশিব সংগ্রামে শত্রু সংহারিতে ?
পতির প্রতিজ্ঞা পালিবে কি পত্নী ?

ভীম। দেব !—
এ কথা শ্রবণে হায় কোন ক্ষত্রিয়ের
বহেনা বিদ্যুৎ বেগে শোণিত শিরায় ?
প্রতিহিংসা প্রজ্জ্বলিত হয়না হৃদয়ে ?

অহো পরিতাপ মম,
কালান্তক সর্পশিরে পদাঘাত করি
প্রদীপ্ত পাবকে পশি অক্ষত শরীরে
এখনও জীবন্ত আছে ধার্ত্তরাষ্ট্র কুল ?

দ্রৌপদী। নিদাঘ নীরদ কাছে—
বারি আশা বীরবর বৃথা আকিঞ্চন !
পত্নীর পিন্ধন হরা—পত্নীর পীড়ন
নীরবেতে নিরীক্ষণ করেছেন যিনি
সে জন জাগিবে ভাব ও কথা শ্রবণে ?
প্রলয় পবনে সিন্ধু স্থির ভাবে থাকি
মাতিবেক মৃদু মলয়াতে ?—
শ্রবণ বধির ঘোর অশনি সম্পাতে
পর্ব্বত পতন শব্দে যেজন জাগেনা
হায়! কোলাহলে তারে জাগাইতে চাও?

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণা! ধৈর্য্যধর—
ভাই ভীম! পুণ্য পথে মরণ মঙ্গল
অধর্ম্মের অভ্যুদয় নহে শ্রেয় তবু।
এ পৃথিবী পরে
পাপের প্রতিফল, পুণ্যের পুরস্কার
অবশ্যই আছে।

ভীম। দেব তাহলে কি
পাপিষ্ঠ প্রধান এই দুষ্ট দুর্য্যোধন,
বয়স্য বেষ্টিত হয়ে হেম হর্ম্মতলে
স্বর্ণ সিংহাসনে বসি ভুঞ্জিত এসুখ ?
আর - দীন হীন বেশে অরণ্যে আমরা
শ্বাপদের সহবাসে কাটাতেম কাল ?
আজন্ম ধরিরা ধর্ম্মে পালিয়া পাণ্ডব
কি ফল লভিল হায় কহ ধর্ম্মরাজ
ভিক্ষা বৃত্তি বনবাস দাসত্ব ব্যতীত ?
বলিতে বিদরে হৃদি হে পাণ্ডব পতি
পাণ্ডবের পিতৃরাজ্য শাসিছে কৌরব !
সুরসেব্য সুধা দেব আস্বাদে অসুরে !
সুরভোগ্য স্বর্গ রাজ্যে দৈত্য দুরাচার।
সিংহের আসনে হায় বসেছে শৃগাল !
ভেকেতে ভুঞ্জিছে দেব পদ্ম পরিমল !
সহজে দিবেনা রাজ্য কুরু কুলাঙ্গার
দেহ আজ্ঞা দাসে,
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম তেজ প্রকাশিয়া,
কৌরবের রাজছত্র দলি পদতলে,
কুমন্ত্রণা কারী কর্ণ শকুনি সহিত

কুরু কুল কুলাঙ্গারে সমূলে সংহারি,
দুঃশাসন দুর্ম্মতির সুতপ্ত শোণিতে,
বাঁধিয়ে বিমুক্ত বেণী প্রিয়া পাঞ্চালীর,
প্রতিহিংসা প্রশমিয়া-প্রতিজ্ঞা পালিয়া,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম দেব প্রতিজ্ঞা পালন
পাণ্ডবের প্রাপ্য রাজ্য অধিকার করি !

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। পাণ্ডব সখে !
সন্ধির সংবাদ কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। সন্ধিতে সম্মত নয় রাজা দুর্য্যোধন
সমর সজ্জা করুন।

যুধিষ্ঠির। পিতৃতুল্য পিতামহ, আচার্য্য প্রবর
স্বজন সুহৃদ সহ এই জ্ঞাতি কুল
সামান্য সাম্রাজ্য তরে সংহারিব সব ?
হেন রাজ্যধনে মম নাহি প্রয়োজন।
জ্ঞাতি বধ, ভ্রাতৃ বধ, বান্ধব বিনাশ ?
কুলক্ষয় মহাপাপ দেব চক্রপাণি
লউক সকল রাজ্য ভাই দুর্য্যোধন
পুনঃ যাব বনবাসে ভ্রাতৃগণ সহ।

শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ !

ক্ষত্র হয়ে হবেনাক অতি ক্ষমাশীল
তেজ কালে কর তেজ ক্ষমা ফেল দূরে।
দুষ্ট বুদ্ধি দুরাচার অতি দুর্য্যোধন
ক্ষমা যোগ্য নহে সেই পাপিষ্ঠ পামর
তাহার বিনাশে পাপ স্পর্শিবেনা কভু

যুধিষ্ঠির। ধনুর্দ্ধারী অগ্রগণ্য ভীষ্ম কর্ণ আদি
মহা মহা বীরগণ কৌরব সহায়
কেমনে জিনিব দেব ধার্ত্তরাষ্ট্র কুলে ?
সহায় সম্বল শুধু একমাত্র তুমি।
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
শশাঙ্ক বিহনে দেব শর্ব্বরী যেমন
সলিল বিহনে যথা মীনের জীবন—
তোমার অভাবে কৃষ্ণ পাণ্ডব তেমন।
আশ্রিতে অভয় দিয়ে হে বিপদ বন্ধু
বিষম বিপদে এবে হও অনুকূল।

শ্রীকৃষ্ণ। হে পাণ্ডব পতি !

যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালন
পাণ্ডবের প্রেমপাশে সদা বাঁধা আমি।

দ্রৌপদী। হে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ !

যে ভীম জিনিল যুদ্ধে যক্ষ রক্ষ গণে
বীরত্ব বিক্রম যার অতুল জগতে—
মহাবল কালকেয় নিবাত কবচে
দেবের অবধ্য দৈত্যে যে পার্থ নাশিলা,
যে পার্থ জিনিয়া রণে রাজ রাজেশ্বরে
রাজসূয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর—
সুরাসুর কম্পবান যে পার্থ প্রতাপে—
হেন ভীমার্জ্জুন দোঁহে সহায় যাহার
সহায় যাহার দেব আপনি শ্রীপতি
কৌরব সহিত রণে শঙ্কিত সেজন ?
ধর্ম্মরাজ !
অচিরে বিনষ্ট হবে কুরুবংশ পতি।

শ্রীকৃষ্ণ। হে পাণ্ডব নাথ !
পাপেপূর্ণ কুরুকুল মজিবে নিশ্চয়
কহ দেব !
ভীম সম পরাক্রম কার ত্রিভুবনে ?
পার্থের প্রতাপ তুমি আছ অবগত
আমিও সহায় হব হইয়া সারথি
ভীমার্জ্জুন দোঁহে
সমূলে নির্ম্মূল দেব করিবে কৌরবে।

যুধিষ্ঠির। যার কৃপা কটাক্ষেতে নর অনায়াসে তরে
দুস্তর সংসার সিন্ধু লভে দিব্য গতি
অখিল অনন্ত পতি সেই শ্রীনিবাস
আশ্রিতে অভয়দান দিতেছেন যবে
কিভয় তখন আর।
কুলের মঙ্গল হেতু পূজিবে পাঞ্চালী
প্রতিদিন ইষ্টদেবে শুদ্ধাচার সহ।
কুলাঙ্গনা রীতি কৃষ্ণা করহ পালন।
সুপ্রসন্ন হলে দেব হবে সুমঙ্গল।
দ্বিগুণ বাড়িবে বল দৈব আরাধনে।
ধর্ম্ম বিনা জয়লাভ হয়না কখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।
আর এক কথা কৃষ্ণা।
অধীর হয়োনা কভু প্রমাদ পড়িলে।
কত জয় পরাজয় হবে দুই দিকে
কে করে নির্ণয় তার—যাও যাজ্ঞসেনী
পাণ্ডবের পরিণামে—ভবিষ্যৎ ভাগে
দেখ কিবা আছে; দেখ বিধি বিধাতার।
দ্রৌপদী। কৃষ্ণা কবে বিচলিত বিপদে বলনা ?
প্রথম পরীক্ষা মম স্বয়ম্বর স্থলে

অচল অটল ভাবে পতির পশ্চাতে
দাঁড়ায়ে দেখেছি রণ লক্ষ রাজা সহ।
ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় ধন্য শিক্ষা তব
বিস্ময়ে বলেছি শুধু ;—কুচক্রী কৌরব
পাশার পণেতে নাথ সর্ব্বস্ব হরিলে
দ্রৌপদীকে কি দুঃখিতা দেখেছিলে দেব
দুরদৃষ্টে ?——কত কব আর—
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির পাপ প্রেরণায়,
দুর্ব্বাসা দুরন্ত ঋষি ভোজনান্তে বনে,
ভেটিলে ভয়ার্ত্ত হয়ে বলেছিলে সবে,
"ব্রহ্মকোপে ভস্মীভূত সবে হব আজি।"
সে সময়ে স্থির চিত্তে কৃষ্ণাই কেবল
ডেকেছিল দয়াময় শ্রীমধুসূদনে
ভকত ভয় ভঞ্জন।
স্বপত্নী সৌভাগ্যে দেব নহি সন্তাপিত
ভদ্রা ভগিনীর পাশে পেয়েছে পাঞ্চালী
দিব্যশিক্ষা দেখিয়াছে বীর ললনার
মূর্ত্তিময়ী চারুচিত্র,—জগত জুড়িয়া
রাখিলা সুকীর্ত্তি,
স্বামীর সারথি হয়ে সুভদ্রা সুন্দরী!

হায়রে এহেন দিন হবে কি আমার ?
দ্রুপদ দুহিতা—সুভদ্রা স্বপত্নী—
বীর প্রসূনের প্রসূ,
ধূরন্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন—শিখণ্ডীর স্বসা
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখী,
বীরের বনিতা আমি, অবাধে সহিব
পতির পুত্রের অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত !

শ্রীকৃষ্ণ। সাধ্বী কৃষ্ণা ! সাধ্বী !

অৰ্জ্জুন। সুরপুরে শিখিলাম সুরাস্ত্র সকল
তপে তুষি,
পাইলাম পাশুপত পশুপতি পাশে
সার্থক জানিব শিক্ষা, পশুপতি পূজা
যেদিন—হায়রে কভু হবে কি সেদিন ?
বসাইয়া ধৰ্ম্মরাজে—ধৰ্ম্ম অবতার,
হস্তিনার সিংহাসনে—
পাপাত্মা কৌরব কুলে সমূলে সংহারি।

যুধিষ্ঠির। যাহ ভীমসেন
সৈন্য সমাবেশ স্থান কর কুরুক্ষেত্রে
অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ আয়ুধ আগার,
হস্তি অশ্বশালা আদি করিয়া নির্ম্মাণ

সসজ্জ হইয়া থাক রণ প্রতীক্ষায়।

ভীম — একি—একি স্বপ্ন
না—সত্যই—
পাণ্ডবের পতি এবে সমরে সম্মত ?
অনন্ত আঁধার মাঝে এতদিন পরে
আশার আলোকচ্ছটা পাইনু দেখিতে।
অপার আনন্দ দিন আজিরে আমার !
চল অর্জ্জুন।
মিটাই মনের সাধ মাতি মহারণে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সৈন্য শিবির।

সৈন্যগণের গীত—

কামিনী কণ্ঠেতে, পীযূষ পুরিত
স্বর সুললিত—
চঞ্চল চরণে, রুনু ঝুনু রব
নুপুর নিস্বৃত। (কিবা)

শুনিলে অবশ, মুনির মানস
মদনে মোহিত।
বীরের হৃদয়, তাহে নাহি হয়
কভু বিচলিত।
মাতে বীর হৃদি, রণ ভেরী যদি,
রণ রণ নাদে—
জলধর ধ্বনি, শিখীবর শুনি
হয় হরষিত।
চাহিনা রজত, মণি মরকত
প্রবাল প্রভৃতি—
কোদণ্ড কৃপাণ, বর্ম্ম চর্ম্ম বান
বীরের বাঞ্ছিত।
সুবর্ণ ভূষণ কুসুম শয়ন
চাহিনা চাহিনা—
অসি শিরে দিয়ে, রণস্থলে শুয়ে
হই নিদ্রাগত।

১ম সৈনিক। সতত সমরস্রোতে শত্রুর শোণিতে
কলঙ্কিত করবাল—
কৃপাণ কলঙ্ক রেখা রাখিবনা তব।
(অসি পরিষ্কার করণে নিযুক্ত)

২য় সৈনিক। (কোদণ্ড আকর্ষণ করত)

কোদণ্ড কোথায় তব সে ভীম টঙ্কার?
শ্বাপদ শঙ্কিত নয় এটঙ্কার শুনি!
(কোদণ্ড সংস্কারে নিযুক্ত)

৩য় সৈনিক। বিদারি বিপক্ষ বক্ষ অজস্র আহবে
আয়ুধের অগ্রভাগে সে তীক্ষ্ণতা নাই!
(বল্লমের অগ্রভাগ শানিত করণ)

(নেপথ্যে গীতধ্বনি)

স্বর্গীয় সুধার স্বরে কে করিছে গান?

বীরগণ

মহাহবে মত্ত হব অচিরে আমরা
কে জানে কি হবে রণে। এস সবে শুনি
জন্মভূমি ভারতের মহিমা কীর্ত্তন।

(গীত গাইতে ২ যোগিনীর প্রবেশ)

জিনিয়া অলকা পুরী দেব নিকেতন
ভূতলে ভারত ভূমি সুখের সদন।
প্রকৃতির প্রিয়তম, সৌন্দর্য্যেতে নিরূপম
এ ভারত বিধাতার মানস সৃজন।
কোথায় কাননে এত, ফুটে ফুল অবিরত
পরিমলে পারিজাত পরাভব পায়—
তুলিয়া তরল তান, পুলকে পূরিয়া প্রাণ
ভারত বিহঙ্গমত কে গায় এমন।

কুসুম কোমল কায়, ললিত লতিকা প্রায়
সরলা সতীর সার ভারত ললনা—
পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী, ভারতের ভাগীরথী
ত্রিলোকে তটিনী কোথা ইহার মতন।
দিবাভাগে দিবাকর, শর্ব্বরীতে শশধর
কোথা হেন শোভা ধরে আলোকে আকাশ।
কাহার জলধি জলে, অসংখ্য রতন জ্বলে—
ভূগর্ভে কাহার জন্মে রজত কাঞ্চন।
কোথা আছে মুনিগণ, সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
বশিষ্ট গৌতম গর্গ শণক সমান
ধরামাঝে ধুরন্ধর, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর
কোথা আছে বীর কুল ভারতে যেমন।

(যোগিনীর প্রস্থান)

(সৈন্যগণ সমস্বরে)

ধরামাঝে ধুরন্ধর অদ্বিতীয় ধনুর্ধর
কোথা আছে বীরকুল ভারতে যেমন।

(শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠীর ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। বিরাট দ্রুপদ আদি পাণ্ডবের পক্ষ
মিত্র মহীপাল—
সাত্যকী সমরে ধীর বিক্রমে বিশাল
সসৈন্যে আইল সাজি করিতে সমর

পঞ্চ অক্ষৌহিনী সেনা হইল সংগ্রহ
কি করিব আজ্ঞা এবে কর কৃপাময়।

শ্রীকৃষ্ণ। শুভদিন আজ—
শুভ যোগে যাত্রা আজ কর যুধিষ্ঠির
মূষল মুদ্গার পাশ পরশু পরিঘ
শেল শূল শক্তি আর শাণিত শায়কে
পরিপূর্ণ করি তূণ—সাজ সৈন্যগণ!
কটিতে কৃপাণ লও করেতে কোদণ্ড
সিন্ধুর কল্লোল সম ছাড়ি সিংহনাদ
বীরমদে ধীরপদে হও অগ্রসর।
দেব দত্ত শঙ্খনাদ কর ধনঞ্জয়
সিংহনাদে শঙ্খনাদে পূরুক পৃথিবী!

(সর্ব্বাগ্রে পাঞ্চজন্য বাজাইতে বাজাইতে
শ্রীকৃষ্ণের গমন। তৎপর অর্জ্জুন ও তৎপরে
সৈন্যগণের প্রস্থান)।

সৈন্যগণ। যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ,
যথা কৃষ্ণ তথা জয়
জয় জয় পাণ্ডবের জয়।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

কৌরব শিবির।

(দুর্য্যোধন, কর্ণ, শল্য, ও অন্যান্য বীরগণ আসীন)

দুর্য্যোধন। শুনহে বীরেন্দ্র বর্গ, ভারত ভূষণ—
শুন সখা অঙ্গরাজ মদ্র অধিপতি
নিশান্তে নক্ষত্র মত,
একে একে প্রতিদিন পড়িছে সমরে
কৌরব ভরসা মরি মহারথী সব।
পড়িয়াছে পিতামহ—ত্রিভুবন ত্রাস
দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য—অজেয় আহবে
শত শত শূর আর জগত জুড়িয়া
আছিল যাদের যশ মহারথী বলি।
নিদারুণ নিদাঘেতে একে একে যথা
খসি পড়ে পত্র পুঞ্জ তরু অঙ্গ হতে
পড়িছে পদাতি, সাদি, রথী রণ রঙ্গে
প্রতিদিন ;—রণ শেষে
বিজয় বাজনা বাজে শত্রুর শিবিরে
ভয়ে ভগ্নোদ্যম এবে কৌরব বাহিনী।

কর্ণ। কুরুরাজ!

পূর্ব্বাপর পিতামহ—দ্বিজ দ্রোণাচার্য্য

পাণ্ডবের পক্ষপাতী, যামদগ্ন জয়ী

বিশ্বজিত বীরবরে পরাজিল পার্থ!

বজ্র বিমুখয় যেই ভূধরে ভেদিতে

সে অভেদ্য অদ্রি বিদারিত বিচূর্ণিত

হায়! হলো মুষ্ট্যাঘাতে!

সমর শিক্ষক গুরু, শিষ্যের সংগ্রামে

পরাভুত হলো হায়!—আলোক আগার

প্রভাকর প্রভাপেয়ে আলোকিত অঙ্গ

সুধাংশু, সহস্র করে জিনিল জ্যোতিতে

বিচিত্র ব্যাপার বটে!

দুর্য্যোধন। যা কহিলে সত্য সখা

একাল সমরে শুধু ভরসা তোমার।

বীর বৈকর্ত্তন!

পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা তব হয় কি স্মরণ?

কৌরব সভায় বসি বাসুদেব যবে

বাখানিল বীরপণা প্রতাপ পার্থের

বলেছিলে বীরবর "সম্মুখ সংগ্রামে

বুঝিব বিক্রম কত ধরে ধনঞ্জয়"!

সত্যসন্ধ তুমি শূর,
পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত পণ, পূর্ণ কর এবে
পাণ্ডব ভরসা পার্থে সমরে সংহারি।

কর্ণ। কৌরব ঈশ্বর!
সারথীর গুণে স্বধু অজেয় অর্জ্জুন
অশ্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সারথি সহায়ে
নিমিষে নাশিতে পারি পাপিষ্ট পার্থেরে।

দুর্য্যোধন। অঙ্গদেশ অধীশ্বর! শূরসিংহ শল্য,
ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, সুমন্ত্র, সুশর্ম্মা,
বৃহদ্বল, বাহ্লিকাদী বীর বৃন্দ মাঝে
শ্রীকৃষ্ণ সমান কেবা সারথ্যে সুপটু
আমারে কহতা শুনি।

কর্ণ। কুরু কুল পতি!
মহাবল মদ্ররাজ সাক্ষাৎ শমন
শত্রুর সংগ্রাম স্থলে পরম পণ্ডিত
অদ্বিতীয় অশ্বশাস্ত্রে, সারথ্য স্বীকার
করিলে সে মদ্রপতি
নিষ্পাণ্ডব করি পৃথ্বী কালিকার রণে।
অরুণ সহিত সূর্য্যে সমুদিতে হেরি
আঁধার পলায় যথা, পলাবে তেমতি

পার্থের পতনে—
ভয়াকুল ভূপকুল পাণ্ডব পক্ষীয়।

দুর্য্যোধন। সকলি সম্ভবে তোমা
শূর শিরোমণি তুমি বিক্রমে বিশাল।
মাতুল কিমত তব?
পার্থ পরাজয় হেন মঙ্গল প্রস্তাবে
অবশ্য সম্মত তুমি।

শল্য। কি বলিলে কুরুরাজ।
সূতের সারথী হবে শ্রুতকীর্ত্তি শল্য?
যে কর শোভিত সদা শত্রু সন্তাপন
সর্ব্ব সংহারক ভীম শরাসন শরে,
তীক্ষ্ণধার তরবারে,
তুরঙ্গ তাড়ন কশা ধরিব সে করে?
শল্যের শূরত্ব,
বীরবীর্য্য বাহুবল, বসুন্ধরা ব্যাপ্ত।
দুর্য্যোধন! সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত
কর মোরে কাল রণে,
সমূলে সংহার করি পাপিষ্ঠ পাণ্ডবে।
নতুবা বিদায় দাও নিজ রাজ্যে যাই।
কুমতি কর্ণের বাক্যে,

আমারে অবজ্ঞা কর সবার সমক্ষে!
মানধন অগ্রযায়ী তুমি মহারাজ—
মানীর মর্য্যাদা মান,
উচিত রক্ষণ তব সদা সাবধানে।

কর্ণ। কে নিন্দিল তোমা, কে করিল দোষারোপ
বীরত্বে বিক্রমে তব কহ মদ্ররাজ?
মহতের অনুচিত প্রগল্‌ভতা হেন।
সামান্য সমীরে সিন্ধু, ভূকম্পে ভূধর
অধীর হয়না কভু;—শুন সবিশেষ—
পূর্ব্বাপর হেন প্রথা আছে প্রচলিত,
রথী হতে শ্রেষ্ঠ জনে করিতে সারথী।
ত্রিপুরে সংহারে শিব,
পিতামহ পদ্মাসন সারথি সহায়ে
বাসব বধিল বৃত্রে বৃহস্পতি বলে।

দুর্য্যোধন। হে মাতুল!
কৌরবের হিতব্রতে ব্রতী তুমি সদা।
পূরাও প্রার্থনা মম,
সারথ্য স্বীকার করি সখার সুবাহু।
শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব গুণে তুমি,
তব বলে হয়ে বলী,

বধিবে বিপক্ষে বীর বধিলা যেমতি
ব্রহ্মারে সারথী করি ত্রিপুরে ত্র্যম্বক।

শল্য। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলি বাখানিলে
বীরবৃন্দ মাঝে মোরে ; কুরু কুলপতি।
পাইনু পরম প্রীতি একথা শ্রবণে
সারথ্যে স্বীকৃত আমি ; কিন্তু কুরুরাজ
অর্জ্জুন ও অঙ্গরাজে প্রভূত প্রভেদ
সূতপুত্র পারিবেনা পার্থে পরাজিতে।

দুর্য্যোধন। মদ্ররাজ !
মর্ত্ত্যভূমে কবে জন্মে, স্বর্গ সুশোভন
পুষ্প পারিজাত ?
সামান্য নারীর গর্ভে কে শুনেছে কোথা
অক্ষয় কবচ অঙ্গে আদিত্য সঙ্কাশ
কিরীট কুণ্ডল সহ জন্মিতে কুমার ?
সখা সূত পুত্র নয়।—

শল্য। কুরুরাজ !
অর্জ্জুনের অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ রথ
অক্ষয় তূনীর দ্বয়, গাণ্ডীব ধনুক
পাশুপত আদি অন্য সুরাস্ত্র সকল
অজেয় সবার।

কর্ণ। পাবঁক প্রদত্ত রথ অক্ষয় তূনীর
গাণ্ডীবের গর্ব্ব বৃথা কর বার বার।
সামান্য শরাশন—
নহে এ বিজয় ধনু মম ; পূর্ব্বে ইহা
শূর শিল্পী,
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিলা বাসবের তরে
বিনাশিতে দৈত্য দল।
দুর্দ্দান্ত দানবে দমি দেবেন্দ্র দিলেন
ভার্গবে এ চাপ।
গুরুকে প্রসন্ন করি পাইয়াছি এই
দেব দত্ত দিব্য ধনু অবশেষে আমি।
আমার (ও) তূনীর পূর্ণ সর্ব্ব সংহারক
বিশ্ব নাশি ব্রহ্মাস্ত্রে।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবে কাল মদ্ররাজ
সম্মুখ সংগ্রামে—
বুঝিবে সমর শিক্ষা বীরত্ব দোঁহার ;
প্রদীপ্ত পাবক সম শানিত শায়কে
সৃজিয়া কালাগ্নি ঘোর বধিব বিপক্ষে
পাপাত্মা পাণ্ডব সহ।
শত্রু শূন্য হবে কাল কুরু অধিকারী।

দুর্য্যোধন। জয়াশা জাগিল পুন অন্তরে আমার
স্বররাজ সংহারিলা অস্থরে যেমতি
ক্ষিতিপতি ক্ষত্রকুলে যামদগ্ন্য যথা
তেমতি বিনাশ বীর পাপিষ্ঠ পাণ্ডবে।
হে সখা সারথি শ্রেষ্ঠ!
মাতলির মত মহাবল মদ্ররাজ
রক্ষিবেন রণে তোমা।
নির্ভয়ে পশিও কাল সমরেতে শূর।
চলহে বীরেন্দ্র বর্গ—
লভিগে সমর শ্রান্তি স্থনিদ্রার ক্রোড়ে।

(দুর্য্যোধন, শল্য ও অন্যান্য বীর গণের প্রস্থান)

কর্ণ। পূর্ব্ব কথা পড়ে মনে আজ অনিবার
মহাদ্রি মহেন্দ্র শিরে থাকিতাম যবে
পরশুরামের পাশে অস্ত্র শিক্ষা আশে,
কোদণ্ড লইয়া করে সন্ধ্যা সমাগমে
শানিত সায়কে পূর্ণ পৃষ্ঠেতে তূনীর
ভ্রমিতাম প্রতিদিন সে গিরি গহনে
বিনালক্ষে ইতস্ততঃ বাণ বরষিয়া।
গ্রহদোষে এক দিন—
ব্রাহ্মণের গাভী এক বিঁধিলাম বাণে

অভিশাপ দিল বিপ্র ;—“মহারণ মাঝে
বসুন্ধরা রথ চক্র গ্রাসিবেক বলি”।
আশ্রম ভিতরে গুরু আর এক দিন
শায়িত ছিলেন মম উরুর উপর
কর্ম্মনাশা কীট এক আসিয়া সেথায়
ব্যথিতে লাগিল মোরে দারুণ দংশনে—
শ্রম শ্রান্ত গুরু সুপ্ত উরুর উপর,
ধৈর্য্য ধরি রহিলাম নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে।
শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইলে গুরুর
চমকি চাহিলা দেব—বুঝিলেন রাম
ছদ্ম বেশে ছলিয়াছি ধ্যানেতে জানিয়া
বিপ্র বলি জামদগ্ন্য জানিতেন মোরে,
কহিলেন কোপ ভরে—শিষ্য স্নেহ ভুলি
“জীবন সঙ্কট রণে হবেনা স্মরণ
আমার প্রদত্ত অস্ত্র তোর দুরাত্মন”।
জীবন সঙ্কটাপন্ন মহারণ কাল
ভার্গবের বিশ্বনাশী ব্রহ্মাস্ত্র সকল
থাকে যদি স্মৃতি পথে রণরঙ্গে কাল
কি ছার সে পার্থ তারে করিনা গণন
আসে যদি আখণ্ডল অমর সহিত

শূল হস্তে শূলপাণি অথবা আপনি,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ পন্নগ প্রভৃতি
বিমুখিব সবাকারে ব্রহ্মাস্ত্রের বলে।
গুরুদেব!
স্মৃতি হারা করোনাকো কালিকার রণে।

(প্রস্থান)

(শূন্যে কুরুকুল লক্ষ্মীর প্রবেশ)

গীত

পাপেতে পূরিল কুরুকুল
মজিল এবার।
কেমন করে এপাপ পুরে
থাকি আমি আর।
বিরহ বিধুরা বিধবা বালার
সকরুণ স্বর নয়ন আসার
কাতর করিছে অন্তর আমার
আহা অনিবার।
বিবিধ বিধানে কুরুকুলেশ্বরী
সেবিতে সাদরে দিবা বিভাবরী
মায়াতে মরি সে সব স্মরি
যাই যাই তাই ফিরে চাই—

বহে লীলা স্রোত বিলম্বিতে নারি
ব্যাকুল বসুধা ক্লান্ত ধরাধারী
ভুভার হরিতে বৈকুণ্ঠ বিহারী
মরত মাঝার ॥

(কুরুকুল লক্ষ্মীর প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

উপবন। (ভানুমতী ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

ভানুমতি। কুরুকুল কুলবধূ রোদনের রোলে
পূরিয়াছে পুরী—
কৃতান্ত কুঠারে ছিন্ন পাদপের পদে
বিলাপে ব্রততী যথা
কাঁদিছে কাতরে তথা বিধবা বালারা
সকরুণ স্বরে স্মরি মৃত পতি পদ।
কুরুকুল কামিনীর
চন্দন চর্চ্চিত তনু ধূলি ধূসরিত।
শর্ব্বরীর শেষে,
নিরখি নিস্তারা নভে নিশানাথে যথা
বিষাদিত হয় হৃদি, মুকুতার মালা
মরকত মণিময় অঙ্গ আভরণ
বিহীন কামিনী কুলে—

দেখিলে দারুণ দুঃখে দেহ দহে তথা।
সুকণ্ঠে সঙ্গীত সহ নাচিত নর্ত্তকী
নূপুর নিক্কনি যেথা নিত্য নিশাভাগে।
মুরজ মুরলী মরি বীণা বেহালার
শ্রুতি সুখকর স্বরে
বহিত আনন্দ স্রোত সতত যে ধামে,
অমরের অলকার মত চিরানন্দ
সেই সুখের সদন,
দলিতে বিদরে বুক বিষম বিষাদে
শ্মশান সমান আজ বিধি বিড়ম্বনে!
নাহি কাজ কাল রণে ক্ষমা দাও নাথ
অবলার আর্ত্তনাদ অনিবার আর
পারিনা শুনিতে।

দুর্য্যোধন। ভানুমতি! অগ্রে—
শত্রুর শোণিত স্রোতে প্রক্ষালিব পদ
তার পর ক্ষমা—

ভানুমতী। শত্রুর শোণিত স্রোতে প্রক্ষালিবে পদ?
নিশিথে নিদ্রায় নাথ নিরখিছ স্বপ্ন!
বৈকুণ্ঠ বিহারী কৃষ্ণ পাণ্ডবের পক্ষ!
পাণ্ডবের পরাজয় নাহি কোন কালে।

দুর্য্যোধন। ভানুমতি! প্রিয়ে একি ভ্রান্তি তব?
শঠ শিরোমণি নন্দের নন্দন
বৈকুণ্ঠ বিহারী পরম পুরুষ?
ভানুমতী। নিঃসন্দেহ নাথ—
কৃষ্ণের কাহিনী জানে জগ জনে,
কংশ কারাগারে জনমিল যবে
বন্দি বাসুদেব দেবকী দেখিলা
শিশু শ্রীকৃষ্ণের বদনে ব্রহ্মাণ্ড।
পিশাচী পূতনা কংশের কিঙ্করী
বধিলা বালক;—শ্যাম সোহাগিনী
রাখিতে রাধারে, ঘুচাতে রাধার
কালা কলঙ্কিনী নাম,
শ্যামরূপ ত্যজি হইলেন শ্যামা
কুঞ্জে কালাচাঁদ—কালিন্দীর কুলে,
তমালের তলে বাজাত বাঁশরী
বংশী বয়ান, শুনিতে সে স্বর
উজানে বহিত যমুনার বারি।
ব্রজবাসীর
স্মরীশ্বর সহ বাধিলে বিবাদ
পুষ্কর প্রভৃতি জলধর জালে

আদেশিল আখণ্ডল
বিনাশিতে ব্রজ বারি বরষিয়া—
গোবর্দ্ধন গিরি
তুলিয়া শ্রীহরি রাখিলা গোকুলে।
পারিজাত হরণ,
কংশ বিনাশন, কালীয় দমন
প্রভৃতি লীলা নিরখি
শ্রীকৃষ্ণে সন্দেহ কেন কর নাথ
বৈকুণ্ঠ বিহারী বলি ?

দুর্য্যোধন। খদ্যোতে ক্ষণদাপতি সরসীরে সিন্ধু
মৃৎপিণ্ডে মহাদ্রি বলা অসঙ্গত অতি
যাই হ'ক
পাণ্ডব পীড়িত সদা কৌরবের করে—
কিন্তু আজ,
একাল সমরানলে প্রজ্বলিত যাহা
পাপিষ্ঠ পাণ্ডব তরে,
প্রাণাধিক পুত্রগণে সোদর সকলে
নিহত নিরখি ক্ষান্ত দিব রণ রঙ্গে ?
গগনের গায়
নিশানাথ সহ সূর্য্য যুগপৎ যথা,

পায়না প্রকাশ, প্রিয়ে এ পৃথিবী পরে
কৌরব পাণ্ডব তথা উভয়ে কথন
রবেনা জীবিত।
বৈরী বিনাশন হেতু স্বামীরে সমরে
নিযুক্ত নিরখি,
ক্ষত্রিয় কুমারী কবে ব্যাকুল বলনা ?
উল্লাসে বিকাশে,
বিদ্যুত বারিদ কোলে ঘন ধ্বনি শুনি
সমর নিনাদে নাচে বীরাঙ্গনা তথা।
ভানুমতি! ত্যজি ভয়
ভক্তি ভাবে ইষ্টদেবে পূজ নিরন্তর
কুলের মঙ্গল হেতু ঘুচিবে বিপদ।

ভানুমতি। প্রাণেশ্বর !
তীরস্থিত তরুবরে বরে যে ব্রততী
চলোর্ম্মি আঘাত হেরি পাদপের পদে
কাঁপে কি সে কভু ?-কিন্তু হায় প্রতিদিন
ক্ষতমূল মহীরুহ প্রবাহ প্রহারে
প্রাণেশ্বর ! প্রাণ কাঁদে নিরবধি তাই।

দুর্য্যোধন। এহেন ভাবনা প্রিয়ে! সাজেনা তোমার।
জানত জলধি সুতা সতত চঞ্চলা

প্রভাতে পশিবে রণে বীর বৈকর্ত্তন—
সুধাংশু নিরংশু নভে নিবিছে নক্ষত্র
রজনী প্রভাত প্রায়,
স্বহস্তে সমর সজ্জা করিব সখার
চল যাই।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির—যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী।

(যুধিষ্ঠির নিদ্রিত।—দ্রৌপদী শুশ্রূষায় নিযুক্ত)

দ্রৌপদী। (জনান্তিকে)

পাঞ্চালী—পাণ্ডব পত্নী বীরের বনিতা
বলিয়া বিখ্যাত।
অহো পরিতাপ মম, আজ শত্রুশরে
সম্মুখ সমর হতে পলায়ন পর,
স্বামীর শুশ্রূষা করে পাণ্ডব প্রেয়সী!
সরমে সরেনা কথা
পাণ্ডব পতির পৃষ্ঠে অস্ত্রের আঘাত!
ধিক ধিক ধর্ম্মরাজে
জগত জুড়িয়া যশে কলঙ্কের কালি

প্রমীলা। রণজয়ী,
পতির পাশেতে বসি জুড়াইতে জ্বালা
অরাতির অস্ত্রাঘাত,
সুধাতে সমর কথা বিজয় বারতা
কতযে আনন্দ পাই পারিনা বলিতে।
সে স্বর্গীয় সুখ,
পেয়েছি পাঞ্চালী বটে পার্থের প্রসাদে
স্বয়ম্বর সভাস্থলে লক্ষরাজাম্বুধি
মথিলা বীরেশ যবে বিপুল বিক্রমে,
সন্তোষিতে সর্ব্বভুকে আবার যখন
ত্রিংশত ত্রিকোটী দেবে বিমর্দিলা বীর,
গোবিন্দে গরুড়ধ্বজে করিয়া সংহতি।
যুধিষ্ঠির। কৌরব কুলের রবি পূজ্য পিতামহে
শরশয্যা শায়ী করি,
দ্বিজবর.দ্রোণাচার্য্যে বিনাশি বিগ্রহে
ভাবিলাম.পরাজিনু কুরু কুলাঙ্গারে
কিন্তু হায় মরুমাঝে মরীচিকা ভ্রান্ত
পিপাসার্থ পথিকের মত পেয়েছিনু
সরোবর সন্নিকটে—আশার ছলনে
মত্ত আমি মূঢ় মতি—দে ... বলী

আজ অঙ্গরাজ যেন।
অনন্ত অয়ন ভ্রষ্ট জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক
সদৃশ সংগ্রাম স্থলে ফিরিছে পামর,
অগ্নি অংশু প্রকাশিয়া দুর্নিবার তেজে
দহিতেছে দশদিক।
ব্যাকুল বীরেন্দ্র কুল বাণ বরিষণে,
ছিন্ন ভিন্ন ছত্র ভঙ্গ বিকল বাহিনী,
মৃগেন্দ্র যুঝিছে যেন মৃগযূথ মাঝে,
কি হয় কি হয় আজ নাজানি সমরে।

দ্রৌপদী। হে পাণ্ডব পতি!—
উত্তরি উত্তাল সিন্ধু গোষ্পদেতে ভয়?
ভাঙ্গিল ভূধর চূড়া যে বায়ুর বেগে
ক্ষীণ বল তরু তারে রাখিবে রোধিয়া?
অলীক আশঙ্কা হেন করোনা কখন!
গভীর গর্জ্জন, ঘোর ঘর্ঘর নিনাদ—
পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শুনি, ধর্ম্মরাজ!
আসিছে অর্জ্জুন—
সমরের সমাচার শুনিবে এখনি।

যুধিষ্ঠির। বায়ু বিক্ষোভিত
সিন্ধুর কল্লোলসম শুনি সিংহনাদ,

ছাড়িতেছে সেনাকুল—
অযুত অশ্বের হেষা হস্তীর বৃংহিত,
শ্রবণ বধির শব্দ কোদণ্ড টঙ্কার,
আঘাতিয়া মর্ম্মস্থল বর্ম্ম চর্ম্ম ভেদি
ঝন্ ঝন্ স্বনে শুনি পড়ে প্রহরণ—
পাষাণ পড়িছে যেন তুঙ্গ শৃঙ্গ হতে।
নহে রণ অবসান প্রত্যাগত পার্থ
সহসা শিবিরে তবে কিসের লাগিয়া?
বুঝেছি বুঝেছি
হত বৈকর্ত্তন তাই এ শুভ সংবাদে
আশ্বাসিতে আসিতেছে আমারে অর্জ্জুন
হেরি হরষিত মুখ
দোঁহাকার তবে অনুমান সত্য মম!

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

বাসুদেব ধনঞ্জয়
সমরের সমাচার কহ শীঘ্র শুনি।
মধুময় মধুমাস আসিবার আগে,
বসন্তের বার্ত্তাবহ কোকিল কূজনে
পরিমল পরিপূর্ণ মৃদু মলয়াতে
স্বভাবের নব সাজে পুলকিত প্রাণি

হয় যথা বিশ্ব বাসী
অদূরে আনন্দ দিন মনে স্থির জানি
প্রসন্ন প্রফুল্ল ওই আশামাখা মুখ
নিরখি তেমতি ভাসি অপার আনন্দে
সুনিশ্চয় সমাগত ভাবি সুখ আশে।
কহিছে অন্তর মম, পড়েছে পাপীষ্ঠ
অঙ্গরাজ আজ তব শরে সব্যসাচী
সসাগরা সম্বলিত এ বিপুল বিশ্ব
পাণ্ডবের পদানত হলো এতদিনে!
নিরুদ্বেগে নিদ্রা আজ যাবে যুধিষ্ঠির।
শূর শিরোমণি বৈকর্ত্তনে বিনাশিলে
কিরূপে কিরীটি কহ সম্মুখ সমরে
বিলম্ব না সয় ওহো—সেই সিংহনাদ
প্রলয় বিষাণ যেন মহেশের মুখে
সেই সর্ব্ব সংহারক মহাকাল মূর্ত্তি
অগ্নিময় আঁখিযুগ কম্পান্বিত কায়
এখনো আতঙ্গে মরি ভাবিলে অন্তরে

অর্জ্জুন। (জনান্তিকে)
একি ভয়ঙ্কর কথা শুনিবারে পাই
উন্মত্ত হয়েছে নাকি পাণ্ডবের পতি?

(প্রকাশ্যে)
আর্য্য ! অঙ্গরাজ সহ সমরে সাক্ষাত
আজ হয় নাই মম—
এখনো জীবন্ত তাই আছে অঙ্গরাজ।
হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ।
সংসপ্তকে বিনাশিয়া ফিরিবার কালে
ভেটিনু ভীমেরে পথে, পাবনির পাশে
পাইনু সংবাদ দোঁহে—
আহত আহবে তুমি, পাণ্ডব প্রধান
তোমার কুশল জানি যাইব এখনি
সংহারিতে সূতাধমে।—

যুধিষ্ঠির। কি কহিলি কুলাঙ্গার !
সেই কালান্তক কাল অগ্নি অবতার
এখনও জীবন্ত ?-হায় অলোক আগার
সুখের স্বরগ হতে অনন্ত আঁধার
পড়িনু পাতাল পুরে।—
ডুবিল আশার তরি হায়রে অপার
নিরাশার নিরে।—
কুক্ষণেতে কুন্তীমাতা-রে কুল কজ্জ্বল
ধরিল জঠরে তোরে দৈব বাণী হলো

তোর জন্মদিনে
"সসাগরা সম্বলিত মেদিনী মণ্ডল
আমারে জিনিয়া দিবি," হায় আশামদে
মত্ত আমি, রে বর্ব্বর—
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ কোন মতে।
শোন মন্দমতি—
আপনি সারথী হয়ে, রক্ষা কর রথী।
অচিরে বিনষ্ট হবে অরাতি নিকর।

অর্জ্জুন। অহরহ আজ্ঞাবহ যার মহামতি
ভৃত্যভাবে যারে সেবি, হায় যার সহ
এক স্রোতাধীন হয়ে, কালসিন্ধু পানে
ভাসি সদা সম ভাগ্যে—
তাঁহার বদন হতে হায়রে এহেন
দারুণ দুর্ব্বাক্য আজ হইল বাহির?
ভ্রাতৃভক্তির ভাল
পুরস্কার প্রদানিলা অবহেলে আর্য্য!
কঠোর কুলীশ হতে মরি মর্ম্মভেদী
বিষময় বাক্য বাণে
অন্তরের স্তরে স্তরে শিরায় শিরায়,
কাল কূট হতে কটু হলাহল হায়

দিয়াছ ঢালিয়া।
কি কহিলে ধর্ম্মরাজ—“কুলের কজ্জ্বল
বীরকুলগ্লানি আমি”?—হে কুল প্রদীপ
পিতৃ পিতামহ প্রাপ্ত,—সম্পাদ সাম্রাজ্য
ক্ষয় করি—অহো!—আরো
পত্নীরে করিয়া পণ দুরোদর যুগে
উজ্জ্বল করেছ কুল মনে ভাব বুঝি?
পূর্ব্বাপর আছে পণ,
গাণ্ডীব ত্যেজিতে মোরে বলিবে যেজন
গুরু বলি উপরোধ করিবনা কভু,
নিশ্চয় নাশিব তারে—পালিব সেপণ
আজ আয়ু অবসান পাণ্ডব পতির—

(অর্জ্জুনের অসি নিষ্কাসন ও
যুধিষ্ঠিরকে প্রহারোদ্যত)

শ্রীকৃষ্ণ। কিকর কিকর সখা—
গুরু হত্যা মহাপাপ ধার্ম্মিক ধীমান
তুমি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত—
তোমারে বুঝাব নীতি অপরূপ অতি!

অর্জ্জুন। গুরু হত্যা মহাপাপ সত্য শ্রীনিবাস,
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ তেমতি আবার,

কি করি উপায় কহ উভয় সঙ্কটে ?
দুইদিকে দেখি দেব দুস্তর নরক ?—
নিস্তার নাই !-যাই হ'ক—
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু পিতা সম পূজ্য,
জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির পাণ্ডব পতির,
পবিত্র শোণিত পাত যুক্তি যুক্ত নয়।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,—
পাপ হেতু দণ্ডধর দণ্ড দিও দাসে।

শ্রীকৃষ্ণ। সাধু সখা সাধু !—
ধরণীর ধৈর্য্য গুণ সিন্ধুর গাম্ভীর্য্য
স্বভাব সিদ্ধ।

অর্জ্জুন। কিন্তু হে কেশব।
ক্রোধ বশে করিয়াছি অধর্ম্ম আচার।
গুরু নিন্দা মহাপাপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি,
আপন শোণিতে সখা প্রক্ষালিব পাপ।

(অর্জ্জুনের আত্ম বিনাশার্থ
অসি উত্তোলন)

শ্রীকৃষ্ণ আত্মহত্যা আরো পাপ স্থির হও সখা।
সুবিধান কহি শুন শাস্ত্রের প্রমাণ
আপন গৌরব করা আপনার মুখে

মরণ সমান,
আপন গৌরব কর শূর শিরোমণি
আপনার গুণে,
গুরু নিন্দা পাপ হতে পাবে পরিত্রাণ।

দ্রৌপদী। প্রমাদ পড়িত আজ অশেষ অনর্থ
এখনি ঘটিত হায়।
বাঁচাইলে বাসুদেব বিপদ বারণ
আশ্রিতে আপন গুণে।
মুরারি মহিমা তব বুঝিতে অক্ষম।

অর্জ্জুন। অজ্ঞাত অবস্থায়
বাসুদেব বিরাটের বাসে বসিলাম
যবে পঞ্চ ভাই,
সঙ্গীত শিক্ষক হয়ে অন্তঃপুরে আমি
পাবনি পাচক রূপে—রাজসভাসদ
আছিল অগ্রজ—
বিবিধ বিচারে বিদ্যা বুদ্ধে বৃহস্পতি
সহদেব সহ শূর নকুল সুন্দর
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দোঁহে,
সুদেষ্ণার সহচরী দ্রুপদ দুহিতা,
চতুরঙ্গে সেনা সঙ্গে আক্রমিল আসি

দুষ্ট দুর্য্যোধন হরিবারে গাভি কুল
বিরাট রাজার।
বিপদে বিরাট বাসে পেয়েছি আশ্রয়,
কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ একান্ত পাণ্ডব,
সাজিনু সমরে সখা।
পূজ্যপাদ পিতামহ আচার্য্য প্রধান,
বাপের সদৃশ বীর শিক্ষায় সমান,
অশ্বত্থামা, অঙ্গরাজ সবার সংহতি
হইল তুমুল যুদ্ধ বিমুখিনু সবে।
প্রলয় পবনে,
অর্ণবের অম্বুরাশি আলোড়িত হয়ে,
পর্ব্বত প্রমান ভীম তরঙ্গ তুলিয়া,
বক্ষবাহি তরনীরে হায়রে যেমতি
গরজি গ্রাসিতে ধায় চারিদিকে ঘেরি,
পাঞ্চালির পরিণয়ে,
বেড়িল রাজেন্দ্রকুল বিনাশিতে তথা
একেবারে চারিধারে!—আপন অংশুতে
তপন তমসজালে তাড়ায় যেমতি,
হে সখা তেমতি—
নিবারিনু নৃপকুল করি বিদ্রাবিত।

হয় কি স্মরণ সখা !—
যমুনার জলে যবে ক্রীড়ার কারণে
গিয়াছিনু দুইজনে,
বসিয়া পুলিনপরে শ্রুতি সুখকর—
কল্লোলিনী কলনাদে শ্রবন জুড়ায়ে,
সায়াহ্নে সেবিতে ছিনু সন্ধ্যা সমীরণ,
বিপ্রবেশে বিভাবসু সহসা সেথায়
মাগিল ভোজন আসি ?
অনলে আহুতি দিনু খাণ্ডব কানন
সমরে অমর কুলে করি পরাভব।
কি আর কহিব সখা !—
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে দেব দিগম্বরে সন্তোষিয়া
পাইয়াছি পাশুপত প্রলয়ের অস্ত্র।

(যুধিষ্ঠিরের পদ ধারণ করিয়া)

ত্যজরোষ ক্ষমদোষ পাণ্ডবের প্রভু
স্নেহ সরসীতে তব হে ভ্রাতৃ বৎসল
জীবন মৃণাল জীয়ে আমা সবাকার।
শুকালে সরসীদেব শুকাবে মৃণাল
সংহারিতে সূতাধমে পশিব সংগ্রামে
আশিষ অর্জ্জুনে যেন এখনি আসিয়া

প্রণমে ওপদে পুন,
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড এবে গগনের গায়
অর্দ্ধদিবা অবসান, এই সূর্য্য সহ
নিশ্চয় হইবে আজ এ প্রতিজ্ঞা মম,
আয়ু সূর্য্য অস্তমিত কুমতি কর্ণের।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন! অনেক ক্ষণ ক্ষমেছি তোমায়
যাও, হও রণজয়ী মম আশীর্ব্বাদে।

দ্রৌপদী। মুরারীরে মনোরথে রাখিও সতত
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্র। শল্য ও কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। শুন শুন বীরভাগ বীর অবতার
যে আজ দেখাবে মোরে
ধনঞ্জয় ধূরন্ধরে
যাচাবে তাদিব তারে প্রতিজ্ঞা আমার
দিবতারে শুন বলি ;—
সুবর্ণ মণ্ডিত তনু
সবৎসা সহস্র ধেনু

কার্য্য তুহা যথা স্বর্গে স্বর্গ অলঙ্কার।
দিব তারে চাহে যদি
আশুগতি জিনিগতি
উচ্চৈশ্রবা সম শক্তি—বাজি অগণন
দিব তারে রণ দক্ষ
ঐরাবত সম কক্ষ
মহাকায় মদমত্ত বলিষ্ঠ বারণ।
শুনবলি সবাকারে,—
যে দেখাবে পার্থবীরে
ভাগীরথী দুই তীরে
পবিত্র প্রদেশ সব দিব অধিকার।
স্থির সৌদামিনী সমা
তুলনায় তিলোত্তমা
রূপসী রমণী দিব সুন্দরীর সার।
প্রকাশিবে প্রভাকর
পশ্চিম প্রাঙ্গন পর
প্রস্ফুটিত হবে পদ্ম শৃঙ্গধর শিরে
সম্ভব শুকাবে সিন্ধু
শোভা হীন হবে ইন্দু
কর্ণের বচনতবু কভু নাহি ফিরে।

আপনার অঙ্গে ছেদি
তুষেছি ত্রিদিব পতি
প্রাণের প্রতিম পুত্রে কেটেছি করাতে
কর্ণের অদেয় কিছু নাহি ত্রিজগতে !

শল্য ।
জননীর কোলে শুয়ে
শিশু, শশী পানে চেয়ে
যেমতি ধরিতে ধায় বাহু বাড়াইয়া—
অকারণে অঙ্গনাথ,
তথা তুমি কর সাধ,
লভিতে সুযশ হায় পার্থে সংহারিয়া !
যার সহ রণে ডরে
সুরাসুর নাগ নরে
প্রসন্ন পিণাকপাণি প্রতাপে যাহার—
তারে তুমি পরাজিবে ?
সিংহে শিবা বিমুখিবে ?
সন্তরণে হতে চাও পারাবার পার ?
জ্বলন্ত অনলে হায়
পড়িছ পতঙ্গ প্রায় !—
রাখ কথা যাহ ফিরে গৃহে আপনার।

কর্ণ। ওরে মদ্র কুলাধম
ভীরু! হীন পরাক্রম
পার্থভয়ে পলাইব লইয়া জীবন?
রে ক্ষত্র কুল কজ্জ্বল
আসে যদি আখণ্ডল,
শঙ্কর সংহার শূল করিয়া ধারণ—
আসে যদি দিকপাল
মৃত্যুপতি মহাকাল
রথী তবু রণস্থল ত্যজেনা কখন—
কিছার অর্জ্জুন তারে না করি গণন
শোনবলি মূঢ়মতি
চালা রথ দ্রুতগতি
কাপুরুষ কথা কর্ণ করেনা শ্রবন।
মরি কিম্বা মারি অরি করিয়াছি পণ।

("শুন শুন বীরভাগ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতে বলিতে কর্ণের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ)

শল্য। হয়, হস্তী, দাস, দাসী,
অপ্রমিত অর্থরাশি,
অকারণে অঙ্গরাজ করোনা প্রদান।

যথা পড়ে বর্ষাকালে
ধারাজল ধরাতলে
ওই হের ধনঞ্জয় বরষিছে বাণ
ওই হের কুরু চমূ রণে ভঙ্গীয়ান।
প্রলয় পাবক প্রায়
শরানল দীপ্তিপায়
দাবানল দীপ্তি যথা শৃঙ্গধর শিরে—
চিত্র পুত্তলিকা প্রায়
দাঁড়ায়ে কি দেখ হায়
ভুলেছ প্রতিজ্ঞা নাকি? নাশ ফাল্গুনিরে।
এত দর্প আস্ফালন
সব হল অকারণ?
হে অবোধ অঙ্গরাজ! ক্ষুদ্র প্রাণশিবা
সিংহভাবে আপনাকে
যতক্ষণ নাহি দেখে
ক্রুদ্ধ কেশরীর স্ফীত সুবঙ্কিম গ্রীবা।
রক্তময় রণস্থল
ভঙ্গদেয় কুরুদল
সেনাপতি সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার
পার্থকরে মহামার

কি দেখ কিদেখ আর
ধর ধর ধনুর্ব্বাণ হও আগুসার
দেখি দেখি বীরপণা বিক্রম তোমার!

কর্ণ। বর্ব্বর বীরতা, তুই কি বুঝিবি বল?
কালান্তক কালোপম
এই দেখ শর মম
বিদারিতে পারি এতে ত্রৈলোক্য মণ্ডল
পার্থে সংহারিব বলি
রেখেছি রেখেছি তুলি
অতি যত্নে অস্ত্রবরে বহুকাল ধরি।
সৈন্যগণ বীরগণ
কেন ভঙ্গ দেও রণ
ক্ষান্তহও ক্ষান্তহও এই মারি অরি-
চালারে চালারে রথ চালা শীঘ করি

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। অঙ্গদেশ অধিপতি
শমন সদনে গতি
নিশ্চয় হইবে তোর নাহি পরিত্রাণ
আজতোরে নাশি রণে
শবাহারী শিবাগণে

রে দুর্ম্মতি দেহ তোর করিব প্রদান।
সুরাসুর যক্ষরক্ষ
ত্রিভুবন হ'ক পক্ষ
তথাপি তথাপি তোর বধিব পরাণ।
ভীষ্মদেবে ভুপতিত
দ্রোণাচার্য্যে বিনাশিত
নিরখি কেমনে হলি রণে আগুয়ান
আয় মূঢ় আজ তোর আয়ু অবসান।

কর্ণ। লতা অন্তরালে থাকি
ব্যাধ যথা মারে পাখী
চোরাবাণ চুপি চুপি করিয়া সন্ধান
শিখণ্ডীকে অগ্রেস্থাপি
কপট সমরে পাপী
তেমতি হরিলি তুই পিতামহ প্রাণ
ধিক্ তোর বীরদাপে
দেব দত্ত দিব্য চাপে
পৌরুষে প্রতাপে তোর ধিক ধনঞ্জয়
তোর নামে বীরকুল
আচ্ছাদে শ্রবণ মূল
বীরকুলগ্লানি তুই ভীরু নীচাশয়।

নিষ্পাণ্ডব বসুমতী
শত্রুশূন্য কুরুপতি
নিশ্চয় হইবে আজ শোন মন্দমতি
চালারে চালারে রথ চালা শীঘ্রগতি।

অর্জ্জুন ওরে রে
কৌরব উচ্ছিষ্ট ভোজী দুষ্ট দুরাচার
পাঞ্চালীর পরিণয়
মৎস্য দেশ অভিনয়
হয়কি স্মরণ তোর বীর কুলাঙ্গার ?
লক্ষ লক্ষ ধনুর্দ্ধর
ছিল তাহে পৃষ্ঠপর
তথাপি বিমুখ হলি সমরে আমার
ওরে রাধা গর্ভভার
অমানিশা অন্ধকার
নক্ষত্র নিকর যদি নাপারে নাশিতে
ক্ষীণভাতি দীপশিখা
সেই সে কালিমা মাখা
অমার নিবিড় আঁধা পারিবে ভেদিতে ?
নাহি কাজ বাক্য ব্যয়ে
ধর ধনু স্থির হয়ে

শৃগাল হইয়া যায় সিংহে পরাজিতে
 দেখায়েছে চরাচর
 স্বর্গমর্ত্ত্য নরামর
অর্জ্জুনের শরশিক্ষা সমর পদ্ধতি—
 বিনাশি বাণদিয়া
 অন্তরীক্ষ আচ্ছাদিয়া
রোধিব পবন পথ চন্দ্র সূর্য্যগতি।
 ভাসাইয়া শত্রুদলে
 রক্তনদী রণস্থলে
বহিবে ধরিবে ধরা দৃশ্য ভয়ঙ্কর
 আহতের আর্ত্তধ্বনি
 অস্ত্রশস্ত্র ঝন ঝনি
তরঙ্গ গর্জ্জনরূপে ধ্বনিবে অম্বর।
 অস্ত্রচ্ছিন্ন হস্ত পদ
 ভাসিবেক তৃণবৎ
মানব হইবে মীন কুম্ভীর কুঞ্জর।
 দারাপুত্র পরিবার
 কেন করি পরিহার
সমরে আমার সহ হলি অগ্রসর

ধনরত্ন কে ভুঞ্জিবে
অঙ্গরাজ্য কে শাসিবে
কুরুরাজে কুমন্ত্রণা কেদিবে দুর্ম্মতি ?
শমন স্মরিল তোরে আয় শীঘ্রগতি।

(উভয়ের যুদ্ধারম্ভ)

কর্ণ ওহে সুরাসুর জয়ী মহাধনুর্দ্ধর
দেবদত্ত অস্ত্র গাণ্ডীবের বলে
অজেয় সবার তুমি ধরাতলে !
গাণ্ডীবের গুণ পণা দেখারে বর্ব্বর
দেখাতোর দিব্যশিক্ষা নিবারি এশর—
শঙ্করের শূল ত্রিভুবন ত্রাস
বাসবের বজ্র, প্রে তোর পাশ
কালদণ্ড সম এর অমোঘ সন্ধান
দেখিব কেমনে ইথে পা'স পরিত্রাণ।

(কর্ণের শরত্যাগ ও অর্জ্জুনের
মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

শ্রীকৃষ্ণ ধন্য বীর বৈকর্ত্তন
যার শরে অচেতন
সুরাসুর সর্ব্বজয়ী বীর ধনঞ্জয়—

কর্ণ। ভাগ্যবান সেই রথী
তুমি যার সুসারথী
নতুবা অর্জ্জুন আজ যেত যমালয় !

শল্য। অঙ্গদেশ অধিপতি
রথচক্র বসুমতী
গ্রাসিল ক্ষণেক তুমি সম্বর সমর।

কর্ণ। অসম্ভব কথাঅতি
শোণিতে পঙ্কিল পৃথ্বী
প্রোথিত হয়েছে চক্র তাই মদ্রেশ্বর
অচেতন আছে অরি
অশ্ব রশ্মি থাক ধরি
উদ্ধারিব রথচক্র মুহূর্ত্ত ভিতর।

রথ হইতে অবতরণ ও
রথচক্র আকর্ষণ

সসাগরা ধরাখান্
কম্পবান দিলে টান
সামান্য রথের চক্র না পারি নাড়িতে !
কোথা গেল ধনুর্ব্বাণ
করিব রে খান খান
বসুধা শতধা কাটি রথ উদ্ধারিতে—

একি! কেন ক্লান্ততনু
হতে খসে ধনু
একি! কেন স্মৃতি ত্যজিছে আমায়?
বিহগ অশিব স্বরে
পড়ে রথ ধ্বজোপরে
সহসা কেনবা হেন প্রলয়ের প্রায়
ঘন বহে ঝঞ্ঝাবাত
মুহুর্মুহু বজ্রপাত
চপলা চমকি আঁখি চৌদিকেতে ধায়?
বিশ্ব রসাতলে যাক্
পাক্ স্মৃতি লোপ পাক্
নিষ্পাণ্ডব পৃথ্বী তবু প্রতিজ্ঞা আমার
মৃতপ্রায় রথোপরি
অচেতন আছে অরি
এখনও সময় আছে দেখি পুনর্ব্বার।

(পুনরায় রথচক্র আকর্ষণ)

(অর্জ্জুনের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া উত্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। খাণ্ডব দাহন কালে
অমরের অস্ত্রজালে
অবাধে ধরিলে হৃদে সম্মুখ সমরে

কি কহি কহিতে লাজ
অচেতন হলো আজ
সুরাসুর জয়ী শূর সূতাধম শরে।
বিশ্বব্যাপী অন্ধকার
দৃষ্টি নাহি চলে আর
হে পার্থ প্রতিজ্ঞা তব হয় কি স্মরণ ?

অর্জ্জুন। ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি
মুহূর্ত্তেকে হে মুরারি
সূত পুত্রে সংহারিতে লাগে কতক্ষণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন (ও) অবশ তনু
দৃঢ় হস্তে ধর ধনু
বিক্রমে বিশাল সখা বীর বৈকর্ত্তন !

অর্জ্জুন। বাসুদেব বার বার
লজ্জা নাহি দেহ আর
কোথা গেলি দুরাচার দেরণ দেরণ।

কর্ণ। দাঁড়ারে দুর্ম্মতি তুই ক্ষণকাল আর
পূর্ব্বজন্ম পুণ্যফলে
বহু সুকৃতির বলে
পেয়েছিস্ প্রাণ কিন্তু নাইরে নিস্তার

শল্য। অন্যায় আচারে মরে কর্ণ মহারথী
শোন পার্থ পাপাশয়
বীরবাক্য ব্যর্থ নয়
বীরলোকে কভু তোর নাহি হবে গতি।

অর্জ্জুন। ওরে মদ্র কুলাঙ্গার
একদিন জীবে আর
আজিকার মত তুই যারে গৃহে ফিরে—
সিংহনাদে সৈন্যচয়
ঘোর পাণ্ডবের জয়
কাঁপুক কৌরব কুল সভয়ে শিবিরে।
আঁধারে ঘিরিছে ধরা
চল সখা চল ত্বরা
এশুভ সংবাদ দিতে পাণ্ডব পতিরে।

(সকলের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। নাজানি সমরে আজ কিহয় কিহয়—
ব্যূহমুখে বৃকোদর
করে রণ ভয়ঙ্কর

গদাঘাতে গজযূথ যায় যমালয়—
মুখেতে সংহার শব্দ
সুরাসুর সবে স্তব্ধ
পড়িছে পদাতি রথী অশ্ব আসোয়ার-
ছিন্ন শির লোটে ক্ষিতি
শোণিতে বহিছে নদী
সমূলে নির্ম্মূল বুঝি করে কুলাঙ্গার!
কোথা গেল অশ্বত্থামা
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা
ভীমের ভীষণ রণে হয় একাকার!
স্থিরভাবে সৈন্যগণ
ধর ধনু কর রণ
দ্বারদেশে দুঃশাসন আছে অধিষ্ঠান!—
একি! একি! বিদারিত ব্যূহদ্বার
ধায় চমূ চারি ধার
কিকরি কিকরি কিসে পাই পরিত্রাণ?
যেন মদ মত্ত করী
ধায় উর্দ্ধে শুণ্ড করি
গর্জ্জিআসে গদাহাতে বীর বৃকোদর—!
সমরে দুর্ব্বার ভীম আমি একেশ্বর।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। সাক্ষী হও চন্দ্র সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর
সুরপুরে সুররাজ
মানব মরত মাঝ
পাতালে পন্নগ গণ ভূচর খেচর—
সাক্ষীহও,
সপ্তসিন্ধু স্রোতস্বতী
অদ্রিকুল অভ্রভেদী
স্থাবর জঙ্গম সহ সব চরাচর
যে পাষণ্ড পাপী—
একবস্ত্রা রজস্বলা
কুলবিহঙ্গিনী বালা
কৃষ্ণার কুণ্ডল ধরি আনিয়ে সভায়
লজ্জাধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া
পশুবল প্রকাশিয়া
প্রিয়ার পিন্ধন বাস হরেছিল হায়—
আজ সেই পাপাত্মার—
তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়া
বক্ষস্থল বিদারিয়া
হৃদিহতে হৃৎপিণ্ড করিয়া বাহির
প্রাণভরে রক্ত পিয়ে

কোপানল প্রশমিয়ে
বাঁধিব বিমুক্ত বেণী প্রিয়া পাঞ্চালীর!
আয় ক্ষত্র কুল কালি
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পালি
সুতপ্ত শোণিতে তোর শীতলি শরীর।

দুঃশাসন। ক্ষান্ত হ'রে বরাধম
জানি তোর পরাক্রম
মদমত্ত তুই তোর আস্ফালন সার!
ভুলে গেলি মন্দমতি
পাঞ্চালীর পঞ্চপতি
ছিল সভাস্থলে তবু সম্মুখে সবার—
করেছি কৃষ্ণারে লয়ে
যথাকরে ক্রীড়ালয়ে
বিলাসী বেশ্যার সহ হাস্য পরিহাস—
সে কালেতে নীচমনা
কোথাছিল বীরপনা?
পারিস্‌নে পঞ্চজনে—
একাকী করিস্ এবে পৌরুষ প্রকাশ?

ভীম। ওরে দুষ্ট দুরাচার
কুরুকুল কুলাঙ্গার

সাক্ষাৎ শমন সম ভীম ভুজঙ্গমে,
প্রহারে কুপিত করি
কেবা বাঁচে কবেমরি
কিন্তু বেঁচেছিলি তুই তোর ভাগ্যক্রমে
ভুজঙ্গ তুষারে যথা
নির্জ্জীব নিস্তেজ তথা
আছিলাম আমি হায় ভ্রাতৃ অনুরোধে
বধেছি যে ভুজবলে—
দারুণ দুর্ম্মদরণে
বক আদি বীরগণে
জিনেছি জগত জয়ী জরাসন্ধ যোধে
আজ সেই ভুজবলে
সম্মুখ সংগ্রাম স্থলে
বিদারিয়া বক্ষ তোর বধিব জীবন।

(দুঃশাসনকে আক্রমণ)

দুঃশাসন। নহিরে অরণ্যচারী
পাণ্ডব পরম অরি
পাঞ্চালী পীড়ক আমি সেই দুঃশাসন।

(উভয়ের যুদ্ধ ও দুঃশাসনের পতন)

ভীম — এইতো বীরত্ব তোর পাপিষ্ঠ পামর!
কি সাহসে করি ভর
হয়েছিলি অগ্রসর
সমরে আমার সহ বলরে বর্ব্বর?—
কৃষ্ণার কুন্তল ধরা
পরিধান বাস হরা
পাণ্ডব পীড়ন এবে হয় কি স্মরণ?
সাক্ষী হও চরাচর
স্বর্গমর্ত্ত্য নরামর
প্রতিজ্ঞাপালন হেতু—
পৈশাচিক বৃত্তি আজ করি আচরণ!—

(দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভীমের রক্তপান)

আঃ! জুড়াল জীবন—
পাইলাম পরিতোষ
সুধাপানে এ সন্তোষ
নিশ্চয় হতনা হৃদে আমার কখন!—
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
আসিছে প্রলয় ঝড়
নিবিড় জলদজালে ঢাকিছে গগন

পড়ে থাক্ পাপাচারী

শিবাগণ শবাহারী

আসিবে নরোপজীবিতেরা করিবে সাধন।

(উভয়ের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

পাণ্ডব শিবিরের সন্নিহিত উপবন।

(দ্রোপদী ও সখীগণ)

সখী। নিবিড় কালিমা মাখা

নিবিড় নীরদ ঢাকা

সন্ধ্যা গগনের গায়ে বিলাসিনী সজনী,

একদৃষ্টে আছে চেয়ে?

গুরু গুরু গরজিয়ে

ছুটিছে আকাশপথে সঘনে অশনি—

পবন প্রহার পড়ে,

মহারোলে মড়মড়ে

বিটপি বিপিন শোভা আচ্ছাদি অবনী

কাল কাদম্বিনী কোলে

চপলা চমকি চলে

নয়ন ধাঁধিছে তব দমকি দামিনী—

চল সখি—আজিকার
সমরের সমাচার
উল্লাসে শিবিরে বসি চল গিয়া শুনি।

দ্রৌপদী। ভীষণ ভ্রুকুটী করি,
বিকট মূরতি ধরি
প্রকৃতি করিছে খেলা
গগনে আছে কি বেলা ?
এখনো শিবিরে কেন ফেরেনি ফাল্গুনী?
(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও রথচক্রের শব্দ)
নেমীর নিস্বন শুনি,
শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি,
জিনি কোটী বজ্রপাত
সৈন্যগণ ছাড়েনাদ
বিজয় বাজনা বাজে—পার্থ প্রত্যাগত·

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। প্রিয়ে কোথা ধর্ম্মরাজ
রণরঙ্গে হত আজ
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির প্রিয় পারিষদ।

দ্রৌপদী। কি ছার সে কর্ণ—
পার্থ যদি করে পণ

টরা .র ি বন
মুহূর্ত্তে ভিনিতে পারে সবারে সংহারি।-
ভীম। (নেপথ্যে) সৈন্যগণ ছাড় পথ
আজ পূর্ণ মনোরথ।—
কোথা কৃষ্ণার্জ্জুন কোথা দ্রুপদ কুমারী ?
অর্জ্জুন। আর্য্য ভী ের কণ্ঠস্বর !—
(ভীমের প্রবেশ)
দ্রৌপদী। রুধিরাক্ত কলেবর !—
একি ?-হেরি প্রাণেশ্বর
শীঘ্র আন সহচরী সুশীতল বারি—
ধৌত করি রক্ত ধারা।—
ভীম। না ! না !—ভুলেগেলে,
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা প্রিয়ে !
দুঃশাসন রক্ত দিয়ে
বলেছিনু বেঁধেদিব ও বিমুক্ত বেণী
দ্রৌপদী। তবে কি নাথ—
গত জীবরণে সেই কুরুকুলগ্লানি ?
ভীম। হাঁ, হত সেই দুরাচার
করিয়াছি আজ তার
বক্ষঃস্থল বিদারিয়া শোণিত শোষণ !—

সাক্ষীহও চরাচর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
সুরপুরে সুররাজ
মানব মরত মাঝ
পাতালে পন্নগগণ ভুচর খেচর
সপ্তসিন্ধু স্রোতস্বতী
অদ্রি কুল অভ্রভেদী
স্থাবর জঙ্গম সহ সব চরাচর—
যে পাষণ্ড পাপী—
একবস্ত্রা রজস্বলা
কুল বিহঙ্গিনী বালা
কৃষ্ণার কুন্তল ধরি আনিয়ে সভায়
লজ্জাধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া
পশুবল প্রকাশিয়া
প্রিয়ার পিন্ধন বাস হরেছিল হায়—
আজ সেই পাপাত্মার—
তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়া
বক্ষস্থল বিদারিয়া
হৃদি হতে হৃৎপিণ্ড করিয়া বাহির,
প্রাণভরে রক্তপিয়ে
কোপানল প্রশমিয়ে

সেই সরঙ্গহস্তে—
বাঁধিনু বিমুক্তবেণী প্রিয়া পাঞ্চালীর—

(ভীমকর্ত্তৃক বেণীবন্ধন)

সাক্ষীহও চরাচর
স্বর্গমর্ত্ত মরামর
দারুণ প্রতিজ্ঞা হতে মুক্ত হলো ভীম

অর্জ্জুন। হে আর্য্য !
অদ্বিতীয় বীর তুমি প্রতাপে অসীম।

ভীম। চল পার্থ মহারথা
যুধিষ্ঠির বসে যথা
আশাপথ নিরখিয়ে আছে ধর্ম্মরাজ।

(ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান)

সখী। প্রাণসখি ! আর কেন—
বাঁধিয়ে বিমুক্তবেণী পর দিব্য সাজ।

দ্রৌপদী। দশদিকে দিকবালা
সিন্ধুতুলি উর্ম্মিমালা
বারিবাহ বজ্রনাদে ঘোষ ত্রিজগতে—
সতী সাধ্বী যাজ্ঞসেনী
বাঁধিল বিমুক্ত বেণী
দুঃশাসন দুর্ম্মতির সুতপ্ত শোণিতে।

সাক্ষী হও সূর্য্য সোম
জলস্থল বায়ু ব্যোম
দিব্যলোকে দেবগণ মানব মহীতে—
সতী সাধ্বী যাজ্ঞসেনী
বাঁধিল বিমুক্ত বেণী
দুঃশাসন দুর্দ্দাতের সুতপ্ত শোণিতে !

সখীগণের গীত।

সখীগণ। বাঁধ বিনোদিনী, বিনাইয়ে বেণী
ও চারু চিকণ চুলে—
কুসুম নিকরে দিয়ে থরে থরে
মোহন কবরী মূলে॥

(কোরস)

ললিতা শিরেতে লতিকা বেড়িল
নবীন নীরদে তারকা ফুটিল।
বাছিয়া বাছিয়া বন বিমোহিনী
পরিমল যাঁর পারিজাত জিনি
অঞ্জলি পুরিয়া তোললো স্বজনি
কুসুম কামিনী ফুলে।
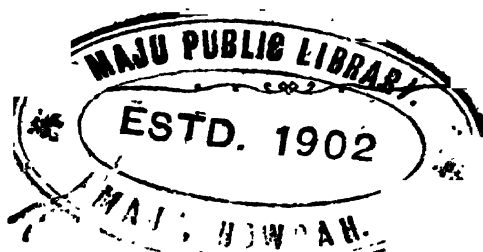
বারাণসী-বিলাস

বা

অষ্ট-মঙ্গল।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ও ধর্ম্ম-মূলক নাটক।

ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্রমাস।
ধন্য শুক্ল পক্ষ যাহে জগত উল্লাস।
তাহতে অষ্টমী ধন্যা ধন্য নাম জয়া।
অর্দ্ধ চন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাৎ অভয়া।
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে—

ভারতচন্দ্র।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রণীত।

শ্রীতারাপ্রসন্ন মিত্র দ্বারা প্রকাশিত

ও

এইচ, সি, দত্ত কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩২ নং আমর্হষ্ট ষ্ট্রীট।

কলিকাতা।

সন ১২৯৫ সাল।

মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
মহাদেব	দুর্গা।
নারায়ণ	জয়া
কার্ত্তিক	বিজয়া
নন্দী	লক্ষ্মী
নল-কুবের	চন্দ্রিনী
বেদব্যাস	
সনক	
ভবানন্দ	

বালকগণ, বৈষ্ণব ও শৈবগণ, গিরিবাসিনী ও সখিগণ কুচনীগণ ইত্যাদি

বারাণসী-বিলাস

বা

অষ্ট-মঙ্গল

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস—ভব-ভবনের সন্নিহিত প্রদেশ।

নেপথ্যে গীত।

গা তোল গো গিরিবাসী।
পোহাল তামসী নিশি, অরুণ উদিল হের হাসি হাসি।
মোহ নিদ্রা পরিহরি, চাহ জ্ঞান আঁখি মিলি
প্রভাতে ডাকরে নাথে, ঘুচিবে অশুভ রাশি।

(গীত গাহিতে গাহিতে গিরিবাসিনীগণের প্রবেশ

মোহন বেশে, মুচ্‌কে হেসে,
সোণার রবি কিরণ ঢালে,
মাথা তুলি, জলদ গুলি, তরীর মত ভেসে চলে।
কাননে ফুল হাসলো ফুটে
সমীর ছুটে সৌরভ লুটে
সুধার ধারা উথলে উঠে
পাখী গায় প্রাণ খুলে।
নিঝর ঝরে সুতান তুলে
হীরের হার গিরির গলে
সোহাগ ভরে বিমল জলে
কমল ভাসে হেলে দুলে।
প্রেমের পাশে দেখলো বাঁধা
তরুর সনে সাধের লতা
শোন্‌লো শোন্ প্রাণের কথা
ফুলের কাণে অলি বলে।

১ম গিরি। দেখ্‌লো সখি,
ফুল ফুটেছে থরে থরে, ঝল মলে রবির করে
নিশির শিশির তায় চারু·দরশন,
আয়না তুলি ভরে ডালা, বেছে বেছে ফুল বালা
চিকণিয়া গাঁথবো মালা মনের মতন।

২য়। কে যাবি আয় আমার সনে, কেলি করতে কমল বনে
আন্‌লো তুলে কমলফুলে সব সোহাগিনী।

৩য়। পাখীর সনে মিশিয়ে তান, আয় লো কে গাবি গান
মনের সুখে শোন্‌লো ডাকে বন বিহগিনী।
৪র্থ। আমি যাবো কৈলাস ধামে, দেখবো উমা শিবের বামে
নিরখি জুড়াব আঁখি যুগল মাধুরী।
১ম। তবে ভাই আমিও যাব—
রক্ত জবায় মালা গেঁথে, দেবো গে মা'র রাঙাপদে
বিল্বদলে গঙ্গাজলে তুষবো শেষে ত্রিপুরারি।
২য়। (আমিও) সোণার পদ্ম তুলে নিয়ে, পাদপদ্মে দেব গিয়ে
করে উজল চরণ যুগল শতদল শোভা পাবে।
৩য়। আর আমি বুঝি পড়ে থাকবো
ভক্তি ভাবে প্রেমের ভরে ডাকবো গিয়ে মা মা করে
প্রাণের জ্বালা মনের মলা জন্মের মত ঘুচে যাবে।
৪র্থ। এ বেশ কথা—
আয়লো তবে, যাই সবে
যথায় বসে পিণাক পাণি।
(সেথা) শোভার আধার, দেখ্‌বো গো মা'র
হাসি মাখা চাঁদ বদন খানি।
কনক কুসুম সমা
শিবের বামে দেখবো উমা
ক্ষীরোদ সাগরে যেন, ফুটে আছে হেমনলিনী ;—
ছড়িয়ে ছটা, শোভার ঘটা
আলো করে রূপের রাণী।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস—ভব-ভবন। অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে মহাদেব আসীন

(নন্দীর প্রবেশ)।

নন্দী। উদিল উদয়াচলে তরুণ তপন
ছড়ায়ে কিরণ রেখা জলদের গায়।
সোণা মাখা রেখা গুলি,
শোভিল সিন্দূর সম সধবার শিরে।
প্রতিক্ষণে—
রবির রক্তিম ছবি উঠিছে উজলি।
সঞ্জীবনী শক্তি পেয়ে জাগিল জগৎ।
অস্ফুট নিনাদ উঠে, ক্রমে কোলাহলে
পূরিছে পৃথিবী;
বহিল সংসার স্রোত জীবন প্রবাহে।
পাখীরা প্রভাতী গায় সুমধুর স্বরে,
বিভুর মহিমা ঘুষি, গাওরে রসনা
পরম পবিত্র নাম জগত পিতার।
ভিক্ষায় বাহির এবে হইবেন হর,
গগনে বাড়িছে বেলা যাই দেখি গিয়ে
কোথায় কি ভাবে তিনি—(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)
আহা কি মধুর প্রশান্ত মূর্ত্তি বিশ্ব বিধাতার!
বিলম্বিত জটাবলী চুম্বিছে চরণ
বাহিরিছে যেন,
মহাদ্রি শিখর হতে মহোরগ কুল।

জটাজুটে ফিরে গঙ্গা পতিত পাবনী,
কপালে কিরণ ঢালি, শোভে শশিকলা—
ত্রিনেত্র স্তিমিত সদা ভাবেতে বিভোর,
কণ্ঠদেশে কালকূট গলে অস্থি-মালা,
কটিতটে বাঘছাল ভুজঙ্গ ভূষণ,
ভস্ম বিলেপিত বপু ধবল আকার
অচলে অচল সম বসি বিশ্বনাথ!
অহো ধন্য আমি!—
যে দেবাদি দেবে, বিধি বিষ্ণু সেবে
কটাক্ষে যাঁহার লয় সকল সংসার—
পূর্ণ পরাৎপরে, সে শশিশেখরে
বহু পুণ্য ফলে আমি হেরি অনিবার!
(প্রকাশ্যে) দেখ দেব দিবাকরে, উদিত গগন পরে
হতেছে অনেক বেলা কিবা আজ্ঞা হয়?
মহাদেব। আজ নাহি যাব আর, ভিক্ষাহেতু কারো দ্বার
বিশ্রাম লভিব আজ থাকিয়া আলয়।
ভিক্ষা ঝুলি কাঁধে করে, ধারা-জলে রবি করে
নিত্য নিত্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতে পারিনা।
আজ আনি কাল নাই, নিত্য আধ পেটা খাই,
দারুণ দুঃখের দায় উপায় দেখি না।
যা হবার হবে তাই, নাহি যাব কোন ঠাঁই
ঘোট সিদ্ধি, সিদ্ধি বিনা বুদ্ধি নাহি আসে।
(গীত গাহিতে গাহিতে কার্ত্তিকের প্রবেশ,
পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিজয়ার প্রবেশ)

ওমা এতোর কেমন ধারা—
একলা ফেলি, কোথায় গেলি, কেঁদে কেঁদে হচ্ছি সারা।
আয়না মা কোলে নিবি,
চোখের জল মুছিয়ে দিবি,
গায়ের ধূলো ঝেড়ে দিবি,
ওমা তোকে, চোকে চোকে, সদা আমি হই হারা।

কই মা তবু সাড়া দিচ্ছনা, আমি ধুলোয় পড়ে আরো গড়াগড়ি দি

বিজয়া। ছি বাবা অমন করে কি ধুলো মাখ্‌তে আছে, আমার কোলে এসো আমি মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

(কার্ত্তিককে লইয়া বিজয়ার প্রস্থান, দুর্গা ও জয়ার প্রবেশ)

দুর্গা। শঙ্কর দেখেছ কি চেয়ে?
অরুণ উদিল কবে, ভিক্ষায় কখন যাবে?
জানিনা কেমন করে ঘরে আছ বসে!

মহাদেব। নিত্য নিত্য দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষা মেগে ভ্রমিবারে
আর নারি হে শঙ্করি এ বুড়ো বয়সে,
যাহা কিছু আছে ঘরে, রাঁধ গিয়া ভাল করে
পেট ভরে সাধ পুরে আজ খেতে চাই।

দুর্গা। ঘরে শুধু আছে ছাই, পোড়া পেটে দিও তাই
মরণ আমার কেন লেখেনি গোঁসাই।
ভাঙ্গড়ের হাতে পড়ি, চিরকাল জ্বলে মরি
মৃত্যু হলে হয় ভাল এ জ্বালা জুড়াই।
চাল নাই এক মুটো, দামাল ছাবাল দুটো
এখনি আসিবে কেঁদে করে খাই খাই।

ওই কাঁদে মা মা করে, যালো জয়া আন ধরে
বাছারে ভোলাব কিসে ভাবিয়ে না পাই।
(গীত গাহিতে গাহিতে কার্ত্তিকের প্রবেশ)।

ও মা কেমন মা জানি না।
মা মা করে, ডাকলে পরে, মার প্রাণে বাজে না।
চায়না মা কোলে নিতে
ক্ষিদে পেলে দেয়না খেতে
মা মা করে মচ্চি কেঁদে
মা তবু শোনে না।
শোনেনা মা মনের কথা
বাবা বলে জানাই ব্যথা
(ওগো) যেমন মা তেম্নি বাবা
আদর কেউ ক'রে না।

মহাদেব। ভিক্ষা কৈনু চিরকাল, না ঘুচিল বাঘছাল
কপালে আগুণ মোর সব অমঙ্গল,
গৃহিণী তেমন হলে, ঘরকন্না ভাল চলে,
আমার কপালে চণ্ডী—কেবল কোন্দল।
না রহিলে কিছু ঘরে, মেগে পেতে ধারে ধোরে
তাহারে গৃহিণী বলি যে চালায় ঘর,
হেন ভার্য্যা আছে যার, বড় ভাল ভাগ্য তার
হে গৌরী গৃহিণীপনা বড়ই দুষ্কর!

দুর্গা। বল্‌লো বিজয়া জয়া, এসব কি যায় সওয়া?
যখন তখন উনি বলেন অমন।

দেখেন না নিজের দোষ, সত্য কথায় হয় রোষ,
গুণের ত সীমা নাই, যত অলক্ষণ !
সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি মোটা, শুধু আমায় দেন খোঁটা
ভাল মন্দ জ্ঞান নেই সুস্থান কুস্থান ।
ভস্ম মাখা কলেবর, দিবানিশি দিগম্বর
সরম ভরম হীন মান অপমান ।
যেমন দেব তেম্নি বাহন, তেম্নি সাথের সাথাগণ
অলক্ষ্মী আনেন্ ডেকে কদাচার করে ।
চুল হয়েছে শণের নুড়ো, বয়সে সবার বুড়ো
নষ্ট রীতি অদ্যাবধি বল্‌তে লজ্জা করে ।
হার মেনেছে মুখনাড়া, তবু যান্ কুচনীপাড়া
গুমুরে গুমুরে থাকি মরমেতে মরে ।
পরনে পাইনা বাস, উপোস করি বারমাস
কুকথা হয়েছে মোর গায়ের ভূষণ,
যোগ সেধে যত্নে অতি, সার্থক পেয়েছি পতি
চিরকাল দুঃখে গেল হচ্চি জ্বালাতন ।
উনি থাক্‌বেন বসে ঘরে, আমি বেড়াব ধার করে
বেহায়া এমন বুঝি আর দুটী নাই
আমি মেয়ে বলে তাই এঘর চালাই !
মহাদেব । সত্য কথায় রাগ কত্তে, ঝগড়া করে কেঁদে জিত্তে
তোমার মতন গৌরী কে আছে কোথায় ?
স্ত্রী ভাগ্যে নর লক্ষ্মীযুক্ত, পুরুষ ভাগ্যে পায় সুত
শাস্ত্রের বচন কভু অন্যথা না হয় ।
দেখ মোর ভাগ্য বলে, চাঁদের মত যুগল ছেলে

তোমার কপাল দোষে হলো না বিষয়!

দুর্গা। জয়া, বিজয়া দেখ্‌লো তোরা, কার স্বভাব কোঁদলকরা
খালি উনি খোঁটা দেন কথায় কথায়।
যেথা এত অনাসৃষ্টি, হয় কি সেথা লক্ষ্মীর দৃষ্টি
তবু দেবেন আমায় দোষ এতো বড় দায়!
বুড়ো বলদ বাঘছাল, শিঙে ডুমুর হাড়ের মাল
এছাড়া কি ছিল পুঁজি বলুন আমায়।
এগুলি সব মিলিয়ে নিয়ে, আমারে বিদায় দিয়ে
অন্য নারী করে বিয়ে সুখে করুন ঘর।
তার পয়েতে লক্ষ্মী হবে, দুঃখের দশা ঘুচে যাবে
অলক্ষ্মী আপনা হতে হইবে অন্তর।
আয়রে বাছা যাই আয়, মা বাপ মোরে রাখবেন পায়
নিয়ত আমার আর এ জ্বালা সয়না।
(কার্তিককে লইয়া যাইতে উপক্রম)

মহা। ওই ওই শিখেছ শুধু এক কথা, সাধে বলি কেঁদে জেতা
এত দিলে গালাগালি তবু রাগ গেল না—
ঝগড়া করে বাপের বাড়ী, যেতে চাও আমায় ছাড়ি
দক্ষযজ্ঞ মনে আছে কখন তা হবে না।
ক্ষমা কর যেতে দাও ও কথা তুলনা।

দুর্গা। পতিনিন্দা কত্তে নাই, নৈলে শুনতে আমার ঠাঁই
কি দিয়েছি গালাগালি আমায় তুমি বল না?

মহাদেব। কি দিয়েছ গালাগালি, বটে?
আন্ নন্দী বাঘছাল, শিঙে ডুমুর হাড়ের মাল
ত্রিশূল সিদ্ধির ঝুলি যাইব ভিক্ষায়

যথা ইচ্ছা তথা যাব, আর নাহি বাহুড়িব
কৈলাস করিনু ত্যাগ তোমার জ্বালায়—
(মহাদেব ও নন্দীর প্রস্থান)

দুর্গা। আমিও কৈলাস ছাড়ি, যাইব বাপের বাড়ী
চাহিনা করিতে আর এ পোড়া সংসার।

বিজয়া। যেওনা জনক বাস ত্যজ এই অভিলাষ
বড়ই অখ্যাতি হবে তাহলে তোমার।
আপনা পাশরি কেন, ছেলে খেলা কর হেন
জননী কবগে এবে মহিমা প্রকাশ।
অন্নপূর্ণা রূপ ধরি, ভুবনের অন্ন হরি
জয় জয় রবে পূর্ণ করহ কৈলাস।
বিশ্বকর্ম্মা ডাকি আনি, আজ্ঞা দেহ ঠাকুরাণী
পান পাত্র স্বর্ণ হাতা করিতে নির্ম্মাণ।
গিয়া কুবেরের বাড়ী, রতন কাঁচলি শাড়ী
আর আর আভরণ জয়া শীঘ্র আন।
অন্ন নাহি পেয়ে হর, ফিরে আসিবেন ঘর
জননী জগৎ গাবে তব গুণ গান।
শুক্ল চৈত্র অষ্টমীতে, যেই জন অবনীতে
পূজিবে প্রতিমা গড়ি হয়ে শুদ্ধাচার
ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ হইবে তাহার।

দুর্গা। তার যে এখনও দেরি আছে।

বিজয়া। না মা আর দেরিতে কাজ নাই।

দুর্গা। তবে তাই হউক।

কার্ত্তিক। কি হবে মা?

বিজয়া। আজ কত ঘটা হবে দেখো, মা কত গহনা পর্‌বেন কত কাপড় পরবেন, তুমি আজ আর দুষ্টুমি করো না তা হলে কিছু পাবে না।

কার্ত্তিক। না বিজয়া তা কখন হবে না। আমি মাকে গহনা পত্তে কখনও দেব না।

মা তোকে অমন সাজে সাজ্‌তে দেবো না।
"ধূলো মেখে গিয়ে ছুটে, মা মা করে কোলে উঠে
তা হলে ডাক্‌তে পাব না।
রাঙা কাপড় রক্ত জবায়
মা তোরে বড় ভাল দেখায়
সোণার গা ঢাকলে সোণায়
দেখে চোখ জুড়ুবে না।

বিজয়া। পাগ্‌লা ছেলে মা কি একলা পরবেন তোমাকেও পরাবেন।

কার্ত্তিক। আমি পরতে চাই না, মার ও পরে কাজ নাই—
বাবা গায় মাখেন ছাই
ধূলোমাখা আমরা দুভাই
যা পরেছিস পর মা তাই
('মাগো) ও সব তোরে সাজ্‌বে না।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কুচনী পাড়া।

মহাদেবের প্রবেশ--গীত গাহিতে গাহিতে কুচনীগণের প্রবেশ।

সোনার অঙ্গে মাখান ছাই, বালাই নিয়ে মরে যাই
এ বেশ তোমার সাজে না।
প্রেমের পাখী যার ছিলে, যাওনা তার কাছে চলে
ছেড়ে আর দেবে না।

কার প্রেমে পড়ে এমনে,
যোগী হলে যাদু যৌবনে,
কে কামিনী আছে ভুবনে
তোমায় দেখে ভুলে না।

বিরহিণী বুঝি বধিতে,
অবলার মন মজাতে,
মন চুরি করে কাঁদাতে
পেতেছ বুঝি ছল না।

জর জর বাঁকা নয়নে,
মন চোরা চাঁদ বদনে,
প্রাণ দেবো রব চরণে
এমন মণি মেলে না।

দেখা দিয়ে মন মজালে,
বিনা মূলে প্রাণ কিনিলে,

হেন নিধি বিধি মেলালে
আঁখির আড় করি না।

এসহে প্রেমিক সন্ন্যাসী—
মন প্রাণ দেবো তোমায়, চরণ তলে হব দাসী।
পোড়া লোকে বলে বুড়ো
(তুমি) রসিক সাগর রসের চূড়ো
দেখা দিলে মন মজালে দাওহে খুলে প্রেমের ফাঁসী!

১ম কু। চন্দন ছেড়ে মাখি ছাই, গুণমণি যদি তোমায় পাই।

২য় কু। কি কারণে অধোবদনে চাওহে একবার বদন তুলে,
শুন্‌লে কথা ঘুচ্‌বে ব্যথা স্বর্গ পাব হাতের তলে।

৩য় কু এলায়ে বেণী ধর্‌বো জটা মাথে,
দয়া করে চাইলে পরে ফির্‌বো সাথে সাথে।

মহাদেব রস কথা আজ বিরস লাগে—
চণ্ডীর হাড়াই চণ্ডি অন্তরে জাগে।
ভিক্ষা দেহ পুরবাসী সারাদিন উপবাসী
আকুল তৃষ্ণায় প্রাণ জ্বলিছে জঠর—

কুচনীগণ। মোরা প্রেম বিলাসিনী
ভাবনা কিসের গুণমণি
দেবো সুধা, ঘুচবে ক্ষুধা রাখবো সুখে দিবানিশি।

মহাদেব। ভিক্ষা দেহ পুরবাসী, সারাদিন উপবাসী
আকুল তৃষ্ণায় প্রাণ জ্বলিছে জঠর

সকলে। সাধে বলে ঝক্‌মারী, সাধ্‌লে পরে পায়া ভারি।
(কুচনীগণের প্রস্থান বালকগণের প্রবেশ)।

বালকগণ। রাখ্‌না ফেলে ধূলো খেলা।
ভস্মমাখা জটাপাকা আস্‌ছে ওই ববম ভোলা।
নেচে নেচে দিয়ে তাল
ববম্ বোম্ বাজায় গাল
কোমরে বাঁধা বাঘের ছাল
ভিক্ষের ঝুলি কাঁদে ফেলা
শিঙ্গে ডুমুর হাতে করে,
টো টো করে বেড়ায় ঘুরে,
চাইতে নারে নেশার ঘোরে,
গলায় হাড়ের মালা।

১ম বা। পাগলা বুড়ো আছো ভাল
আচ্ছা কপালে একবার আগুণ জ্বাল।

২য় বা। নেচে নেচে দিয়ে তাল
ববম্ ববম্ বাজাও গাল,
ডিম্ ডিমাডিম্ ডমরু ধরে
শিঙ্গের সনে বাজাও জোরে।

৩য় বা। চোখ্ ঢুলু ঢুলু সিদ্ধির ঝোঁকে,
ও বুড়ো জল বার কর দেখি জটা থেকে।

৪র্থ বা। খেতে দেবো পেট ভরে
সাপ্ খেলাও যদি ভাল করে।

১ম বা। ঝুলি ভরা সিদ্ধি পাবে
বুড়ো বলদটা চোড়্‌তে দেবে।

সকলে। আঁজ্‌লা পুরে এনেছি ছাই

এসো বুড়ো তোমার গায়ে মাখাই।

মহাদেব। ভিক্ষা দেহ পুরবাসী, সারাদিন উপবাসী,
আকুল তৃষ্ণায় প্রাণ জ্বলিছে জঠর—

সকলে। বুড়ো আজ কেমন ধারা, কথা কইলে দেয়না সাড়া।

(বালকগণের প্রস্থান ও নগরবাসীগণের প্রবেশ)

১ম নগরবাসী। কি কব দৈবের খেলা সন্ধ্যা হয় যায় বেলা
এখনো যাইনি কিছু উদরে কাহার,
কিছু না বুঝিতে পারি, সবে আছি অনাহারী
আজ ফিরে যাহ এস কাল পুনর্ব্বার।

(সকলের প্রস্থান)

মহাদেব। অতি অপরূপ!—
এক কথা সর্ব্ব ঠাঁই, ত্রিভুবনে অন্ন নাই
নিত্য নিত্য ভিক্ষা দিবে কিসের লাগিয়া?
ফিরে গেলে স্বধু হাতে, আকাশ পড়িবে মাথে
গৃহিনী বাঁধাবে গোল কোঁদল করিয়া।
নিত্য নিত্য ঘরে ঘরে, ভিক্ষা কত্তে লজ্জা করে
সরম ভরম গেল কি কাজ বাঁচিয়া!
কি করি কোথায় যাই, কিছু না ভাবিয়া পাই
লক্ষ্মী যদি দয়া করে দেখি সেথা গিয়া।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বৈকুণ্ঠধাম। লক্ষ্মীনারায়ণ আসীন।

সুরবালাগণের গীত।

বিরাজে কমলা সনে
বৈকুণ্ঠ বিহারী হরি।
মন লোভা চারু শোভা
হের হের আঁখি ভরি।
আহা চারু চাঁদ আঁখা
সুশোভিত শিখি পাখা
বামেতে ঈষৎ বাঁকা
শ্রীপতির শিরোপরি।

নয়নের অভিরাম
অনুপম তনুশ্যাম
কিবা সুবঙ্কিম ঠাম
মদন মোহন মরি।
সুবিমল বক্ষস্থলে
কৌস্তুভ রতন জ্বলে
বনমালা গলে দোলে
অপরূপ শোভা ধরি।
অতুলনা অনুপমা
স্থির সৌদামিনী সমা

বাম ভাগে বসি রমা
গোলোক আলোক করি।

বিষ্ণু। কেবলে কমলা—
কামিনী কোমল অতি, মূর্তিমতী দয়াবতী
স্নেহময়ী প্রেমময়ী শান্তি স্বরূপিনী?
যার সৃষ্টি জলস্থল, চরাচর ভূমণ্ডল
সেই শক্তি অংশে জন্ম লভিলা কামিনী!
সেই শক্তি কৃত্তিবাসে, বিনা দোষে কটু ভাষে
আদর্শ রমণী যিনি ত্রিলোক মাঝার!
হৃদে পূর্ণ পরিমল, ফুটে কিগো ফুল দল
কণ্টকিত বৃন্তে কভু শোভার আধার!
সেই হেতু নারী কুল, এত অনর্থের মূল
আদর্শের অনুরূপ হয়ে অবিকল!
উগ্রচণ্ডা শক্তি সমা, রমণী সৃজনে রমা
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল অসুখী কেবল!

লক্ষ্মী। নারী হেতু চক্রপাণী, মানব হইল জ্ঞানী
নারী আছে তাই চলে সকল সংসার।
কামিনী তৃষ্ণায় জল, গ্রীষ্মে ছায়া সুশীতল
মুরারি! মহিমা কি বুঝ তুমি·বল মহিলার।

বিষ্ণু। নারীর মহিমা
পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর, পরম পুরুষ হর
বুঝিতে মানেন হার, আমি কোন্ ছার!
ওই শিব ঘুরে সারা, অঙ্গে ঝরে স্বেদ ধারা
পড়িয়া মোহিনী চক্রে দেখেন আঁধার।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। এস লক্ষ্মী অন্ন দেহ, ফিরিনু সবার গেহ
ভিক্ষা মুষ্টি না মিলিল আছি অনাহারে।

লক্ষ্মী। সরমে সরেনা বাণী, কি কব পিনাকপাণী
অন্ন নাহি মোর ঘরে কি দিব তোমারে।

মহাদেব। লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই, তবে যাব কার ঠাঁই
শুনিলাম এক কথা ফিরে পাড়া পাড়া।

অভাগা যাইবে যেথা, এইরূপ হবে সেথা
"দেখ দেখ লক্ষ্মী আজ হলো লক্ষ্মী ছাড়া।"

এত কষ্ট সদা যার, মরণ মঙ্গল তার
বিধাতা অমর কৈল কি লাগি আমায়।

বিসে প্রাণ নাহি যায়, সাপে মোরে নাহি খায়
কপালে আগুণ আছে কই সে পোড়ায়!

ঘরে গেলে হবে গোল, চণ্ডী কবে কটু বোল
কহ লক্ষ্মী যাই কোথা কি করি উপায়?

লক্ষ্মী। কেন মিছে কর খেদ, এ রহস্য হবে ভেদ
হে শিব কৈলাসে তুমি যাহ শীঘ্র করি।

অন্নপূর্ণা রূপ ধরি, জগতের অন্ন হরি
মহামায়া করেছেন লীলাখেলা মরি!

অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে
বিচিত্র ব্যাপার অতি দেখে হাঁসি আসে।

তোমারে কবার তরে, শুধু আমি আছি ঘরে
সবে গেছে এই আমি চলিনু কৈলাসে।

সংসার সাগরে সেতু, সৃষ্টি স্থিতি সব হেতু
হে শিব! শিবারে হেলা করোনা কখন।

মহাদেব। আজ বড় পেনু ব্যথা, মনে পড়ে পূর্ব্বকথা
প্রলয় পয়োধি জলে পূরিত ভুবন,
আমি বিধি বিষ্ণু সনে, তপে মগ্ন এক মনে
মহাশক্তি শব রূপা হইয়া তখন—
পূতিগন্ধ মাংস গলে, ভাসিয়া কারণ জলে
বিষ্ণুর নিকটে অগ্রে দিলা দরশন,
পচা গন্ধ ঘ্রাণ করি, মুখ ফিরাইলা হরি
ভাসিয়া চলিল শব বিরিঞ্চি যেথায়,
দুর্গন্ধে পাইযা দুখ, চৌদিকে ফিরায়ে মুখ
বিধি হ'ল চতুর্মুখ শক্তির লীলায়।
শেষ বারে মোর ঠাঁই, আমি শিব ঘৃণা নাই
ভাসমান শবে ধরি করিনু আসন!
তুষ্ট হয়ে মহামায়া, হইলেন মম জায়া
শঙ্কর হইল গৃহী শুধু সে কারণ!
কিছু দিনে পেয়ে দোষ ত্যজি গেলা করি রোষ,
কত যে সহেছি দুঃখ নহে অবিদিত।
মৃতদেহ স্কন্ধে করি ? ভ্রমেছি ভুবন পরি
চক্রপাণী চক্রে শেষ হইল্লা ছেদিত,
সে অঙ্গ পড়িল যেথা, ভৈরব হইয়া সেথা
কি বলিব হে কমলা আছি অধিষ্ঠিত!
পুন তপ আরম্ভিনু, হারাধনে ফিরে পেনু,
আবার আনন্দ-ময়ী আইল আলয়।
বলিলাম করে রঙ্গ এস হই এক অঙ্গ
তাহলে আমারে ছেড়ে যাবে না নিশ্চয়।

আধ জটা আধ বেণী, আধ ফণি আধ মণি,
ভাবিনু মিলিত হয়ে বড় ভাগ্যোদয়,
তদবধি ছিল জ্ঞান, শিব শক্তি নহে আন
কিন্তু লক্ষ্মী সে বিশ্বাস আজ হলো লয়।

লক্ষ্মী। হে শিব বুঝেছি—
দেখি অন্নদার ক্রীড়া অন্তরে পেয়েছ পীড়া
শিব শক্তি ভিন্ন নয় যেন সুনিশ্চয়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস—জয়া বিজয়া ও দেব দেবীগণ পরিবেষ্টিত অন্নপূর্ণা।

দেবীগণ। আহা কি অতুল শোভা নিরখ নয়নে!
বিরাজিত বিশ্বেশ্বরী সুখের সদনে।
কনকেরি কোকনদ
তাহে রাখা রাঙ্গাপদ
কমলে কমল শোভে
মধুর মিলনে।

(কোরস) মাতারে মানসে ভকতি-ভরে
আনরে কুসুমে অঞ্জলী পুরে
ত্রিভুবন ময়, আনন্দ উদয়
জয় অন্নপূর্ণা জয় জয় জয়।

কিবা বিভা পরকাশ
পরিধান চারু বাস
মধুর মধুর হাস
বিনোদ বদনে।

(কোরস) গাহরে পবন তপন সোম
গাহরে গহন বিশাল ব্যোম
ধর্ম্ম অর্থ কাম, সুখ মোক্ষধাম
অমিয়া মাখান অন্নপূর্ণা নাম।

পান পাত্র হেম হাতা
কর যুগে ধরি মাতা
আয় কে মিটাবি ক্ষুধা
জুড়াবি জীবনে।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। অন্নদে ! অন্নদে ! অন্ন দাও শীঘ্র করি !
ত্রিলোকের অন্ন হরি, একি খেলা হে শঙ্করী ?
চারি ধার দেখি শূণ্য হে অন্নদে দেহ অন্ন।

অন্নপূর্ণা। তবু ভাল ফিরে এলে, হার মেনেছি তোমায় বলে।
এই এস এস বলি সারাদিন গেল চলি।
ভাল মেনে বিবেচনা, কেঁদে সারা কাত্তিকগণা,
স্থর্য্যি ঠাকুর ডোবো ডোবো কখন রাঁধবো কখন খা'ব
এতক্ষণ যায় ভিক্ষা কত্তে
হু, তাহলে ভাগ্যি মানতুম মেতুম বত্তে।

ধন ধর্ত্তোনা ঘরে দোরে
চিরকাল বেড়াতে হতোনা ভিক্ষা করে।
দুঃখে সুখে বুড়ো বয়সে খেতে পেতে চার্টীঘরে বসে।
ভিক্ষায় যাই বলে যান গোঁসাই জানেন কোথা যান।
দূর কর মিছে ভস্মে ঢালি ঘি
এতে বলে ওঁর কল্লুম কি।
মন বোঝে না তাই বকি মরে
দেখি কি এনেছ ভিক্ষা করে—

মহাদেব। গিয়াছি সকল ঠাঁই ত্রিভুবনে অন্ন নাই।
নব লীলা প্রকাশিতে যদি সাধ ছিল চিতে।
কেন মোরে ভাঁড়াইলে অকারণে দুঃখ দিলে।
হা অন্ন হা অন্ন করে, ফিরাইলে ঘরে ঘরে।
ব্যাকুল করিয়া প্রাণ বরষিলে বাক্য বাণ।
কি দোষ করেছি হেন এত বাম মোরে কেন।
দুর্ব্বিষহ রবি করে সারা আমি ঘুরে ঘুরে
প্রসন্ন বদনে চাও হে অন্নদে অন্ন দাও।

অন্নপূর্ণা। এই ধর শিব যত পার খাও।

(শিবকে অন্ন প্রদান)

মহাদেব। কে বুঝে তোমার তত্ত্ব তুমি তম রজ সত্ত্ব।
অচিন্ত রূপিণী তুমি তুমি অধঃ স্বর্গ ভূমি।
সৃজন পালন লয় তোমা হতে সব হয়।
তোমারি কৌশল বলে বিশ্বরাজ্য শূন্যে চলে।
অনল উজলি জ্বলে, বারিবাহ বারি ঢালে।
রবি শশী পরকাশে, ফুল কুল ফুটি হাসে।

রাত্র দিবা ঋতু ছয় পর্য্যায় ক্রমেতে হয়।
প্রাণ দিয়া বিশ্বময়, সমীরণ সদা বয়।
ধায় সুখে শিলা ভেদি, অবিরাম গতি নদী,
বনস্পতি বসুমতী শস্যশালী ফলবতী—
সারা আমি ঘুরে ঘুরে পঞ্চ মুখে খাব পুরে
হে অন্নদে অন্ন দেরে—

(পুনরায় অন্নদান)

আয়রে কাঙ্গাল আয়রে পাপী
আয়রে অনাথ আয়রে তাপী
ঘুচিল সবের দুখের দায়
আপনি অন্নদা অন্ন বি..য়।

(ভৈরবগণের প্রবেশ)

ভৈরবগণ। মা বলে মধুর স্বরে—
বাবার সঙ্গে, চলনা নাচি গিয়ে ভাবের ভরে।
বম্ বম্ বাবা বাজায় গাল
সর্ সর্ সর্ বাঘের ছাল
লটা পট্ লোটে জটা জাল
ঝর্ ঝর্ ঝর্ গঙ্গা ঝরে।
ঘন ঘন ঘন শিঙ্গের ধ্বনি
ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁপায় ফণি
ঝক্ মক্ জ্বলে মাথায় মণি
মালা দল্ মল্ গলায় করে।

১ম ভৈ। আজ ধাবা ভারি জাঁক্, লোক খাচ্চে লাকে লাক্।

২য় ভৈ। খেলে শুধু রক্ষে হ'ত, খাচ্ছে নেযাচ্ছে যে পাচ্ছে যত।
দেখ্ বাবা যে জিনিস গুণো মা লুটিয়ে দিলে,
ফুরোত না বিশ্ যুগ খেলে।
মার সঙ্গে আঁট্‌তে পারি না,
বুক ফাটেত মুখ ফোটে না!
তুই যদি বাবা দিস্ ছেড়ে,
যে যা নেগেছে তা আনি কেড়ে।

৩য় ভৈ। যা হবার হয়ে গেছে, কেন দুঃখ করিস্ মিচে,
এখন থেকে ঘাঁটি আগলাব,
যে কিছু নেযাবে তার ঘাড় মটকাবো।
আমরা ঘরের ছেলে আমরা সব খাবো
উড়ে এসে জুড়ে বস্‌তে কাউকে কেন দোবো।
মাকে যদি না ভয় কত্তুম, আজ অনেককে টের
পাওয়াতুম্।

মহাদেব। ভৈরবগণ!
তোদের মা দয়ার চোখে,
আপন পর সব সমান দেখে।

৪র্থ ভৈ। আচ্ছা বাবা আমরা ত রোজ খেতে পাই না,
কই তার বেলা ত মার দয়া হয় না?

মহাদেব। আচ্ছা এখন মনের সাধে রোজ রোজ পাবি খেতে।

সকলে। বলিস্ কি বাবা দুঃখের দিন ঘুচে গেল, হ্যাঁ বাবা
তুই ভিক্ষে করা ছেড়ে দিলি?

মহাদেব। হ্যাঁ—

সকলে। হ্যাঁ বাবা দক্ষ রাজা না গিরি রাজা কার বিষয়টা পেলি?

:ম ভৈ। আরে তা নয় মা গেছ্‌লো বাপের বাড়ী,
এনেছে ম্যালা টাকা কড়ি
আর কাঁড়ি কাঁড়ি হাঁড়ি হাঁড়ি
খাবার পাঠিয়েছে আইবুড়ি।

সকলে। মনের সাধে আজ সিদ্ধি খাবো
চল বাবা পেসাদ পাবো।

(মহাদেব ও ভৈরবগণের প্রস্থান কার্ত্তিকের প্রবেশ)।

কার্ত্তিক। মা একি রূপ দেখালি—
এলো থেলো কেশ পাশ, মলিন দুকুল বাস
মা সে বেশ কোথায় লুকালি।
কত কেঁদেছি খাবার তরে,
ত্রিলোকের লোক জড় করে,
অন্ন দিস্‌ আজ অকাতরে,
হ্যাঁ মা এত অন্ন কোথা পেলি।
জান্‌তেম্‌ আমরা দুটি ছেলে,
(আজ) সবাই ডাকে মা মা বলে,
কারে নিবি মা কারে ফেলে,
ওমা একি মায়া করিলি।

(গীত গাহিতে গাহিতে গিরিবাসিনীগণের প্রবেশ)

গিরিবাসিনী। মরি মরি কি মাধুরী—
মা সাধ মেটেনা তোরে হেরে।

(আশে পাশে) রূপের ডালা, সুরবালা
তারা যেন চাঁদে ঘিরে।
কমল ভেবে চরণ ঘিরে,
মধুর আশে অলি ফিরে,
মন বিকাবো, সুখে রবো
থাক্‌ব রাঙ্গা চরণ ধরে।
প্রেমের ভরে হাসলে পরে,
বদন চাঁদে সুধা ঝরে
সাধ মিটায়ে, সুধা খেয়ে
ডাকবো সদা মা মা ক'রে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নলকুবেরের উদ্যানের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ। দুর্গা ও জয়া বিজয়া।

জয়া বিজয়া। আয়্‌রে ও মলয় বায়—
সৌরভ নিবিতো আয়,
বয়ে মরিস ফুলের বাস
কি ছাই তাতে গন্ধ পাস
মাকে একবার ছুঁয়ে যাস্‌
(মার) মন মাতান সুবাস্‌ গায়।

মিছে তুই হাসিস চাঁদ
মিছে ওতোর রূপের ফাঁদ
(মার) দেখ্‌লে চারু চরণ ছাঁদ
সাধ যাবে তোর লুটতে তায়।
বলনা অলি কেন গা'স
কি ধন আসে ফুলের পাশ
বিমল সুধা যদি চাস
আয় বসবি মা'র রাঙ্গা পায়।

দুর্গা। সুমধুর চৈত্র মাস, দশদিক পরকাশ।
আকাশে অষ্টমী চাঁদ, হাসিছে পাতিয়া ফাঁদ।
মধুলোভে মঞ্জু কুঞ্জে, মধুকর সুখে গুঞ্জে।
পঞ্চমে তুলিয়া তান, কোকিল করিছে গান।
চুমিয়া ফুলের কলি, কাঁপাইয়া লতাবলী,
সুমন্দ মলয় বায়, ধীরে ধীরে বয়ে যায়।
ফুল কুল সুবিমল, পরিমলে ঢল্ ঢল্।
শশী সনে সরোবরে, কুমুদিনী কেলি করে।
তীরে লতা তরু সনে, (কান্তা কান্ত দুই জনে)
বিমল সরসী জলে, মুখ দেখে কুতূহলে।
মৃদু সমীরণ ভরে, তুলিয়া হৃদয় পরে.
ললিত লহরী দল, নাচিছে সরসী জল।
চৈত্রমাস চারু অতি, পুণ্যাহ অষ্টমী তিথি,
আজ মোর ব্রত দিন, ভ্রমিয়া ভুবন তিন,
চল দেখি ঘরে ঘরে, কে কোথা পূজিছে মোরে-

জয় গীত বাদ্য ধ্বনি, অদূরে উথলে শুনি—
জানিস্ কি জয়া
এত ঘটা আড়ম্বরে, কে আমার পূজা করে ?

বিজয়া। পূজা নহে ঠাকুরাণী, ওরে আমি ভাল জানি
কুবেরকুমার নল, সঙ্গে নিয়ে বামা দল
বসন্ত উৎসবে মাতি, প্রমোদে পোহায় রাতি!
ধন গর্ব্ব বড় মনে, নাহি মানে কোন জনে,
গুরু লঘু নাহি বোধ, নাহি রাখে উপরোধ,
মধুপানে জ্ঞান হত, (ও) আবার পালিবে ব্রত!
কেন মিছে কাছে যাবে, অকারণে লজ্জা পাবে।

দুর্গা। মোর পর্ব্ব অবহেলি, নারী লয়ে করে কেলি
মত্ততা ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব, ঘুচাব, করিব খর্ব্ব
মায়াতে আবরি কায়, আয় জয়া যাই আয়।

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

নলকুবেরের প্রমোদ কানন।

নলকুবের ও অপ্সরাগণ।

অপ্সরাগণ। হাসি, হাসি, কিরণ রাশি
ঢালছে শশী গগন ছেয়ে,
(হরে) ফুলের মধু মৃদু মৃদু,
মলয় বায় যায়লো বয়ে।
সমীরে ধীরে নীরের কোলে,

ঘোমটা খুলে দেখলো দোলে
কুমুদিনী কুতূকিনী চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে
সুবাসে সখী মন মাতায়,
ভ্রমর কুল গুন গুনায়,
যার সঙ্গে যার প্রাণ চায় সে আছে (সই) তারে লয়ে।

প্রথম অপ্সরা। দেখ সখী সরোবরে—
আঁখি যুগে অশ্রু ধারা, কমলিনী কেঁদে সারা
ভানুর বিরহে বালা অতি বিষাদিনী।

নলকুবের। কমলিনীর ঝরে আঁখি, ক্ষতি বৃদ্ধি তাতে কি
কিহেতু নীরব হ'লো ও সুরবসার—
চিত বিনোদ গানে, প্রমোদ মদিরা প্রাণে
ঢাললো রূপসীকুল আবার আবার।

অপ্সরীগণ। দেখ্‌লো সখী সরোবরে,
মলিনী নলিনী ধনী ভাস্‌ছে আহা বিষাদ ভরে।
কাছে কত্তে আনা গোনা
যত বালা করে মানা
'ও কমল মধু দেনা'
অলি বলে তত সোহাগ করে।
সমীর গিয়ে সুধা. চায়,
হেসে চাঁদ দিচ্চে সায়,
কুল মান কি রাখা যায়
(আহা) এমন করে লাগলে পরে।

(দুর্গা ও বিজয়ার প্রবেশ)

দুর্গা। হে নল! এ তব কেমন রীতি,
আজি শুভ দিন অষ্টমী তিথি
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামনা প্রদ,
পাশরি পবিত্র অন্নদা ব্রত,
মধুপানে মত্ত পশুর মত,
কলুষ আচারে কি লাগি রত?
নিরখি চন্দন কুসুম মালা,
নানা দ্রব্যে পূর্ণ কনক থালা
এ সব না দিয়ে মায়ের পায়
প্রেতভোগ্য কর কি লাগি হায়?

নলকুবের। আরে আরে অনুচর শীঘ্র এরে বধ কর
আমি কুবেরের ছেলে ইন্দ্র মোর ভয়ে চলে
আমারে দুর্ব্বাক্য বলে?
বামনে বাড়ায় হাত ধরিতে গগন চাঁদ!
অন্নদারে ভাল জানি, তার স্বামী শূলপাণি
দিনে আসে তিনবার, ভিক্ষাহেতু মোর দ্বার।
কুবেরের ধন কথা, ত্রিভুবনে যথা তথা
লক্ষ্মী মোর ঘরে বাঁধা।
কথা শুনে অঙ্গ জলে, আমারে পূজিতে বলে
অর্থ হেতু অন্নদায়, সিন্ধু কবে বারি চায়?
মরুভূমি বালুকায়? নিজে নাহি খেতে পায়,
গিরি গুহা যার ধাম
সে আবার দিবে
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ কাম।

কে আছিস্‌রে শীঘ্র আয়—

দুর্গা। এত দর্প দুরাচার, সৃষ্টি স্থিতি মূলাধার
মহাদেবে 'কটু ক'স দিব্য লোক যোগ্য ন'স
মূঢ় নর রূপ ধরে, জন্ম নিবি ধরা পরে—

নলকুবের। একি একি—
কোথা সে মধুর রাতি, কৈসে চন্দ্রিকা ভাতি,
কৈসে মধুর বায়, কৈ পাখী আর গায়
কৈ সে ফুলের হাসি, (একি) অন্তরে অনল রাশি
সহসা উঠিল জ্বলে, দৃষ্টি আর নাহি চলে!
ত্রিলোক তিমির ময়, চৈতন্য হতেছে লয়!
অহো সে নির্ঘাত কথা—
কেমনে পাইব ত্রাণ, কর দীনে কৃপা দান;
মঙ্গল কলসে হায়, ভেঙ্গেছি চরণ ঘায়।
(দেবী) ঘুচাও দাসের ভয়, দেহ দীনে পরিচয়
ইন্দ্রানী—ইন্দিরা হবে, (নানা) বুঝিয়াছি অনুভবে
আপনি অন্নদা এসে, ছলিলেন ছদ্ম বেশে!
দেবী দূর কর রোষ, দাসের নিওনা দোষ,—

ওমা কেন দোষ নিলি—
প্রাণের গতি, মনের মতি তুইতো মা সকলি।
যেমন চালাস তেমনি চলি,
ওমা যা বলাস্ তাই বলি,
ফেরাস ঘোরাস্ যেমন চাস্
যেন খেলার পুতলী।

কেন দীনে ছলতে এলে, তাইতো দাসের দোষ পেলে
অজ্ঞানে করেছি পাপ, দাও দেবী অন্য শাপ
রোগ শোক, মৃত্যু, জ্বরা, পাপ তাপে পূর্ণ ধরা
পাতকীর মাঝে পড়ে, আরো পাপ যাবে বেড়ে।
পৃথিবীর নামে ডরি, ক্ষম দাসে ক্ষেমঙ্করী।

দুর্গা। হে নলকুবের,
ত্যজ তুমি মনস্তাপ, তোরে নাহি ছুঁবে পাপ
ভবানন্দ নাম ধরে, জন্ম নিবি ধরা পরে।
মোর বড় ভক্ত হবি, মর্ত্ত্যে পূজা প্রকাশিবি।

নলকুবের। পাপে পূর্ণ মর্ত্তভূমি, কলুষ দ্বেষিণী তুমি
পাতকী নরের ঘরে, কেন যাবে মোর তরে!

দুর্গা। ভয় নাই—
ধন্য তুই হবী ভবে, তোর প্রতি দৃষ্টি রবে
শুক্ল চৈত্র অষ্টমীতে, অবতরি অবনীতে,
তোর কাছে পূজা লব, তোর বংশে অচলা হইয়া রব।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীধাম মহাদেব যোগে মগ্ন।

মহাদেব। (ধ্যান ভঙ্গ) একি! কোথা হতে—
স্বর্গীয় সৌরভ ভার, আমোদিল চারি ধার?
প্রসন্ন হইল দিক, পিযূষ ঢালিল পিক।

অলি কুল সমাকুল, ফুটিয়া উঠিল ফুল।
কল নাদে তুলি তান, বরুণা গাইল গান।
গগনে ধরিল রবি, শান্ত স্নিগ্ধ চারু ছবি।
বনস্পতি লতাবলি, দিল সবে পুষ্পাঞ্জলি।
ত্রিদিব বাজনা বাজে, হৃদয় হরষে নাচে!
মঙ্গল নিমিত্ত সব, হেরে হয় অনুভব,
দয়া হ'ল অন্নদার, ফল পাব তপস্যার।
বরাভয় প্রদ হাসি, বিলোচনে পরকাশি,
চতুর্বর্গ ফল প্রদা, ঐ যে আসিছে অন্নদা।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। কেন কৃত্তিবাস,
বরষায় বৃক্ষতলে, শীতে সরসীর জলে,
নিদাঘে অনল কুণ্ডে, উর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে,
সর্ব্বলোক সুদুস্কর, কঠোর তপস্যা কর?
সমাধি সম্বর হর, মনোনীত মাগ বর।

মহাদেব। দিবে যদি বর দান, হও আসি অধিষ্ঠান,
অন্নপূর্ণা রূপ ধরি, কাশী মাঝে কৃপা করি,
কাশীতে আসিয়া রও, কাশীশ্বরী নাম লও।
কৈলাস সমান কাশী, স্পর্শে যায় পাপ রাশি।
জীব হেথা মৃত্যু পরে, মোক্ষ পায় মম বরে।
অতি পুণ্যময় স্থান, সদা সুখে বহমান,
পুণ্যদা বরুণা অসি, তাই নাম বারাণসী।
আছে হেথা জ্ঞানবাপী, যাহে ত্রাণ পায় পাপী।
মন্দিরে শোভিত বাট, দশাশ্বমেধের ঘাট.

চৌষট্টী যোগিনী আর, ধ্রুব মণিকর্ণিকার।
সুখ শান্তি বিধায়িনী, পুণ্যতোয়া পুষ্করিণী।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
মোক্ষ পদ করি আশ, সবে কাশী করে বাস।
ভূতলে অতুল ঠাঁই, সব আছে অন্ন নাই—
জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী
অবতীর্ণা হও আসি, প্রকাশ করহ কাশী।

দুর্গা। তথাস্তু!
অন্ন কষ্ট হাহাকার, কাশীতে না রবে আর,
কাশীতে যাবৎ সৃষ্টি, রবে মোর কৃপা দৃষ্টি।
অধিষ্ঠান আয়োজন, শীঘ্র কর ত্রিলোচন।
কাশী বাসী দুখ নাশি, রব আমি হেথা আসি।

মহাদেব। এতদিন—
হে বরদে! বিশ্বমূল, সৌরভ বিহীন ফুল,
কান্তি শূণ্য শশী সম, আছিল এ কাশী মম,
আজ হ'তে হ'ল ধন্য, তীর্থ মাঝে অগ্রগণ্য।

(দুর্গার প্রস্থান, মহাদেবের কিয়ৎকাল ধ্যান নিবিষ্ট হওন ও
বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ)

বিশ্বকর্ম্মা। দেব! কি হেতু স্মরিলে দাসে?

মহাদেব। বাছা তুই শিল্পী বড়, অন্নদার হেতু গড়,
ভূষিয়া স্বর্গীয় সাজে, দিব্য পুরী কাশী মাঝে।
ভাল স্থান বাছি নিবে, চৌদিকে প্রাচীর দিবে।
যাও শীঘ্র গড় গিয়া, বিচিত্র প্রস্তর দিয়া,
দেউল—আকাশ ভেদী, মধ্য ভাগে রত্নবেদী,

পদ্মাসনে বেদী পরে, পান পাত্র হাতা ক'রে
কোটী শশী জিনি শোভা, জগ-জন-মন-লোভা,
স্থাপিবে যতন করি, অন্নদা প্রতিমা গড়ি।
প্রবালে গড়িবে পদ, মাণিকে মণ্ডিবে চ্ছদ,
অন্নদার অষ্ট অঙ্গে, রত্ন রাজি দিবে রঙ্গে।
ত্রিভুবন পরকাশি, উজলিবে রূপ রাশি।

বিশ্বকর্ম্মা। দেব! দিলে বড় গুরু ভার,
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ব্রহ্মাণ্ড সৃজন যাঁর
বল দেব কি করিয়া, তাঁর স্রষ্ট দ্রব্য দিয়া,
ক্ষুদ্র কায় প্রতিমায়, এ দাস গড়িবে তায়?
কূপ কি দেখাতে পারে, ক্ষুদ্র প্রতিবিম্বাকারে,
সহ গ্রহ তারা রবি, বিশাল শূণ্যের ছবি?
কোটি কল্প কাল ধরি, কঠোর তপস্যা করি,
যোগী যারে নাহি পায়, মম ক্ষুদ্র কল্পনায়,
অচিন্ত রূপিনী মায়,
কহ দাসে চন্দ্রচূড়, কেমনে ভাবিবে মূঢ়।

মহাদেব। বিশাই ভয় নাই, অন্নদার কৃপা ও আমার বরে তুই নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবি।

বিশ্ব। দয়াময় তা হ'লে ভাবিব মনে বড় ভাগ্যোদয়।

(বিশ্বকর্ম্মার প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশী রাজপথ।

দূরে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

যাত্রীগণের প্রবেশ।

যাত্রীগণ। চল চল কাশী মাঝে যাব।
সেথা অন্নদা দেবেন অন্ন আনন্দেতে খাব।
জ্ঞানব্যাপীর কূলে রব
মণি কর্ণিকার ঘাটে না'ব
শিবের বরে শিব হ'ব
ম'লে পরে মোক্ষ পা'ব।

(যাত্রীগণের প্রস্থান জনৈক ভক্ত-বিবেকের প্রবেশ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাশীপুর প্রহরী ভৈরব দূতের প্রবেশ)

ভক্ত। আমার মন মাটিতে ভক্তি বীজ রোপা হ'ল দায়,
সেথা, ছটা পাখীতে বাদ সাধে গো,
সব লুটে পুটে খায়।
একে নীরস পতিত জমী
কুগাছার তায় নাইকো কমী
আবার দাবানলে সদাই জ্বলে
হুতাশ পবন বয়ে যায়।

ভক্ত হেথা সেথা সকল ঠাঁই
শান্তির আশে ছুটে যাই
কই শান্তি কই পাই

শান্তি শান্তি কোথাও নাই!

ভৈ-দুত। এস পান্থ কাশীপুর
দুখ জ্বালা হবে দূর
পাপ তাপ ঘুচে যাবে
শান্তি পাবে মোক্ষ পাবে।

ভক্ত। আমি শান্তি দাতায় দেখ্‌তে চাই, বল তাঁরে কোথায় পাই

ভৈ-দুত। ঐ মন্দিরের মাঝে, বিশ্বেশ্বর সদা বিরাজে—
সর্ব্বস্রষ্ঠা শিবের ঠাঁই, চল্‌ তোরে নিয়ে যাই।

ভক্ত। ফুল বলে হেসে হেসে,
যা চলে দুর সুদূর দেশে,
আমার মতন যাঁর বাস্
আমার মতন যাঁর হাস,
তাঁরে যদি দেখ্‌তে পাস্
তবেই তোর মিট্‌বে আশ।
ঘুরে ঘুরে হ'লুম সারা
কই পেলুম তেমন ধারা।
গা বেয়ে যার ঝরে নদী,
বলে গিরি—গগন ভেদী,
আমার চেয়ে মহান্ আরো,
ঘুরে ঘুরে সন্ধান করো;
দয়া মায়া স্নেহে ভরা
তাঁরো গায়ে ঝরে ধারা—
তাঁরে যদি দেখ্‌তে পাস্
তবেই তোর মিট্‌বে আশ।

ঘুরে ঘুরে সারা হলুম
কই তাঁরে কই পেলুম।
(কেউ বলে) কেন মিছে মরিস্ ছুটে,
হেথা সেথা সব ঘুঁটে।
চারি ধারে ওরে পাপী
আছেন সেই সর্ব্বব্যাপী।
আমি দেখি চারি ধার
শূন্যময় অন্ধকার!
কেউ বলে তিনি নিরাকার
কেউ পায়না দেখা তাঁর!
নানা মত নানা মুনী,
কোন্‌টা করি কোন্‌টা শুনি?

ভৈ-দূত। রাখ ফেলে তোর ভাবের খেলা,
শোন্ আমি সেই শিবের চেলা,
ফিরি শিবের পাছে পাছে,
ছায়ার মতন থাকি কাছে,
গোলমাল সব ঘুচে যাবে,
যা চাচ্চ তা দেখ্‌তে পাবে।

ভক্ত। রস, রস,—
এ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি যাঁর
সেই সর্ব্বব্যাপী সারাৎসার,
কথা শুনে হাসি পায়.
ঐ মন্দিরে নাকি কুলোয় তাঁয়!
মিছে দিন যায় গো বয়ে

কি হবে মিছে কথা কয়ে।

(যাইতে উদ্যত)

বৈ দূত। তোমার এম্নি বুদ্ধি বটে—
ভাঙচো পায়ে মঙ্গল ঘটে!
পরেশ মণি পাথর বলে,
হেলায় তুমি হারিয়ে গেলে!
কাশীছাড়া কোন ঠাঁই
মো'লে পরে মোক্ষ নাই।

ভক্ত। কেন?

বৈ দূত! কাশী ঠাকুরের অতি প্রিয়স্থান।

ভক্ত। (সহাস্যে) এক আকাশে রবি শশী
কিরণ কি দ্যায় কম বেশী?
জলধর ধরাতলে
কম বেশী কি ধারা ঢালে?
অনু হতে মহা মহান
সবারে তিনি দেখেন সমান।
ভক্তি থাক্‌লে কোশার জলে
গঙ্গাস্নানের ফল ফলে;
(আমার) গিরি মাত্রে হিমালয়
জ্ঞানবাপী জলাশয়
(আমার) সব শিলা শালগ্রাম
যেথা যাব সেথা কাশীধাম।

(প্রস্থান)

ভৈ-দূত। বাস্তবিক কথা; কাশী ছাড়া অন্য কোন স্থানে যদি একজন প্রকৃত ভক্তের মৃত্যু হয় তাহলে কি তার মুক্তি হবে না? ঠাকুরকে একথা জিজ্ঞাসা করে রাখ্‌তে হবে।

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

অন্নপূর্ণার মন্দির।

জয়া বিজয়া চামর ব্যজনে নিযুক্ত, দেবদেবীগণ ও মহাদেব।

দেবীগণ। (সবে) নিরখ নয়ন ভরি

সুখদা অন্নদা মা'রে পদ্মাসনপরি।

কোটী শশী পরকাশি

উজলিছে রূপরাশি

সুধাধরে ঝরে হাসি

বরাভয় দান করি।

(কোরস) জয় অন্নপূর্ণা জয়,

তুমি দেবী সর্ব্বময়

সৃজন পালন লয়

তোমা হতে সব হয়।

মোহন মুকুট মাথে,

মধু হাসি মুখ চাঁদে,

হরিষে হরের হাতে

পরমান্ন দেন পুরি।

(কোরস) কত হরি কত হর
কটাক্ষে সৃজন কর
অচিন্ত রূপিনী হও
বেদের গোচর নও।

জয়া। ধন্য পুণ্য চৈত্রমাস, অন্নপূর্ণা সুপ্রকাশ
ঘুচিল মনের মলা, জুড়াল জীবের জ্বালা।
আহা কি আনন্দ দিন, উল্লাসে ভুবন তিন,
আলোকিত বনস্থলী, মঞ্জরীল লতাবলী
বিকসিত ফুল কলি, সমীরণে পড়ে ঢলি,
গুঞ্জরিছে কত অলি, জয় অন্নপূর্ণা বলি।
পাখী কুল পুলকিত, সুখে গায় সুললিত,
কুসুমিত কুঞ্জে বসে, অন্নপূর্ণা জয় ঘোষে।
ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে, দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে
সমীরণ সুখে কয়, জয় অন্নপূর্ণা জয়।
কলনাদে স্রোতস্বতী, সঘনে সরিৎ পতি
উচ্চরবে উর্ম্মিতুলে, জয় অন্নপূর্ণা বলে।
জয় জয় শব্দ মুখে, দেব দেবী দিব্যলোকে
অতল পাতালে নাগ, মুনি ঋষি মহাভাগ
নর নারী সমস্বরে, "জয় জয় রব করে"
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠান্, পুলকে পুরিত প্রাণ—
আনন্দ হিল্লোলে ধায়, সবে সুমঙ্গল গায়।
অপরূপ চারুদৃশ্য প্রেমানন্দে পূর্ণ বিশ্ব।

দেবীগণ। শোভা ধরে, থরে থরে,
হাস্‌রে ফুটে ফুলের কলি
মধু পিয়ে, মন মাতিয়ে
মনের সাধে গারে অলি
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠান,
বিহগ গারে মঙ্গল গান
পবন প্রেমে পূরিয়া প্রাণ
(ঘরে ঘরে) সুতান ব'য়ে যারে চলি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সনক মুনির আশ্রম সনক মুনি ও শিষ্যগণ।

জীব সদা শিব নাম জপনা।
শিব ময় শিব নামে অশিব রবে না।
শিব শিব সদা বলে
শান্তিধামে যারে চলে
শিব নাম মুখে নিলে
শমন ভয় থাকে না।

(কোরস) বম্‌ বম্‌ হর হর বিঘ্ন হর বিশ্বেশ্বর।

(শিষ্য সঙ্গে ব্যাসদেবের প্রবেশ)

ব্যাস। হে মুনি-মণ্ডলী, 'বম্‌' 'বম্‌' বলি
কি লাগি করিছ সবে গ'ল বাদ্য গান ?
শিব তমোময়, কভু পূজ্য নয়

শিবের কি শক্তি দিতে অনন্ত নির্ব্বাণ ?

ভস্ম মাখে গায়, শশ্মানে বেড়ায়
ভাঙ্গড় পাগল শিব নাহি কিছু জ্ঞান !
কর হরিনাম, পাবে মোক্ষধাম
জীবের জীবন হরি নিখিল নিদান।

সনক। কিরূপে কহিছ ব্যাস, হেন অসঙ্গত ভাষ
সর্ব্ব শাস্ত্র পড়ি রচি আঠার পূরাণ,
জেনে তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ হরি হরে কর ভেদ
শিব নিন্দা কর যদি যাহ অন্য স্থান।
দেব দেব শূলপাণী, তারে কহ কটু বাণী
পড়িবে হরের কোপে হও সাবধান !
ক্রুদ্ধ হয়ে কৃত্তিবাস, দক্ষ যজ্ঞ কৈল নাশ
"ছাগমুণ্ড" হল দক্ষ নিন্দিয়া ঈশাণ—

ব্যাস। অনুক্ষণ তনু ক্ষীণ, দিন দিন আয়ু হীন
আসার চিন্তনে কাল কি লাগি কাটাও ?
সিন্ধু ত্যজি সরোবরে, ঝাঁপ দাও রত্ন তরে
পারিজাত পরিমল বনফুলে চাও !
শাস্ত্রের বচন এই, 'পূজ তারে পূজ্য যেই'
অন্যের সেবনে হয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম
সত্য শুধু হরিনাম চতুর্ব্বর্গ ধাম।
হরি পূজ হরি ভজ, হরি পদে সদা মজ
সর্ব্বদেবময় হরি তাঁহারে ভুলনা—
নাহি রবে রোগ শোক, অন্তে পাবে দিব্যলোক
হরির চরণে কেনী স্মরণ লওনা

হরিবোল হরিবোল বলরে রসনা—

সনক। 'হর পূজা যোগ্য নয়' একথা প্রত্যয় হয়
যদ্যপি কহিতে পার কাশীমাঝে গিয়া।
সেথা আছে শৈব্যগণ, সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ
তাহলে ভজিব হরি হরে তেয়াগিয়া—

ব্যাস। কাশী কেন—
যেথা বল সেথা যাব, গিয়ে মুক্ত কণ্ঠে কব
হরি সার হরি সত্য হরি বিশ্বপাতা,
হরি বই কেহ নাই আর মোক্ষদাতা।

শিষ্যগণ। বেশ কথা, এখানে বল্লে কি হবে কাশী চল তার পর বুঝা যাবে।

(সকলের প্রস্থান পট পরিবর্ত্তন। কাশী রাজপথ কাশী বাসী বৈষ্ণবগণের প্রবেশ)

বৈষ্ণব। আজ অতি সুপ্রভাত, ভক্ত বৃন্দে লয়ে সাথ
ওই ব্যাস তপোধন, করে নাম সংকীর্ত্তন
মুখে হরি হরি বোল, ঘোর রোলে বাজে খোল
গদ গদ ভাব ভরে, প্রেম ধার চক্ষে ধরে।
কীর্ত্তনে ঢালিয়া কায়, সবে গড়া গড়ি যায়
কেহ তোলে কেহ ধরে, ঊর্দ্ধ বাহু নৃত্য করে।
দ্রুত পদে আয় চলে, নাচি গিয়ে হরি বোলে।

(কাশীবাসী শৈবগণের প্রবেশ)

শৈব। কে বলেরে হরিবোল, কেন এত গণ্ড গোল?
সাদা সাদা থাবা থাবা অঙ্গে পৃষ্ঠে বাঘ ছাবা
মস্ত মস্ত ফেঁটা কাটা, কটীতে কৌপীন আঁটা

কমণ্ডলু করতলে, তুলসীর কণ্ঠী গলে
বিটেল বৈষ্ণব গুলো, কোথা থেকে মত্তে এলো?
কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে, হর ছেড়ে হরি বলে!
শিবস্থান এই কাশী, বৈষ্ণব হেথায় আসি
অবাধে বলিবে হরি? আয় সবে ত্বরা করি
বরুণা অসির জলে, ডুবাই বৈষ্ণব দলে।

বৈষ্ণব। বৈষ্ণবে হিংসিতে পারে, কেবা হেন ত্রিসংসারে
কি ছার বরুণা অসি, সিন্ধুজলে যদি পশি
অদ্রি হতে—অভ্রভেদী, ঝাঁপ দিয়া পড়ি যদি
গরল যদ্যপি খাই, বৈষ্ণবের মৃত্যু নাই।
বৈষ্ণবের সঙ্গে বাদ, যমালয়ে যেতে সাধ।
ওরে মূঢ়! শিব স্বধু থাকে কাশী, কিন্তু হরি অবিনাশী
সর্ব্ব স্থলে—চরাচরে, সর্ব্বভূতে—মরামরে!
শোন শৈব মহাপাপী, হরি মোর সর্ব্বব্যাপী!
হরি বলে প্রাণ ভরে, বিষ্ণু ভক্তে যম ডরে।
ভবসিন্ধু তরে যাবি, মলে পরে মোক্ষ পাবি।
শান্তি ধাম হরিনাম, কর মন অবিরাম
হরিবোল হরিবোল!

শৈব। মুক্তি চাস্ ত যুক্তি ধর, হরি ছেড়ে বল হর।
বলি হরি ত সেই নন্দের ছেলে, যারে বলতো 'কেলে কেলে'
যার জন্যে বৃন্দাবন, হয়েছিল জ্বালাতন।
(আহা) দেবতাটী ছিল ভাল, বর্ণ ছিল নিভাজ কাল,
মাথায় বাঁধতো ময়ুর পাখা, চাল চাউনি ছিল বাঁকা।
কাঁধে ফেলে ছাদন দড়ি, হাতে করে পাচন বাড়ি

গরু নিয়ে বেড়াত ছুটে, বাড়ী বাড়ী বেচতো ঘুঁটে।
গুণ তাঁর ছিল কত, বৃন্দাবনের নারী যত
কাপড় চোপড় রেখে কূলে, নাইতে নাম্‌লে নদীরজলে
ঐ হরি গিয়ে পাছে পাছে, কাপড় নিয়ে উঠতো গাছে
হরিত সেই বংশীধারী, যে বাঁশীতে ডেকে ব্রজনারী
সারা নিশি তাদের সঙ্গে, কেলী কত্ত রসরঙ্গে।
দোষ ছিল একটু খালি, মামার কুলে দিয়ে কালী
করেছিল নাগরালী (বলি) হরিত সেই বনমালী?
ধড়া পরা ননী চোরা, ভ্যালা দেব্‌তা পেয়েছিস্ তোরা

বৈষ্ণব। আর তোদের—

ঠাকুর তো ববম ভোলা, খায় ভাং ধুতুরো সিদ্ধিগোলা
ভূত প্রেত ভয়ঙ্কর, সঙ্গে ফিরে নিরন্তর।
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখে, শশ্মানে মশানে থাকে।
তেল অভাবে মাথায় জটা, বাঘের ছাল কোমরে আঁটা
দিনান্তে পায়না খেতে, ঘর চালায় মেগে পেতে।
শিঙ্গে ডুমুর হাতে ধরা, হাড়ের মালা গলায় পরা
মাগের খায় মুখ নাড়া, তবু যায় কুচনী পাড়া।
ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে, সাঁপ খেলায় ঘরে ঘরে।
বুড়ো বলদে বেড়ায় চড়ে, নাম কল্লে লক্ষ্মী ছাড়ে।
নেশাতে কেবল দড়, হর তো দেব্‌তা বড়।

শৈব। থাম বলচি

বৈষ্ণব। সত্যি বল্‌বো তাতে ভয় কি?

শৈব। এ বারাণসী শিবের পুরী, এখানে খাট্‌বে না জারি জুরী।

বৈষ্ণব। শিব আবার দেবতা, তার আবার পুরী—

শৈব। কাশীর ঈশ্বর হয়ে, কাশীতে দাঁড়িয়ে নিন্দে করে
ব্যাটাদের দেখ্‌ছি বড় বাড়, মারের চোটে ভাঙ্গবো হাড়
দে ব্যাটাদের টিকি কেটে, নে ব্যাটাদের তেলোক চেটে
(বৈষ্ণবকে আক্রমণ)

বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের গায়ে হাত, শিঘ্‌ঘির যাবি অধঃপাত
(আক্রমণ রোধকরণ)

শৈব। হুঁ ব্যাটা আবার করে জোর, দফা রফা আজ
করবো তোর
(পুনরায় আক্রমণ)

বৈষ্ণব। তবেরে নেশাখোর?
(পরস্পর আক্রমণ)

শৈব। গা'ময় ব্যাটাদের তেলক দাগ, ব্যাটারা যেন চিতেবাগ
ব্যাটাদের আজ ছাল ছাড়িয়ে নেবো, প্রভুকে পরতে দেবো

(সকলের প্রস্থান। হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শিষ্যগণ
সঙ্গে ব্যাসদেবের প্রবেশ)

(তোরা) কে প্রেম্ নিবিতো আয়
(আমার) প্রেম্ ব্যাপারি প্রেমের হরি,
প্রেম্ বিলায়ে যায়।

বীণা যন্ত্রে সুতান্ দিয়ে
নারদ মুনী যে নাম্ গেয়ে
আপ্‌না হারা পাগ্‌ল পারা
(আহা) হরিনামে মন্ এম্নি মাতায়।
পিয়ে সেই প্রেমের্ বারি,

"সর্ব্বত্যাগী জটাধারী,
শিব হলেন্ শশ্মান্ চারী
ভষ্মরাশি মাখেন্ গায়্
প্রহ্লাদ প্রেমে যে নাম্ ডেকে,
ভাসলো জলে পাষাণ বুকে,
ধ্রুব গেল ধ্রুবলোকে
(আহা) ভক্তে হরি রাখেন্ মাথায়
প্রেম্ ময় নামটী তাঁর্,
প্রেমের্ খেলা বুঝা ভার্,-
চরণ্ ধরে শ্রীরাধার্
সাধলেন্ নিজে প্রেমের দায়্
বাহু তুলে হরি বলে,
নেচে নেচে আয়্ রে চলে,
কালের্ ভয় যাবে চলে
স্মরণ্ নিলে সেই রাঙ্গা পায়্

বৈষ্ণবগণ। ঠাকুর !
বহুদিন পরে আজ জুড়াইব প্রাণ
শুনিয়া শ্রীমুখে তব হরি গুণ গান।
মিনতি মোদের এই রাখ তপোধন
কহ কহ কৃষ্ণকথা করিব শ্রবণ।

ব্যাস। বাপু গো—
প্রাচীন হয়েছি বড়, জরাজীর্ণ কলেবর,

কণ্ঠের নাহি সে স্বর
সুখে বৎস তুলি তান, কর হরি গুণগান।

বালক। ঠাকুর ভাল মন্দ জানি নাই—
আমি আপন ভাবে নাচি আমি আপন ভাবে গাই।

গোলক পরিহরি—
কি খেলা খেলিলে হরি গোকুলে অবতরি।

ভক্তি বশে বিকাইলে, যশোদারে মা বলিলে
ছলে মুখে দেখাইলে, বিরাট মূরতি মরি।
মোহবশে নাহি জানি, ক্রোধ করি নন্দরাণী
বাঁধিত যুগল পাণী, নবনী করিলে চুরী।
ভক্তের কাছে বাঁধা হরি।
হরিবোল, হরিবোল, হরি।
বাজায়ে মোহন বেণু, প্রভাতে লইয়া ধেনু
শ্রীদাম সুদাম সনে, গোষ্ঠেতে ভ্রমিতে ফিরি।
রাধা সনে নিধুবনে, লইয়া গোপিনী গনে
বিহরিতে সুখমনে, বৃন্দাবন আলো করি।
প্রেমময় তুমি হরি।
বিনাশিয়ে কংসরায়, রাজা হ'লে মথুরায়
বামেতে বসিল হায়, কুব্জা হ'য়ে পাটেশ্বরী।
কত খেলা খেল হরি

ব্যাস। শুন শুন কাশীবাসী, কহি সরোষ্কার
দেবের দেবতা হরি সবাকার সার।

হরি বিনা মোক্ষ দাতা কেহ নাহি আর।
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম, অর্থ কাম
হরি বিনা গতি নাই পেতে মোক্ষ ধাম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সর্ব্ব বেদে সত্য শুধু হরি
হরির স্মরণ লও সব পরিহরি।
অস্থিমালী জটাধারী ভুজঙ্গ ভূষণ,
দিগম্বর কদাচারী বৃষভ বাহন,
বিভূতি ভূষিত কায় সদা তমোময়,
ভাঙ্গড় পাগল শিব পূজা যোগ্য নয়।
শ্মশানে মশানে থাকে নাহি কোন জ্ঞান
কেন কাশীবাসী কর শিবের সম্মান ?
ভবের ভাবনা ভুলি বিষয় কামনা
দিবানিশি হরিনাম কররে রসনা
হরিবোল, হরিবোল—

(নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। ওরে রে ব্রাহ্মণা! তোর এত অহঙ্কার
দেবের দেবতা হয়ে নিন্দ বারে বার ?
ব্রহ্ম বধ মহাপাপ,
রে পাপাত্মা তাই তুই পেলি পরিত্রাণ
কিন্তু অন্য শাস্তি তোর করিব বিধান—

(ত্রিশূল দ্বারা ভুজস্তম্ভ ও কণ্ঠরোধ করণ

১ম শৈব। বাছার যে বাক সরে না, যাদুর যে আর হাত নাবে না
বৈষ্ণব। মর ব্যাটারা প্রভুর ভাব এয়েচে—
২য় শৈব। ভাবের তো 'ভ' দেখ্‌চিনে বোধ হয় অক্কা পেয়েছে

৩য় শৈব। হাতে হাতে ফল্ লো ফল
ও ঠাকুর আর একবার হরি বল্।
কেমন বুড়ো অমন করে নিন্দে আর করবি হরে?
ঊর্দ্ধ বাহু বাক্যি হরা হয়ে রইলি জ্যান্তে মরা!
চোকের জলে বুক যাচ্ছে ভেসে
কোথায় হরি রাখুক এসে।

১ম শৈব। একেবারে ফরসা, রাখ্‌বে আর কি—

২য় শৈব। সত্যি নাকি যা হ'ক ব্যাটা বড় তরে গেল, কাশীতে
মরে ফাঁকী দিয়ে শিব হল।

(শৈবগণের প্রস্থান, বৈষ্ণবগণের ব্যস্ত ভাবে ইতঃস্তত
ধাবমানও বিষ্ণুর প্রবেশ;

বিষ্ণু। হরি হর মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে ভাবে সেই ভক্ত ধীর।
জেনে আগম নিগম বেদ
কেন অভেদে করিলে ভেদ ওগো তপোধন।
হরি হর ছাড়া কভু নয়,
হরি হর যুগলরূপে সদা রয়,
মুনি গো জানিও স্থির।
আধ বনফুল আধ হাড় মাল
পীত বসন আধ, আধ বাঘছাল,
আধ তুলসী দাম, আধ বিল্বদলে
হরি হর দোঁহে থাকি গলে গলে
জলদে যেমন নীর।

যুগান্তে যবে ঘটিল প্রলয়
জগত হ'ল জলে জলময়
তিমিরে পুরিল দশ দিকচয়,
সংহার হইলে সৃষ্টি সমুদয়,
শুধু শিব আদি অবিনাশী
রহিল কারণ সলিলে ভাসি।
পেয়ে তাঁর কৃপাদৃষ্টি
বিধাতা রচিল সৃষ্টি।
ইন্দ্র পেলে অমরাবতী
আমি হরি গোলকপতি।
ব্যাস! ভক্তি ভাবে ভাব ভবে
আশুতোষ—আশু তুষ্ট হবে।

(বিষ্ণুর প্রস্থান।)

ব্যাস। শিষ্যগণ!

আজ লভিলাম দিব্য জ্ঞান, পাইলাম সত্যের সন্ধান-
ঘুচে গেল অজ্ঞান আঁধার, শিব সত্য জানিলাম সার।
সুখময় নিত্য শান্তিধাম, কর জীব সদা শিবনাম।
লাভ হবে চতুবর্গ ধাম, ছিঁড়িয়া ফেল তুলসী দাম
তিলক ফোঁটা মুছিয়া ফেলি, ধর অঙ্গে শিবনামাবলি।
রুদ্রাক্ষ গাঁথি পররে গলায়, ভস্মরাশি মাখ সর্ব্বগায়।
জয় শিব সত্য জয় শিব সুন্দর, পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর পরমেশ্বর।

শিষ্যগণ। প্রভূর পথে পথ, প্রভূর মতে মত
জয় শিব সত্য জয় শিব সুন্দর পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর পরমেশ্বর।

(শিষ্য সঙ্গে ব্যাসদেবের প্রস্থান মহাদেব ও নন্দীর প্রবেশ)

মহাদেব। নন্দী! দেখ দেখ মতিচ্ছন্ন হ'ল ব্রাহ্মণার
শিবের ক্রোধাগ্নি তাই জ্বালে বারে বার।
"বৈষ্ণব আছিল যবে আমারে নিন্দিল
শৈব হ'য়ে একেবারে হরিরে ছাড়িল।
মোর ভক্ত হ'য়ে যেবা নাহি পূজে হরি.
আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি।
বৈষ্ণব হইয়ে যেই নাহি ভজে হরে
তাহারে কমলাকান্ত কৃপা নাহি করে।"
নন্দী! যেথা যাবে ব্যাস সেথা দেবে হানা
এ কাশী মাঝে ব্যাসের ভিক্ষা কর মানা।

নন্দী। যথা আজ্ঞা দেব!

(মহাদেব ও নন্দীর প্রস্থান, ব্যাস ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

ব্যাস। ভিক্ষা দেহ কাশীবাসী, শিষ্য সহ উপবাসী
ক্লান্ত অতি অনাহারে, অতিথি দাঁড়ায়ে দ্বারে।

১ম গৃহস্থ। বৈষ্ণব হইয়া ব্যাস, আসিয়া শৈবের পাশ
কোন্ মুখে ভিক্ষা চাও, মানে মানে ফিরে যাও।

ব্যাস। ধনের উপর ধন, হবে কাশী বাসী গণ
সুখে রবে ছেলে পুলে; দিব্য গতি পাবে ম'লে,
বারেক ফিরিয়া যাও, অতিথিরে ভিক্ষা দাও।

২য় গৃহস্থ। কাশীতে যে করে বাস, অন্তে তার স্বর্গ-বাস
ও নহে নূতন কথা, কিছু নাহি হ'বে হেথা।

ব্যাস। ওগো ওমা লক্ষ্মীগণ, বিপ্রে বাম কি কারণ
ভিক্ষাদেহ ভিক্ষাদেহ, ফিরিলাম প্রতি গেহ
সাড়া শব্দ নাহি পাই, দয়া কিগো কারো নাই?

স্ত্রীলোক। কি কর্‌বো বাছা—
ভিক্ষাদিতে এলে পরে, নানা বিধ বাধা পড়ে
কাঁটা দিয়ে উঠে গায়, হোঁচট্ লাগে প্রতি পায়।
যেটা খুঁজি সেটা নেই, শব্দ শুনি থেই থেই!
ভিক্ষা দিতে আনি যাহা, কে জানে কে নেয় তাহা!
আবার আনিতে যাই, গিয়ে দেখি কিছু নাই!
ভরা ভাড়ার খালি প'ড়ে, ভয়ে প্রাণ যায় উড়ে।
অপদেবতা সঙ্গে করে, কেন এলে ভিক্ষের তরে।

ব্যাস। নহি আমি জটাধারী শিব সম কদাচারী
দৈত্য দানা মোরে ঘিরে, আগু পাছু নাহি ফিরে!
মর্ত্তে মোক্ষধাম কাশী, সেই পুণ্যস্থান বাসী
অহঙ্কারে মদ ভরে, অতিথিরে অনাদরে!
সাক্ষী হও জলস্থল, দিব এর প্রতিফল—
পৃথিবীর পাপ রাশি, সত্য সব নাশে কাশী,
কিন্তু আজ দিব শাঁপ, কাশীতে করিলে পাপ
অক্ষয় হইয়া রবে, দিব্য গতি নাহি হবে,
তিন পুরুষের কার।
কৃপা দৃষ্টি কমলার, নাহি রবে হেথা আর!
সম্ভব—শুষ্ক হবে পারাবার, সুশীতল বৈশ্বানর
প্রকাশিবে প্রভাকর, পশ্চিম প্রাঙ্গন পর
অন্যথা হবেনা তবু, আমার বচন কভু!

শিষ্যগণ—
চল ধার্ম্মিকের বাসে, যাই সবে ভিক্ষা আশে।

(সকলের প্রস্থান)

কাশী রাজপথ, অন্নপূর্ণার মোহিনী বেশে প্রবেশ. নেপথ্যে গীত।

ছড়ায়ে মাধুরী, যায় ধীরি ধীরি

নিরূপমা কেগো বামা ভুবন মোহিনী।

ঝমকে ঝমকে, ভূষণ চমকে

রূপের ঠমকে দমকে দামিনী।

লাবণ্যের লতা খানি, রূপসী রমণী রাণী,

চাঁদের চাঁদিনী জিনি বিমল বরণী।

কি মোহন চারু ঠাম, কটাক্ষে খেলিছে কাম,

চুমিছে অলকা দাম মধুর মু'খানি।

মহাদেব। হে শঙ্করি! মোহিনী মূরতি ধরি,

কারো পানে নাহি চাও, একমনে কোথা যাও?

শুধাইলে কথা নাই—

দুর্গা। কেন পাছু ডাক ছাই!

ব্যাস আছে উপবাসী, তারে অন্ন দিয়ে আসি।

মহাদেব। সেকি কথা! আমার সহিত বাদ, করিতে কেবল সাধ

বেদব্যাস জেনে বেদ, অভেদে করিছে ভেদ

হরি হরে বল মন্দ, তাই ভিক্ষা কৈনু বন্ধ

হে বরদে! তবহেন, অপাত্রে করুণা কেন?

দুর্গা। হে পিনাকপাণি, পাত্রাপাত্র নাহি জানি

"আদিত্য অনল সোম, বসুমতী বায়ু ব্যোম

সবারে সমান যথা, সর্ব্বভূতে আমি তথা।"

মহাদেব। বুঝেছি ছলনা শিবে, ব্যাসে তুমি অন্ন দিবে

মোর মাথা করি হেঁট, পূরাবে ব্যাসের পেট?

দুর্গা। কি করিব ত্রিপুরারী—
অন্নপূর্ণা রূপ ধরি, কাশীতে বিরাজ করি
আমার এ অধিকারে, রইলে কেহ অনাহারে
বড়ই কলঙ্ক হবে, নামের মাহাত্ম্য যাবে।

মহাদেব। নামের কলঙ্ক হবে! হে সুর সুন্দরী সবে
হে পৌলমী—
পুরন্দর প্রিয়তমা, ব্রহ্মাণী, রোহিণী, রমা,
যেথা যত নারী আছে, আদর্শ সতীর কাছে
পতি ভক্তি শিক্ষা তরে, এস সবে ত্বরা ক'রে!

দুর্গা। ভাং ধুতুরায় সদা ভোল, মিছে কর গণ্ডগোল!

মহাদেব। হে শঙ্করী! গণ্ডগোল সাধে করি—
পাপ তাপ পাছে লাগে, স্থাপিয়া শূলের আগে
যুগ যুগ যোগে বসি, কত কষ্টে কৈনু কাশী
কাশী বাসী দুঃখ জানি, তোমারে স্থাপিনু আমি
বিটেল ব্রাহ্মণ পাপ, সে কাশীতে দেছে শাঁপ—

দুর্গা। সত্য শিব শাঁপ দেছে একবার, কিন্তু কি উপায় তার
অন্ন নাহি পেয়ে হায়, শাঁপ দিলে পুনরায়?
স্থির হও চল শূলী, প্রকারে ব্যাসেরে ছলি।
মায়া বশে চল হর, রচি ঘর মনোহর
তুমি হবে গৃহস্বামী, (গৃহিণী তা আছি আমি)
শিষ্য সহ বেদব্যাসে, অতিথি করিব বাসে,
চব্য চোষ্য, লেহ্য পেয়, নানা দ্রব্যে অপ্রমেয়
তুষিলে তাপস কুলে, শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে
করে তুমি আলাপন, ছিদ্র পেয়ে পঞ্চানন

ব্যাসে ক'রো কাশী বার, তবে হবে শাস্তি তার।

মহাদেব। কে তোমারে আঁটে বল, কর যাহা বুঝ ভাল।

দুর্গা। কিন্তু শিব! বড় ব্যথা পাই মনে,এত করি প্রাণপণে
তবু তুমি তুষ্ট নও, মোরে যাহা তাহা কও।
কি বলিলে—
নাহি মোর পতি ভক্তি, (ভাল) কোন নারী অদ্যাবধি
পতি নিন্দা শুনে কানে, বিসর্জ্জন দেছে প্রাণে!

মহাদেব। শঙ্করী—শঙ্করী পাগল শিব কি বলতে কি বলেছে—

(মহাদেব ও দুর্গার প্রস্থান—মায়ামন্দিরে আবির্ভাব—দ্বারদেশে
অন্নপূর্ণা শিষ্য সঙ্গে ব্যাসের প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। অবধান গো ঠাকুর, ঘুরে সারা কাশীপুর
নিবেদন আছে কিছু কর প্রনিধান।
দেব দ্বিজে ভক্তি অতি, ঘরে আছে বৃদ্ধ পতি
অতিথি সেবন বিনা কিছু নাহি খান।
বিভাবসু বৈশ্বানর, জ্যোতি জিনি কলেবর
দেখিলে তোমারে হয়, ভক্তির উদয়।
নাহি জানি পরিচয়, কৃপা করি মহাশয়
অতিথি হউন আসি আমার আলয়।

ব্যাস। কেমা তুমি দয়াবতী, মরু মাঝে যথা নদী
তপন তাপিত জনে ছায়া স্বরূপিণী।
দয়া মায়া শূন্য কাশী সারাদিন উপবাসী
ভিক্ষামুষ্টি নাহি দেয় কেহগো জননী।
দেখে শুনে মনে করি, অন্নপূর্ণা কাশীশ্বরী
কৃপা বশে মোর পাশে আইলা আপনি!

দেখিয়াছি দিব্য ধামে, বসিয়া বাসব বামে
পারিজাত পুষ্প পরা পৌলমী সুন্দরী—
দেখেছি গোলকে গিয়া, বিম্বাধরা বিষ্ণুপ্রিয়া
তা হতে অধিক রূপ তোমাতে নেহারি।

অন্নপূর্ণা। কোথা তাঁরা কোথা আমি, ঘরে উপবাসী স্বামী
গগনে বাড়িছে বেলা এস ত্বরা করি।

(মায়া মন্দিরে প্রবেশ। পট-পরিবর্ত্তন কক্ষ। বৃদ্ধবেশে মহাদেব ব্যাস ও অন্নপূর্ণা।)

মহাদেব। বল বল মহাভাগ, তপ, যপ, হোম, যাগ—
কি করিলে পায় জীব পরলোকে পার?

ব্যাস। বৃদ্ধবর, বিজ্ঞোত্তম, থাকিয়া সংসারাশ্রম
সর্ব্বাগ্রে করিবে জীব জ্ঞান উপার্জ্জন।
জ্ঞানালোকে লক্ষ্য করি, মুক্তিপথ যাবে ধরি
চিত্ত শুদ্ধি তার পর ইন্দ্রিয় দমন,
ছিঁড়িয়া সংসার পাশ, বৈরাগ্য বিপিন বাস
এক মনে একাধারে করিলে চিন্তন
অবশ্য জীবের হবে অভীষ্ট সাধন।

মহাদেব। তবে কি কারণ
জটা জাল শিরে ধরি, কমণ্ডলু করে করি
রে ব্যাস! বৈরাগ্য ব্রত করিলি গ্রহণ?
হরি, হরে ভিন্ন কয়ে কাশীপুরে শাঁপ দিয়ে
দেখাইলি জ্ঞান তোর ইন্দ্রিয় দমন!
দেখে তোর মতি মন্দ আমি ভিক্ষা কৈনু বন্ধ
কি করিল কাশী বাসী তোর দুরাচার?

আন নন্দী শূল আন করি একাকার।

(ব্যাস দুর্গার পদতলে পতিত হইয়া।)

ব্যাস। পিতা হতে পুত্র প্রতি, জননীর স্নেহ অতি।
আমি ছিনু উপবাসী, তুমি অন্ন দিলে আসি।
শঙ্করের কোপ হতে, রক্ষা কর কোন মতে।
রুদ্ররূপী এবে হর, ভীমনাদী ভয়ঙ্কর
বহ্নি রাশি ভালে ফুটে, জটা জুট উর্দ্ধে ছুটে,
গর্জ্জে গঙ্গা গর গর, অসম্বর বাঘাম্বর
শঙ্করী-সঙ্কট ঘোরে, কৃপা করি রাখ মোরে!

দুর্গা। ভুত কথা যাহ ভুলি, ক্ষমা কর ব্যাসে শূলী
গ্রহ দোষে আজ ব্যাস হ'ল হত জ্ঞান—

মহাদেব। আবার আবার তুমি—
ওরে রে ভৈরব দেরে, ব্যাসে কাশী বার করে
পুণ্যভূমি বারাণসী নহে ওর স্থান।

ব্যাস। কাশী বাস মোর যায়, হে অন্নদে রাখ পায়
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা—

দুর্গা। যথা সাধ্য কৈনু আমি, কি করিব বাম স্বামী
অলঙ্ঘ্য শিবের কথা হবে না অন্যথা।

পট পরিবর্ত্তন। বর্ত্তমান ব্যাস কাশী, দূরে গঙ্গা।

ব্যাস উচ্চ শির হেঁট হ'ল, মান ডাক সব গেল।
ভাঙ্গড়, পাগল বুড়া,গুমান করিল গুড়া।
কোথা যাই কারে ধরি, বুদ্ধি শুদ্ধি গেছে হরি।
পাপাত্মা পাতকী সবে, সুখে কাশী ধামে রবে,

শুধু মোর নাহি স্থান, অসহ্য এ অপমান।
জগতের নর নারী, কবে দিয়ে টিটিকারী
'এই সেই বেদব্যাস, কাশীতে পায় না বাস!'
হা ধিক আমায়!—
মিছে খেদ করি কেন, আত্ম হারা হই হেন?
ব্রাহ্মণের কারে ভয়, ব্রহ্ম তেজে কি না হয়?
বিশ্বামিত্র তপবলে, কি না কৈল ধরাতলে?
বিপুল সগর বংশ, যেই তেজে হ'ল ধ্বংশ,
আজো নত বিন্ধ্যাচল, লবণাক্ত সিন্ধুজল,
শশাঙ্কে কলঙ্ক দাগ, পরীক্ষিতে দংশে নাগ
শচীপতী সহস্রাক্ষ, হুতাশন সর্ব্বভক্ষ
তবে আমি ব্যাদব্যাস, সেই তেজে পরকাশ
করিব দ্বিতীয় কাশী; জীব কুল যেথা আসি
মোর তপস্যার বলে, সদ্য মোক্ষ পাবে ম'লে!
ব্যাস কাশী সবে কবে, গঙ্গারে আনিতে হবে—
গঙ্গা নাহি হবে বাম, আমা হ'তে তার নাম
আমি তারে বাড়াইনু, পুরাণেতে প্রকাশিনু।
গঙ্গা মহাতীর্থ জানি, (তাই) গঙ্গারে আহ্বানি আনি

(গঙ্গার নিকটে গমন পূর্ব্বক)

হর জটা বিহারিণী, সুখ, শান্তি বিধায়িনী—
পাপ তাপ নিস্তারিণী, মোক্ষপদ প্রদায়িনী
তরঙ্গ তুলিয়া রঙ্গে, ত্বরা করি এস গঙ্গে।

(ধ্যান নিবিষ্ট হওন জল-বালাগণের উত্থান)

দুকুল আঁকুল দেখি, কেন সখি কহনা।

সাঁঝ সকাল, সারাবেলা, নাচে গায় করে খেলা

তবু আশ মেটে না।

তরঙ্গের রঙ্গ সখি দেখ, দেখনা—

এ ওরে ধরিতে ধায় ধরি, ধরি ধরে না।

ওসখি যে যায় সে আর ফিরে না,

কুল ত্যজে, কেন মজে অকুলে গিয়ে জানি না।

(দূরে গঙ্গাকে দেখিয়া)

দেখ্‌লো সখি কমল দলে।

পতিত পাবনী মা'রে জলে কিবা কিরণ জ্বলে।

চরণ চুমে যাচ্ছে ছুটে,

লহরী কুল লুটে, লুটে,

কমল হ'য়ে চল্‌লো ফুটে

থাকি গিয়ে চরণ তলে।

(গঙ্গার আবির্ভাব)

গঙ্গা। বল বল বেদব্যাস, কিবা তব অভিলাষ—

ব্যাস। হে গঙ্গে তোমার কাছে, অবিদিত কিবা আছে

তমোময় কৃত্তিবাস, কাশীতে দিলনা বাস।

করিব দ্বিতীয় কাশী, তুমি কৃপা কর আসি!

গঙ্গা। ওরেরে অবোধ ব্যাস—

করিস্‌নে করিস্‌নে এহেন আশ।

(যিনি) ভবনাথ—ভবসার ইচ্ছাতে প্রলয় যাঁর

কটাক্ষে মরিল মার তুই তাঁর সমান হ'তে চা'স।
আদ্যাশক্তি মহামায়া অন্নপূর্ণা যাঁর জায়া
হরি হর, এক কায়া (কেন) অভেদে ভেদ গা'স।
যাঁর শিরে পেয়ে ধাম গঙ্গা গঙ্গা এত নাম—
স্বামী ঠাকুর তোরে বাম কোন মুখে এলি আমার পা'শ।
বিনা শিব অবিনাশী কার শক্তি করে কাশী—
মিছে বাড়াস পাপ রাশি ত্যজ এই অভিলাষ।

ব্যাস। চাহিনা শুনিতে আর, ভাল পেনু পুরস্কার!
যে জন আমারে বাম, তার গা'স গুণ গ্রাম!
তোরে ভাল আছে জানা, জানি তোর সতীপনা—
এত যদি পতি ভক্তি, সিন্ধু সনে কেন প্রীতি?
কেন সাধ্বী! কুলমান বিসর্জ্জিয়ে, ছিলে শান্তনুরে নিয়ে?
আমা হতে হলি ধন্য, নদী মাঝে অগ্রগণ্য!
আমারে অবজ্ঞা এত!—তোর মত শত শত,
প্রবাহিনী পূতবারি, সৃজিতে নাশিতে পারি!
তপোবলে সৃজিধাম, নিজে জাগাইব নাম!

গঙ্গা। এই অহঙ্কার ব্যাস. কাশীতে পেলিনি বাস!
কিবা জ্ঞান আছে তোর, বুঝিবি মহিমা মোর?
পূর্ব্ব কথা শোন বলি, শিবের সঙ্গীতে গ'লি
দ্রবীভূত হ'ন হরি, বিধি কমণ্ডলু করি
সে নীর রাখিল ধরি।—
আমি সেই সনাতন, দ্রবরূপী নারায়ণ!
দিতে গতি—সগর সন্ততি গণে, মিশেছি—সাগর সেন

সত্য শান্তনুরে লয়ে, ছিনু তার নারী হয়ে—
শোন সত্যবতী সুত, শিব-শক্তি অংশভূত
নর, নারী যেথা যত !—
পড় আরো কিছু কাল তবে যাবে ভ্রম জাল !
কি কহিলি—তুই মোরে বাড়াইলি, পুরাণেতে প্রকাশিলি ?
রে মূর্খ !—সুধা লাগি শশধরে, পুষ্পে পরিমল তরে
রমা হেতু রত্নাকরে, যথা সবে সমাদরে,
আমি আছি বলে তাই, স্বর্গ, মর্ত্ত সব ঠাঁই—
পুরাণের এ গৌরব !—যাক ওসব—
নীচ যদি উচ্চভাষে, তা'তে কিবা যায় আসে ?
যে ত্যজে আকাশে শিলা পড়ে তার গায়—
যে নিন্দে শঙ্কর স্বামী, বিমুখ তাহারে আমি,
কি কাজ আমার আর থাকিয়া হেথায়—

(গঙ্গার অন্তর্ধান)

ব্যাস। বিধি মোরে বড় বাদী, সেই বাম যারে সাধি—
নাহি ভেদ আত্ম পরে, সকলে শত্রুতা করে !
ক্ষান্ত হ'লে লজ্জা ভারি, সবে দিবে টিটিকারী !
না—না—নাহি ক্ষতি গেলে প্রাণ, তথাপি রাখিব মান—
কি করি—কাহারে ধরি ?—তুষ্ট মোরে শুভঙ্করী,
ছিনু আমি উপবাসী, তিনি অন্ন দিলা আসি—
তুষি তাঁরে তপস্যায়, বর মাগি নিব পায়
তাই, যাই তপস্যায়; তুষি গিয়া অন্নদায়—

(প্রস্থান)

পট্‌পরিবর্ত্তন—ব্যাসকাশী, ব্যাস ধ্যানে মগ্ন।

ব্যাস। (ধ্যান ভঙ্গ) অকস্মাৎ কি কারণ, হল মন উচাটন ?
এচিত্ত চাঞ্চল্য কেন ? অনুমান হয় হেন,
অভিষ্ট দেবতা আসে, বর দিতে বুঝি পাশে—
(জরতী বেশে অন্নদার প্রবেশ, নেপথ্যে গীত)

মা তোরে কে চিনিতে পারে—
মহিমার নাহি সীমা, বেদে বর্ণিবারে নারে।
কতরূপ ধর, কত মায়া কর, হেরে হরিহর হারে।

অন্নদা। বল বল, কোন পথে ওঠাকুর, যেতে হয় কাশীপুর ?
গেছে মোর তিন কাল, নিকট হতেছে কাল—
বাঁচিতে বাসনা নাই—ম'লে বুঝি শান্তি পাই !—

ব্যাস। কাশী কেন যেতে যাবি, এই খানে মোক্ষ পাবি
যদি বুড়ি ভাল চাস, এই খানে কর বাস—

অন্নদা। আমর বিটেল বেটা, মোরে বুড়ী বলে কেটা
যে মোরে মরণ টাঁকে, যম যেন নেয় তা'কে।
বিকারে পড়িল দাঁত,—খোঁড়া মোরে কৈল বাত
ধনুকের মত হয়ে,—কুঁজ ভারে গেছি নুয়ে।
রদ্দুরে পেকেছে চুল,—দৃষ্টি নেছে শির-শূল—
আমি কেন মত্তে যাবো, একে একে সব খাবো
দেখা যাবে তার পর, সাধ থাকে তুই মর !—
(প্রস্থান ও ক্ষণবিলম্বে পুনঃ প্রবেশ)

অন্নদা। বুড়া বয়েসের দোষ, মিছামিছি হয় রোষ
দয়া করে দাও বলে, কি হয় হেথায় মলে—

ব্যাস। বুড়ী সদ্য মোক্ষ হেথা মলে—(বুড়ীর প্রস্থান ওপ্রবেশ)

অন্নদা। ভ্রান্তি হয় ক্ষণে ক্ষণে, কিছু নাহি থাকে মনে
কি যে ভাল দিলে বলে—

ব্যাস। বুড়ী সদ্য মোক্ষ হেথা মলে—(বুড়ীর প্রস্থান ও প্রবেশ)

অন্নদা। দুই কাণ কালা মুনী, এক বুঝি এক শুনি
ভাল করে দাও বলে, কি হয় হেথায় মলে—

ব্যাস। আমর মাগী! কিছু মাত্র নাহি জ্ঞান,
বার বার ভাঙ্গে ধ্যান—,
বুড়ী 'গাধা হয় হেথা মলে,—

অন্নদা। তাই হক তাই হক— (প্রস্থান)

ব্যাস। একি! কি যেন কি যেন হারাল আমার—
অন্তর বাহির সব শূন্য চারি ধার!
মানস সংযম কেন নাহি হয় আর?
কোথা গেল বুড়ী—হেরি অন্ধকার!
(ক্ষণবিলম্বে) তবে কি ভুলায়ে দাসে, ছলি গেলা ছদ্মবেশে
আপনি অন্নদা আসি?
(অহো না হয়ে) মোক্ষধাম অবিনাশী
হাভাগ্য! হইল গর্দ্দভ কাশী!—
এই, হেতু হে অন্নদে, শঙ্করের কোপ হতে
রক্ষা কিগো করেছিলে? মাগো! কেন শিরে দিলে
এ গুরু কলঙ্ক ভার? করিলে, হাষ্যাস্পদ সবাকার!
পাষাণে খোদিত লেখা, শশাঙ্কে কালিমা রেখা—
সম এ কলঙ্ক জাল রহিবে অনন্ত কাল।—
(দৈববাণী) শুন শুন বেদব্যাস, নিন্দা করি কৃত্তিবাস।

করিয়াছ ঘোর পাপ, তাই পেলে এই তাপ।
অতঃপর, ভেদাভেদ পরিহর, হরি হরে সার কর।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর—নৌকা বাহিয়া পাটনীর প্রবেশ।

যারে তরী ভেসে যা।
ঝুর, ঝুর, ঝুর, মধুর, মধুর,
বচ্চে মৃদু মলয় বা।
চাঁদ খানি ডুবো, ডুবো, তারা গুলি নিভো নিভো
কোথা গেলে কুল পাবো, ও কেউ জানিস্ গা।
কাণ্ডারী তেমন পেলে, যৌবন জুয়ার জলে,
কামের ধ্বজা দিয়ে তুলে, ভাসাই প্রেমের না।
কাজ কি মন ওসব তুলে, প্রেমের কথা যারে ভুলে,
শোন্‌না কেমন প্রাণ খুলে, কোকিলেতে দিচ্চে রা।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। ওগো পাটনীর মেয়ে, এস এল তরী বেয়ে
চলেনা চরণ আর, ত্বরা মোরে কর পার।

পাটনী। বলি ও ভাল মান্‌ষের মেয়ে, কুল মান সব খেয়ে
চুপী চুপী ভরা রেতে, কোথা সাধ হলো যেতে?

অবাক হয়েছি দেখে, এলে বল কোথা থেকে ?
কার ঝিয়ারি, কার নারী, না বল্লে পার কত্তে নারি।
যে সব দেখ্‌ছি সোনা দানা, এ বড় ঘরের কারখানা।
লুকিয়ে তোমায় পার করে, শেষ কালে কি পড়বো ফেরে ?
এ কথা না ছাপা রবে, কে বাছা সীতে হরণে মারীচ হবে ?
কার বহুড়ী কার ঝী, বল্লে্য তরী ছেড়ে দি—

অন্নদা। ব্যাথা পাবি লো পাটনী, আমার কাহিনী শুনি
সমগ্র উত্তর ধার, জনকের অধিকার—
গর্ব্বে থাকেন মাথা তুলে, তিনি উচ্চ তাঁর কুলে।
‘কঠিন পাষাণ হিয়া, বৃদ্ধ বরে দিল বিয়া।’
স্বামীর নাম ধত্তে নাই ঠারে ঠোরে বলে যাই—
‘পঞ্চ মুখ কুকথায়’ ‘কণ্ঠ ভরা বিষ তায়’
কল কল নিশি দিবা, ঘরে থাকি সাধ্য কিবা,
জীবন রূপিনী ধনী, স্বামীর বড় সোহাগিনী,
বাঘিনী সতিনী ঘরে, রাখেন স্বামী শিরে ধরে !
নাহি মান অপমান, সুস্থান কুস্থান জ্ঞান—
কত গুণ কব আর, ‘কপালে আগুণ তাঁর’।
‘যে রাখে যতন করে’ ‘আমি বাঁধা তার ঘরে’।
মিছে মিছি দেরী করি; বল যদি লা’য়ে চড়ি—

পাটনী। হ্যা—কি দিবে পারের কড়ি, শীঘ্র করে বল—

অন্নদা। দেবো আগে পারে নিয়ে চল
(নৌকায় উঠিয়া) ও পাটনী তোর জলে ভরা লা
আলতা সব ধুয়ে যায় কোথা থুই পা ?
ওই সেঁউতীতে ঠাকুরাণী, রাখ রাঙা পা দুখানি।

(তরী বাহিয়া অপর পার্শ্বে গমন ও অন্নপূর্ণার অবতরণ)

পাটনী আলো করে তরীর খোলে, ঝকমক করে কিও জ্বলে ?
তারা কি পড়্‌লো খ'সে, যেথা উনি ছিলেন বসে ?
তাইত উমা একি ! একি ! সোনার সেঁউতী দেখি !
কোন দেবী ছল করে, এসেছিল তরীর পরে ?
(অন্নপূর্ণার পশ্চাৎ গমন ও পদতলে পতিত হইয়া)
কোন জন্মে কি করেছি, তাই তোমার দেখা পেয়েছি
পরিচয় দয়া করি, দিলে দেবো চরণ ছাড়ি।

অন্নপূর্ণা। দিয়েছিতো পরিচয়, যা বলেছি মিথ্যে নয়
আমি সেই কাশীশ্বরী, অন্নপূর্ণা নাম ধরি,
'হরি হোড়ে' এবে ছাড়ি, যাই ভবানন্দের বাড়ী।

পাটনী। যে নামে জীবে যায় গো তরে ভব পারাবার,
সেই সারাৎসারা, পরাৎপরা,
পরমারে করিলাম আমি পার।
আহা, ভাগ্যের সীমা নাই গো আমার।
যে পদ পাবার তরে, বিধি বিষ্ণু ধ্যান করে,
হর থাকেন হৃদে ধরে, আহা অনিবার—
পেয়ে সে পরম পদ ছাড়ি কি গো আমি আর।

অন্ন। পাটনী, দুঃখ তুই নাহি পাবি, মোর বরে সদা সুখে রবি।

পাটনী। বারে বারে আমি আর ভুলিনা।
কিছার মিছার সম্পদ সুখ, মাগো সে সুখ মাগিনা।
পরেশ মণি হাতে নিয়ে, ভুলাতে চাস মা পাষাণ দিয়ে—

(ওগো) দয়াময়ীর কেমন দয়া জানিনা—
দেমা, মোহ জাল ঘুচাইয়ে, চরণে আর কিছু চাহিনা।

অন্নপূর্ণা। তথাস্তু!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভবানন্দের ভবন।

ভবানন্দ। ভারতের ভবিষ্যত ভাগ্যাকাশ অন্ধকার ময়
সদয় সৌভাগ্য লক্ষ্মী যবনে যেরূপ,
সমগ্র ভারতে রাজ্য করিবে বিস্তার।
ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ আদি বীর প্রসবিনী
ভারত জননী এবে পর পদানত।
কালের কুটীল গতি কে পারে বুঝিতে—
একি! পবনেরে পরাভবি বিদ্যুতের বেগে
বিদারি বিশাল শূন্য কোথা ভেসে যাই?
নিন্দিয়া নন্দন বন উদ্যান মাঝারে
রূপসী রমণী কুল—স্থির সৌদামিনী সমা
এরা কারা? যেন দেখেছি দেখেছি—
সুকণ্ঠে সঙ্গীত ঝরে বীণা বিনিন্দিয়া
যেন শুনেছি শুনেছি—
ক্ষণে ক্ষণে আসে মনে, আসেনা আবার—
(অচেতন হইয়া শয্যায় পতন, দিব্যালোক প্রকাশ অন্নপূর্ণার)

: আবির্ভাব ও শিয়র দেশে ঝাঁপি রক্ষা করণ)

অন্নপূর্ণা। শোন ওরে ভবানন্দ!
আমি সেই কাশীশ্বরী, অন্নপূর্ণা নাম ধরি
'হরি হোড়ে' এবে ছাড়ি, এনু বাছা তোর বাড়ি।
"কাল ক'রো মজুন্দার মর্ত্তে মোর পূজার প্রচার।"
মোর ব্রত পরকাশি, হবি শেষে স্বর্গবাসী।

(প্রস্থান ও ভবানন্দের সংজ্ঞা লাভ করণ)

ভবানন্দ। ওই যে এখনো সে দিব্যজ্যোতি ভাতিছে গগনে
শূন্যদেশে সুমধুর বাজিছে বাজনা,
কিন্নরীর কলকণ্ঠে ঝরিছে সঙ্গীত,
পারিজাত পুষ্পাসার বরষিছে দেব!
ওই যে রয়েছে ঝাঁপি শিয়রে আমার,
স্বর্গীয় সৌরভ ভারে পূরি চারি ধার,
স্বপ্ন নয় স্বপ্ন নয় নিশ্চয় নিশ্চয়
আইলেন অন্নপূর্ণা আমার আলয়,
পোহায় সপ্তমী রাতি বিলম্ব না সয়,
কে দিবে মন্ত্রণা বলি কোথা মন্ত্রি—মন্ত্রি

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভবানন্দের রাজ ভবনের সন্নিহিত উপবন সখী সঙ্গে চন্দ্রিনী।

সখীগণ। মনের দুখে, বদন ঢেকে বিরহিনী কমল-কাঁদে।
কুসুম চুমে,-ভ্রমর ভ্রমে পরিমল পবন সাধে।
মনের সুখে সোহাগ ভরে, কোকিল গায় সুধার স্বরে,
দেখ্না চেয়ে মাথার পরে, করে কেলি চকোর চাঁদে।

চন্দ্রিনী। প্রাণের কথা, মনের ব্যথা বল্‌বো তোরে কমলিনী
বিষাদ ভরে, নয়ন ঝরে, (ও তুই) আমার মত বিরহিনী।
দংশেনি যায় আশীবিষে, বিষের জ্বালা জানে কি সে
আয় লো কাঁদি দোঁহে মিশে, বিষাদ সুরে তবে ধনী।

(ভবানন্দের প্রবেশ)

চন্দ্রিনী। নাথ! পদ্মিনীকে একা ফেলে, কোন প্রাণে চলে এলে
যেথা নাথ মন বাঁধা, যাও ফিরে যাও সেথা।
নিশি শেষে রাখ্‌তে মান, কেন এ প্রেমের ভান্?
মিছে মিছি কেন আসা, যাও যেথা ভালবাসা।
সে দিন আর কি আছে, যে, থাক্‌বে সদা কাছে কাছে।
নত এবে কুচ কলি, সে দিন গিয়েছে চলি—
অধরে নাহি সে মধু, গেছে কায়া ছায়া শুধু!
হাব, ভাব, ঠমক ঠার, নাহিকিছু ভোলাবার
সাধ করে থেকে থেকে, অঞ্চলে বদন ঢেকে,
কথা না কহিলে পরে, মান ভেঙ্গেছ পায়ে ধরে!
মনে হলে প্রাণ কাঁদে, হাতে এনে দিতে চাঁদে!
কলি ছিনু গেছি ফুটে, যৌবন ভাঁড়ার লুটে,
কাল সব গেছে নিয়ে, ফাঁদ পাতবো আর কি দিয়ে!

মধুর আশে অলি এসে, বাসি ফুলে কবে বসে !

ভবানন্দ। প্রিয়ে ! ভেবেছকি রস-রঙ্গে, ছিনু পদ্মিনীর সঙ্গে ?
অভিমান ত্যজে প্রিয়ে, শোন কথা মন দিয়ে,
রাজকাজ সমাপিয়ে, বিশ্রাম মন্দিরে গিয়ে,
শ্রম হেতু শ্রান্ত হয়ে, ভাবিতে ছিলাম শুয়ে,
ভূত, ভবিষ্যত কত, ক্রমে হনু নিদ্রাগত,—
স্বপ্নবশে, দাঁড়ায়ে শিয়র ধারে, দেখিলাম অন্নদারে,
বলিছেন মধুস্বরে, 'এনু বাছা তোর ঘরে'
'পোহায় সপ্তমী রাতি, পুণ্যদা অষ্টমী তিথি,
কাল করো মজুন্দার, 'মর্ত্তে মোর পূজার প্রচার'।
জেগে উঠিলাম কাঁপি, শিয়রে দেখিনু ঝাঁপি
স্বর্গীয় সৌরভ তার, আমোদিছে চারি ধার।
শুনিলাম শূন্য মাঝে, মঙ্গল বাজনা বাজে।
দরবারে ত্বরা গিয়া, পাত্র মিত্র আদি নিয়া
সুবিধান করি ব'সে—
হেন কালে, ঘাটের পাটনী এসে
নিবেদিল যোড় করে, এলো রাজা তব ঘরে
অন্নপূর্ণা কাশীশ্বরী.
এনু তাঁরে পার করি !
সোনার সেঁউতি হাতে
প্রত্যয় হইল তাতে।
না করিয়ে কাল ব্যাজ, ঘোষিনু নগর মাঝ
আগমন অন্নদার—পূজা হবে কালি তাঁর।

স্থনিপুন কুম্ভকার গড়িছে প্রতিমা মা'র,
মাঙ্গলিক কাজ গুলি, যেন নাই যেও ভুলি।
স্ত্রীআচার যত আর তোমার উপর ভার।
তুমি মম পাঠেশ্বরী দেখ সব যত্ন করি।
বিনাশিয়া অন্ধকারে ওই উষা উকি মারে,
সচন্দন বিল্বদলে তুলসী জাহ্নবী জলে
চল হয়ে শুদ্ধাচার, পূজিগে চরণ মা'র।
(পট পরিবর্ত্তন অন্নদার প্রতিমূর্ত্তি।)

নারীগণ। সবে তোরা আয় আয়—
হরষে হেরিব চল,
সুখদা মোক্ষদা মায়।

দেখতে মার ওরূপ রাশি
ওই দেখ হাসি হাসি
আলো করে ওঠ্‌লো আসি
সোনার রবি গগন গায়।

লনের সুখে তুলে তান
পাখী করে জয় গান
প্রেমের ভরে, পূর্ণ প্রাণ
মলয়া বায় বয়ে যায়।

স্থান পেতে চরণ তলে
ফুটলো ফুল জলে স্থলে

মধুর আশে দলে দলে
পাদ-পদ্মে অলি বসতে ধায়।

পুরুষগণ। কর দেবী দুঃখ হরা; ধন ধান্যে পূর্ণ ধরা
পরমেশ্বরী পরাৎপরা, শেষে স্থান দিও পায়॥

(যবনিকা পতন)

Printed by H. C. Dutt & Co., 132, Amherst St. Calcutta.

কৈলাস-কুসুম

গীতিনাট্য।

"——স বহ্নির্ভব-নেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার"

কুমারসম্ভব।

(বঙ্গ রঙ্গ ভূমির অভিনয়ার্থ)

মানস-প্রসূন-
প্রণেতা

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

ভবানীপুর,
ওরিএণ্ট্যাল প্রেসে শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যা[illegible] মুদ্রিত।

সন ১২৮৬ সাল।

বন্ধু প্রবর ও সজ্জনালঙ্কার

শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন দাস,

নন্দন-কুসুম প্রণেতা।

প্রিয় মণু,

অস্ফুট এ কলি—কল্পনা বালার

করহে গ্রহণ, দিনু উপহার।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গ—নন্দনকানন। একাকিনী রতি আসীনা।

ছায়ানট—ভরতঙ্গা।

অপ্সরাগণ। দেখ লো সই! এ রূপ মাধুরী
বিনোদ বদন-শশী অতুল আমরি।
তড়িত আভা গায়
লাবণ্য নাচে তায়
অনঙ্গ লাজ পায়
এরূপ নেহারি।
চিকন-চিকুর-জালে
কনক-কুসুম জ্বলে
আঁধার নিশাকালে
(যেন) তারা সুন্দরী
সরস এ স্ব[illegible]
মনসিজ মন বাঁধা
অপাঙ্গেতে বসুধা
মোহিতা আমরি।

১ম অ।(অগ্রসর হইয়া) ওমা ! রতি যে !

২য় অ। একাকিনী কামপ্রিয়া একি অপরূপ !
কোথা কান্ত তব ? রতি-ছাড়া রতিপতি
থাকে না ত কভু !

৩য় অ। চিরানন্দময় এই বৈজয়ন্ত ধামে
মলিন মুখ-কমল তোমার নেহারি
মন্মথ-মোহিনী কি হেতু কহ তা শুনি ?

রতি। কৈ লা—কোথা মম মলিন মুখ ?

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সকলে। কাহে নিশি শেষে, আলু থালু কেশে
বিরহিণী বেশে, আপনা হারা।
কাহে লো কহ না, চারু চন্দ্রাননা
বিরস-বদনা, ভাবিয়ে সারা॥
কাহার কারণে, নীরবে নন্দনে,
নলিন-নয়নে, ফেলিছ ধারা।
কোথা ফুলশর, রতির অন্তর,
কি দুঃখে কাতর, অধীর পারা॥

রতি। সারারাতি [illegible] বিলাস আবেশে
করিয়াছ ভোর. পাওনা দেখিতে
ঢুলু ঢুলু আঁখি [illegible]তন্দ্রা অলসে !

১ম অ। রতি রঙ্গ রাখ, কেন হেন ভাব তব ?

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জৎ।

রতি। প্রাণেশ-প্রেমে—প্রেমাধিনী
সতত সুখিনী লো সোহাগিনী।
প্রেমিক প্রবর, নব এ নাগর,
বিনোদ-বঁধুয়া গুণে গুণমণি॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সকলে। প্রেমিক প্রবর কোথা সে নাগর
বিরহ বিকার বিনোদ বঁধু।

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রতি। মন-মোহন সনে ওলো স্বজনি
সুখ-সোহাগে যাপি যামিনী।
তটিনী তীরে, নীহার-নীরে,
যথা যায় মন-মাতঙ্গিনী॥

২য় অ। সে তো রোজ হয়, তার পর?

রতি। মোহন মন্দারে সুর-সুন্দরী কতই ঘুমায়ে ছিল

৩য় অ। নিজের কথা বল না।

রতি। কভু ফুলশরে-বলি না [illegible]
বিধিঁ বারে সুর-সীমন্তিনী।

সকলে। কথায় কথায় কহ কামে হায়,
অবলা বালায় জ্বালাও শুধু।

প্রেমিক প্রবর কোথা সে নাগর
বিরহ বিকার বিনোদ বঁধু।

ভৈরবী—জৎ।

রতি। সহসা স্বজনি শিহরিনু শুনি
হায় একি দায়।
অনঙ্গ হে চল ডাকে দেব দল
ত্বরিতে তোমায়।

সকলে। মদন কুসুম শরে আপনি রতি জ্বলে মরে
কে দেখিবে অপরূপ আয়—

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

রতি। সখি! মন কাঁদে কহনা কি কারণ
সতত এ আঁখি-নীর কেন ঝরিছে সঘন।—
মধুপ মোহন গায়, কমল কাননে হায়
মধুর মলয় বায় কেন না জুড়ায় জীবন।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সকলে। প্রেম-পয়োধি-পীযূষ পানে পুলকে লো।
সখি! সতত সুহাস সুখ-সোহাগে লো।।
বিরহেরি বায়, লহরী লীলায়,
মন, মদন-মোহিনী দহে না দুখে লো।

প্রথম দৃশ্য।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

রতি। কোথা হে কুসুম-শর কাতরা কতনা হায়,
চির প্রেমাধিনী তবু নাথ না হেরি তোমায়।
পলকে প্রলয় গণি, বিহনে যে গুণমণি
সে প্রেম-প্রতিমা-খানি কেন কাঁদায় আমায়।

পাহাড়ী পিলু—ষড়ঙ্গা।

সকলে। সুখ-সরোবরে সর-সোহাগিনী
নাচে লো নব নলিনী।
ভাবেনি ভাসিবে, নিরাশার নীরে
দেখা দিতে দিনমণি।

রতি। তোমাদের এ রূপক রাখ।

সকলে। তবে কেন কহ আহা অবলারে,
বিষম-বিরহ-বিষে বধিবারে,
কুসুমেরি শর, কিবা খরতর
বুঝ লো বিধু-বদনি।

সকলের প্রস্থান।

[পটক্ষেপণ]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ—দেব সভা ইন্দ্রাদি দেবতা আসীন।

গারা-ভৈঁরো—চৌতাল।

নেপথ্যে। সুখের নিলয়, অমর আলয়।
মরি কি অতুল শান্তি শোভাময়।
চির-বসন্ত যথায় রাজে
শোভি নিকুঞ্জে সুন্দর সাজে
শশী ষোড়শী নভসে নিতি
সুচারু সমুদয়।
পূত-প্রবাহ পতিত-পাবনী
সুখ-স্বরগে সুধার খনি
তটে কামদ কলপ-তরু
বিভূষি বিরাজয়

মদন ও চিত্ররথের প্রবেশ।

খাম্বাজ—

জয় স্বরীশ্বর, দেব পুরন্দর, ত্রিদিব ঈশ্বর হে।
পুলোম দুহিতা, তোমার বনিতা, ধন্য সুরবর হে।
অনল দামিনী, তব কথা শুনি, দেখায় লহর হে।
ত্রিভুবনময়, সবে তব জয়, ঘোষে নিরন্তর হে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্র। দেবগণ—দৈত্যহারী চিরজয়ী রণে
অক্ষম বুঝিতে আমি নিয়তির গতি!
ভাসিয়ে সমর-স্রোতে কোটী কল্প কাল
দুর্ম্মদ অসুরে মর্দ্দি অসুরারী নাম!
কোন্ বলে কহ শুনি কি প্রতাপ হেন
প্রদীপ্ত সে সুর-তেজ সে নাম-মাহাত্ম্য
ডুবায় অতল তলে দুষ্ট দিতি সুত?—
নিয়তি বিধানে—হায় কহিনু নিশ্চয়!
অবিচল দুর্নিবার নিয়তির বলে
দেব-দ্বেষী দনুজের কলুষিত করে
জর্জ্জরিত জ্যোতিঃ-হৃত সুর-শ্রেষ্ঠ সবে
কি যে বিপর্য্যয় মরি কর সংঘটন
অচিন্ত্য—অভূতপূর্ব্ব—অশ্রুত—দুর্জ্ঞেয়-
দারুণ নিয়তি! কে বুঝিবে সে রহস্য!
কি অমরে কিবা নরে অসাধ্য সাধন!
ইন্দ্রের কার্ম্মুক এই কালান্তক কাল
সর্ব্ব-শক্তি-মূলীভূত অব্যর্থ প্রহার
কিন্তু ব্যর্থ এবে,—তব বলে বলী দৈত্য!
অনন্ত সংহার-বহ্নি-বিশ্ব-নাশী-শিখা
প্রলয় বিষাণে জ্বলি উঠিবার আগে
হেন অঘটন শূলী ঘটাও কি হেতু
অকালে; তা হলে বিশ্ব যাবে রসাতল!
এ দেব-দুর্গতি হায়! বিপানে তোমার!
চিন্তা-যুক্ত চন্দ্রচূড় দেবের সমাজ—

চিত্ররথ। দেবেন্দ্র! ত্রিদিব উদ্ধার হেন পবিত্র প্রস্তাবে
কোন দেব-হিয়া নাহি হবে অগ্রসর?
ভবিতব্য গূঢ়-লিপি অবগত দেবে
পদ্মাসন পিতামহ পাশ; তবে
কেন এ বিলম্ব———

ইন্দ্র। উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি শিরে বিকট শেখর—
(সুপ্রসন্না মহামায়া সিদ্ধ মনস্কাম)
নিমগ্ন তপঃসাগরে শশাঙ্ক-শেখর—
মহেশের মহাযোগ ভাঙ্গ তুমি কাম!
বিরূপাক্ষ সমতুল বিক্রমে কুমার
লভিলে জনম কাম পূর্ণ রুদ্র তেজে
মরিবে দুর্ম্মতি দৈত্য!———

মদন। সুরেন্দ্র! শিবের সমাধি সম্মোহন শরে
ভাঙ্গিব এখনি—একি দেখি হায়—
কি দারুণ দৃশ্য!—এ ভ্রান্তি!—কি করে?
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বহ্নি বাহিরায়
অপরূপ সব; হাহাকার রব!

ইন্দ্র। নগেন্দ্র-নন্দিনী তোমা রক্ষিবে মন্মথ!
সুর হিতে হও ব্রতী এ মহাসাধনে!

মদন। (স্বগত) একাকিনী রতি; চঞ্চল হয়েছে চিত্ত—
(প্রকাশ্যে) সাধি যেন তব মনোরথ সুরপতি!

(সহসা দৈববাণী)

সিদ্ধ মনস্কাম অমর সমাজ

ত্রিদিব উদ্ধার বহুদূর নয়
শিব, শুভঙ্করী হইবে মিলন।

আশা—জৎ।

সকলে। জয় নগেশনন্দিনী শঙ্করী শিবানী
মহামায়া মহেশ-মোহিনী।
জয় তারা তারিণী ত্রিগুণধারিণী
দয়াময়ী দানব-দলনী।
জয় জগ-জননী কালী কাত্যায়নী
ভয় ভাঙ্গ ভবেশ-ভাবিনী।

বাগেশ্রী—আড়া।

নেপথ্যে। ভাব সেই পরাৎপর নারায়ণ নরোত্তম।
অখিল অনন্তপতি আদি পুরুষ পরম।
মনোহর মুরহর, পদ্মনাভ পীতাম্বর
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ যোগিকুল প্রিয়তম।

ইন্দ্র। এযে শুনি—দেবর্ষির হরিগুণ গান—
আন আগুসারি তপোধনে চিত্ররথ।

(চিত্ররথের প্রস্থান ও দেবর্ষি নারদকে লইয়া প্রবেশ)

নারদ। জয় শচীপতি—ত্রিদিব ঈশ্বর।

ইন্দ্র। ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেবে এতকাল পরে
আপনি অন্তর-যামী কি আর কহিব।

নারদ। শুনেছি আকাশবাণী অনশ্বর দেশে
স্বর্গে, মর্ত্তে, মরামরে শুনেছে সকলে !
শান্ত হও সুরপতি মরিবে দানব।

হাম্বির—দ্রুতত্রিতালী।

সকলে। বিরাজ বরদে বিশ্বরমে।
রাজরাজেশ্বরী রূপে ভবেশ-ভবনে।
হায় কবে একাসনে, বসি জগন্মাতা সনে,
আগম নিগম কথনে ভুলাবে ভবেশ ভুবনে।
[পটক্ষেপণ]

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বত যোগমগ্ন মহাদেব আসীন।
গিরি-বাসিনীগণের প্রবেশ।

ললিত—আড়া।

বিভাতিল বিভাবরী হের ঊষা মৃদুহাসে।
বিহগ আলোক ঘোষে মনেরি উল্লাসে।
নিশা-কৃশা কমলিনী,
এবে মৃদুহাসে ধনী
খুলিয়া সে বর বপুঃ
প্রণয় পরশে।

কূজিত নিকুঞ্জ বন
যেন করে আবাহন
পুলকে প্রকৃতি সতী
কল কল ভাষে।
উঠ গিরিবাসী সবে
ভুবন ভরেছে রবে
ওই হের প্রাচীশ্বরী
হাসি তমঃ নাশে।

পিলু—দাদ্‌ড়া।

কলো, ললনা-ললাম রমণী-রতন।
কলো, পুরুষ-প্রবর মানস-মোহন।
(যেন) রতি-রূপসী সনে কাম শশী
— নয়ন-নন্দন সুচারু সৃজন।

সকলে। আয় লো দেখিগে—

সাহানা—খেম্‌টা।

মানস সরসে সুখ সম্মিলন।
ললিত-লহরী নটন-নিপুণ।
সুখ-সরে সুখে নলিনী নিরখে
আনন্দে আন্দোলি সুহাসে সুবদন।

সকলের প্রস্থান। (মদন ও রতির প্রবেশ।)

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রতি। নাহি ধরে মনে।
তুষার তুহিনে এ গিরি গহনে।
অচল অনিল চয়, শিশির-শীকর-ময়
কুসুম আবলি তায়, মলিন হেরি নয়নে

বেহাগ—কাওয়ালী।

মদন। কুসুম-কুন্তলা কিবা বন-বল্লরী।
নগ-নদী-নীর নিরমল মরি।
আনন্দে অলিদল পিয়ে পরিমল
সকলি সুন্দর মোহন মাধুরী।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

রতি। নিরখ নাথ! নবীন রাগে।
উঠে দিনমণি পূরব ভাগে।
সুখের সদন, অতুল নন্দন
দেব নিকেতন অন্তরে জাগে

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মদন। প্রিয়ে প্রেমময়ী প্রেমাধার।
কুসুম কোমল তনুয়া তোমার।
সুখে সুরবালা সহ,
কাছে না করিলে কহ
বিধু-বদনা বন-বিহার।

রতি।— সুখে সুরবালা সনে
হায় কহিলে কেমনে
রতি রহিত মরিছে মার।

হেরি দূরে হৃদয়েশ! ওই যে অচল
কি নাম উহার কহনা শুনি?

মদন। কৈলাস—ভব—ভবানী—ভবন।

(সুবিষাদে) কি দশা কৈলাস পুরী হয়েছে তোমার
আমরি সতী বিহনে নিরানন্দ সব!
কি কুক্ষণে পাপ দক্ষ, হায়! কি কুক্ষণে,
ঘটালি এ কাল যজ্ঞ সর্ব্বনাশ তরে!
প্রমথ গণের আর নাহি সে উচ্ছ্বাস
পাষাণ কৈলাস গিরি সেও বিষাদিত
এ দারুণ শোকে হায় দুর্ব্বিষহ অতি!—
ওই গিরি তুলি শৃঙ্গবর চাহি—পাপ
দক্ষপুরপানে, প্রদানিছে অভিশাপ

যেন। কোন্ গৃহস্থলী গৃহলক্ষ্মী বিনা
এ হেন বিজন ভাব নাহি ধরে হায় ?

বাঁরোয়া—খেমটা

রতি। ললিত-তরুণ অরুণ-কিরণ।
করিছে বিষম বিষ-বরিষণ।
কুঞ্জ-কাননে, বিনোদ-বিতানে
চল প্রেমময় প্রাণধন।

মদন। অদূরে—নিমগ্ন যোগেন্দ্র তপঃসাগরে—
রতি। দেখ নাথ আশা-পথ চেয়ে রহিল এ দাসী—
(রতির প্রস্থান। উমা ও সখীগণের প্রবেশ।)

বেহাগ—কাওয়ালী।

সখীগণ। কেন কালিমা নলিন-নয়নে
কহনা চারু-চন্দ্রাননে।
বিজলি-বিকাশ, সরস সুহাস,
নাহি লো সুলোচনে কি কারণে।

ভৈরবী—খেমটা।

কি দুখে কাঁদ বল বিধু-বদনি।
মলিন মুখ-কমল অপরূপ অনুমানি।
সখি ! হয়োনা নিরাশ পূরিবেগো মনআশা
নিবার নয়ন-নীর লো নগ-নলিনি।

উমা। কই, কোথা বিল্বদল বিমল ধুতুরা
কোথা মন্দাকিনী সুশীতল বারি ?

পুষ্পাদি দান ও সখীগণের গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাশ্মীরি খেম্‌টা।

কমল কাননে আয়। (সবে)
কোমল কমল-ফুলে সাজাব লো গিরিজায়।
সচঞ্চলা গিরিবালা প্রেমাবেশে পায় জ্বালা
মোহন কুসুম-মালা জুড়াবে জীবন হায়।

মদন। (অগ্রসর হইয়া,) এই হৈমবতী দক্ষ গৃহ ছাড়ি,
হিমালয়ে বিরাজেন এবে ! ঠিক সময় এই
হানি তবে ফুলশর হর হৃদে !

(সম্মোহন বাণে শিবের চৈতন্য ও হৃদয় বৈকল্য)

মহা। কেন এ চিত্ত চাঞ্চল্য হইল ?
নাহি কেন মম মানস সংযম ?
একি ! অকালে বসন্ত ! কেন শিহরিল অঙ্গ ?—
(চৌদিকে দৃষ্টিপাত) কি ?—মদন—দুরাত্মা—

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

মদন। সম্বর সম্বর, শম্ভো ! শঙ্কর !
ভূতভাবন ভগবান শশাঙ্কশেখর।

মহা। (পলায়নপর মদনকে) মূঢ় ! বৃথা আশা তোর !
শিবের ক্রোধাগ্নি জ্বালি পাইবি নিস্তার ?

মদন। বরদে বিমলে ! অকাল অনলে
জীবন যে জ্বলে, কৃপা কিঙ্করে কর।

মহা। এ সংহার শিখা, এ ক্রোধাগ্নি কাম
নিতান্ত নাশিবে তোরে বাম দেব বাম!
(হর কোপে মদনের মৃত্যু। নারদের প্রবেশ।)

নারদ। উঃ! কি রুদ্রবেশ মহেশের; মহানন্দে
ভ্রূকুটী কুঞ্চিত ভালে গর্জ্জে বিভাবসু
আভাময় সুবিপুল, হীনতেজা করি
রবিচ্ছবি;—দলর্ম্মল ভীম জটাজুট!
রোষে ঘন কম্পান্বিত সর্ব্ব কলেবর!
রক্ত আঁখি—পলক বিহীন!
অমর আত্মার ধ্বংস!—অসম্ভব দেব—

মহা। নিজ-কর্ম্মফলে; এতস্পর্দ্ধা, অবহেলে মোরে!

নারদ। নহে দোষী কামদেব; পশুপতি!
বিষম সঙ্কটে দেবগণ মিলি
পাঠাইলা কামে; তবে তার প্রতি
হেন রোষ, সাজে কি তোমার শূলী?
আশুতোষ তুমি, ভুল ভূতকথা
ভোলানাথ, রতিরে স্মরিয়া।

মহা। দেবগণ মিলি?—সঙ্কট বিষম?
(ক্ষণচিন্তা করিয়া) হারে দৈত্য! এত দম্ভ?
কিন্তু কি উপায় নিয়তির কাছে নিয়ন্তা অক্ষম

নারদ। তবে চিতানলে তনু ঢালিবে কি রতি?

মহা। (ক্ষণচিন্তা করিয়া) না—না—নিবার রতিরে
অচিরে পাবে প্রাণপতিধনে।

নারদ। দেব। আঁধার ভব ভুবন আবৃত তমসে

দেবগণ ভ্রান্তচিত্ত বিশ্বমাতা বিনা।
স্নান গেহে হৈমবতী সকলি প্রস্তুত।

মহা। আন তবে, যথা অভিলাষ তব।

(শোক বিবশা রতির প্রবেশ।)

ভৈরবী—আড়া

রতি। কেমনে করাল কাল হরিলি হৃদয় ধনে।
হা বিধি! হা বিধি! হায় এই কি হে ছিল মনে।
প্রেমময় প্রাণ-নাথ; প্রেমাধীনে লহ সাথ
বিনে ও প্রাণেশ-প্রেম বিফল বাঁচা জীবনে।

[পট ক্ষেপণ।]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্বর্গ—সুমেরু পার্শ্বস্থ বিহার কানন।

(মদন রতিকে ঘিরিয়া অপ্সরাগণ)

খাম্বাজ—ঠেস কাওয়ালী।

সুখ-সলিলে পুলকে পুন রে।
রতি-রঞ্জন মন-মোহন রে।
মধুর মূরতি প্রকৃতি সতী
আয় মাতি সবে মধু মিলন রে।

সুরটমল্লার—খেম্‌টা।

নীলিম নভে লোচন-লোভা।
শারদ-শশী সুচারু শোভা।

তগ্গল তানে, পীযূষ পানে
মাতিল মন সরসে কিবা।

সিন্ধুখাম্বাজ—খেম্‌টা।

আজি সুখ-নিশি লো শশী-শোভনে।
যেওনা দহি দুখ দহনে।
সুধাংশু সুহাস সুখে, পাপিয়া পিক পুলকে
অপার আনন্দ আন ভরি ভুবনে।

পট পরিবর্ত্তন। কৈলাস—হর গৌরী একাসনে আসীন।
এক পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া; অপর পার্শ্বে নারদ ও ভৃঙ্গী।

বাহার—

উদিত আনন্দময়ী আজি সুখের সদনে।
বরাভয় প্রদ মরি মধু হাসি বিলোচনে।
অতুল মোহন রূপ উথলিল ভাব কূপ
ভাবেতে ভুলিয়ে ভোলা ভবানী সনে।

মদন রতি ও গিরিবাসিনীগণ।

জয় জয় জগমাতা, জয় মহেশ মোক্ষদাতা
স্থাবর জঙ্গম জাগি আজি দোহা গুণ গানে।
নিরখ ভুবন বাসী আনন্দ সাগরে ভাসি
কৈলাস-কুসুম কম ভকত মন-মোহনে।

(যবনিকাপতন।)